

# আহুড়া

২৩ নভেম্বর '০৮



বনযোগীছড়া কিশোর-কিশোরী কল্যাণ সমিতি

বনযোগীছড়া, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!  
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Agrakirti Bhante

# আহ্‌ভা

১

যুগ্ম সম্পাদকঃ

তনয় দেওয়ান ইন্দু  
সুগম চাকমা

বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতি

(একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠন)

বনযোগীছড়া, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ।

# আহুতা

প্রকাশকাল : ২৩ ডিসেম্বর' ২০০৮ ইং

যুগ্ম সম্পাদক : তনয় দেওয়ান ইন্দু

সুগম চাকমা

## সম্পাদনায় সহযোগীতায়ঃ

জয়মতি তালুকদার ফেঙ্গি

অরিন্দম চাকমা

নির্মল কান্তি চাকমা

শোভন চাকমা

রতন মনি চাকমা

শ্রীমতি তালুকদার

উত্তম চাকমা

বিপাশা দেওয়ান

## সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ

দিলীপ কুমার চাকমা

বিধু ভূষন চাকমা

বিশেষ সহযোগীতায়ঃ মৃন্তিকা চাকমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়ঃ তনয় দেওয়ান ইন্দু

## যোগাযোগের ঠিকানাঃ

প্রকাশনা বিভাগ

বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতি

বনযোগীছড়া, জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

e-mail: [bkkksrj@yahoo.com](mailto:bkkksrj@yahoo.com)

গুণেচ্ছা মূল্যঃ ৬০ টাকা মাত্র

মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে : ছড়াখুম পাবলিশার্স, বনরূপা, রাঙামাটি।

# উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় সুনীতি বিকাশ চাক্মা কে

(যার অনুপ্রেরণায় এবং সহযোগীতায় আমাদের এ ধারাবাহিকতা)

# সম্পাদকীয়

আজ ২৩শে নভেম্বর ২০০৮ ইং। ১৯৯৯ সালের এই দিনে যাত্রা শুরু করে বনযোগী কিশোর কিশোরী কল্যান সমিতি। আজ সমিতির বয়স ঠিক দশ বৎসর। এ দশ বৎসর একটি সংগঠন ঠিকে থাকা সহজ ব্যাপার নয়, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের এক মফঃস্বলে যে সংগঠনটির জন্ম। এ দশ বৎসরের পদযাত্রায় আমাদেরকে পাড়ি দিতে হয়েছে এক দীর্ঘ বন্ধুর পথ। এ বন্ধুর পথ অতিক্রমে আমরা অনেকের সহযোগীতা পেয়েছি, যার মধ্যে অন্যতম সুনীতি বিকাশ চাকমা। তাই এ সংকলনটি আমরা তাঁর পদচরনে উৎসর্গ করলাম। আমরা এখন আর থেমে নেই, চলছি সামনের দিকে, পরিবর্তনের পথে। ২০০১ সাল থেকে সমিতির প্রকাশনা বিভাগের উদ্যোগে প্রতিবৎসর নিয়মিতভাবে আমরা বিবু সংকলন বের করে আসছি। তবে এ বৎসর আমরা পাঠকদের বিবু সংকলন উপহার দিতে পারিনি আর্থিক সমস্যার কারণে। সে কারণে আমরা পাঠকমহল এর কাছে বিশেষভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। তারপর ও ধারাবাহিকতা হিসেবে আমাদের ‘আহুতা’ প্রকাশনা আগামী বিবু’ ২০০৯ উপলক্ষে আমরা এক কলেবর প্রকাশনা পাঠকদের উপহার দেবো। এ প্রত্যাশা রইল।

‘আহুতা’ একটি চাকমা শব্দ। যার অর্থ হাওয়া। আমাদের প্রত্যাশা পালাবদলের এক হাওয়া আসবে পার্বত্য চট্টগ্রামে। এটি হবে এক বিপ্লবের মাধ্যমে। বিপ্লব মানে রক্তারক্তি, কাটাকাটি কাভ নয়, বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন। আমরা আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখবো, নতুন করে গল্প লিখবো। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মাতৃভাষায় পড়াশুনা করবে, আমাদের এক সমৃদ্ধ সাহিত্য ভান্ডার গড়ে উঠবে, আমাদের এ সংকলনে আমরা চেয়েছি কাউকে হতাশা না করতে। সে কারণে প্রবীণ লেখকদের পাশাপাশি অনেক নতুন লেখকের লেখা ছাপিয়েছি। আমাদের প্রত্যাশা এ নবীন লেখকেরাই ভবিষ্যৎ সাহিত্যকে নেতৃত্ব দেবে।

এ সংকলন প্রকাশে যার অবদান স্বীকার না করলেই নয়, তিনি হলেন কবি মৃণ্তিকা চাকমা। তাঁর আন্তরিক সহযোগীতা ছাড়া এ সংকলন প্রকাশ করা একেবারেই সম্ভব হতো না। তাঁর এই আন্তরিক সহযোগীতা আমাদের এগিয়ে চলতে প্রেরণা যোগাবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম হোক এক শান্তির আবাসভূমি। সবাইকে জানাই ইংরেজী নববর্ষের অগ্রীম শুভেচ্ছা।

# সূচীপত্র :

## প্রবন্ধঃ বাংলা

পৃষ্ঠা

- |   |    |
|---|----|
| ১। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসিদের সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা চাইঃ বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা | ৭  |
| ২। চাকমা লোক সাহিত্য (ছড়া) : নন্দ লাল শর্মা                                      | ১০ |
| ৩। চাকমা ভাষায় আরাবানিদের প্রভাবঃ সুসময় চাকমা                                   | ১৯ |

## প্রবন্ধ : চাঙমা

- |   |    |
|---|----|
| ১। চিত্র মোহন চাকমার গীদ পোইদ্যান জুমর আহ্ভা : মৃত্তিকা চাকমা | ২১ |
|---|----|

## ভ্রমন কাহিনী :

- |  |    |
|--|----|
| ১। সাজেক ও বগার পথে পথেঃ সুপ্রিয় তালুকদার | ২৪ |
| ২। বাঘাই ছড়িতে একদিনঃ মনোজ বাহাদুর        | ৩০ |

## গল্পঃ চাঙমা

- |  |    |
|--|----|
| ১। তক্ষিদঃ শিশির চাকমা                         | ৩৩ |
| ২। জিংকানির তারা - জাঙালঃ প্রভাঙ চাকমা         | ৩৬ |
| ৩। আহ্ভা ফিরিবো হিলো উগুরেঃ তনয় দেওয়ান ইন্দু | ৪০ |

## গল্পঃ বাংলা

- |  |    |
|--|----|
| ১। অনাকাজিত পরিণতিঃ সুগম চাকমা         | ৪৩ |
| ২। বিদায় নন্দিনীঃ সামছুল ইসলাম বাপ্পা | ৪৭ |

## বিশেষ নিবন্ধ :

- |   |    |
|---|----|
| ১। প্রতীক্ষাঃ চিত্র মোহন চাকমা            | ৫০ |
| ২। দুঃস্বপ্নঃ মনতোষ চাকমা                 | ৫৩ |
| ৩। আমার এলোমেলো স্বপ্নগুলোঃ মন্টি দেওয়ান | ৫৪ |

## কবিতা : চাঙমা

- |  |    |
|--|----|
| ১। সুঘর ধারোখে একগেদাঃ শ্যামল তালুকদার       | ৫৫ |
| ২। পঞ্চাজ বজরর ব'-নিজেসঃ বারেন্দ্র লাল চাকমা | ৫৬ |
| ৩। আমক পিখিমিঃ স্মৃতি জীবন তালুকদার          | ৫৮ |
| ৪। নাঙ ছারা কবিতাঃ রিপন চাঙমা                | ৫৯ |
| ৫। কোচপানা স্ববনঃ জয়মতি তালুকদার            | ৬০ |
| ৬। দ্বিজনের কোচপানাঃ সান্তনা চাকমা           | ৬০ |
| ৭। জীঙকানির গানঃ দেবোত্তম খীসা               | ৬১ |
| ৮। চেনন সমারী : জুনান চাকমা                  | ৬২ |

- ৯। সে জীওকানিতঃ নিকোলাই চাঙমা ৬৩  
 ১০। পহ্লঃ ৪ বিবর্তন চাকমা ৬৩

### কবিতা : বাংলা

- ১। শুভ বিষ্ণুঃ নির্মল কান্তি চাকমা ৬৪  
 ২। কারিগরঃ মনতোষ চাকমা ৬৪  
 ৩। জাতির প্রতি আবেগ প্রকাশঃ রমেন চাকমা ৬৫  
 ৪। মায়ের স্নেহঃ সুপ্তা কর্মকার ( সুমিত্রা) ৬৫  
 ৫। মাঃ বিনয় জ্যোতি চাকমা ৬৬  
 ৬। আসবে কখন বিষ্ণুঃ সুবর্ণা দেওয়ান ৬৬  
 ৭। প্রিয় বাংলাদেশঃ মোহাম্মদ এমরান ৬৭  
 ৮। দয়ার সাগরঃ জেনী চাকমা ৬৭  
 ৯। ছেলে খেলাঃ শশী চাকমা ৬৭  
 ১০। বৃষ্টির সাথে আমিঃ শিমুল চাকমা ৬৮  
 ১১। বৃক্ষের ছায়াঃ সুবর্ণ চাকমা ৬৮  
 ১২। শুদ্ধ মনঃনন্দিনী চাকমা ৬৯  
 ১৩। অপেক্ষাঃ মিহির চাকমা ৬৯  
 ১৪। বর্ষাকালঃ সুখেন চাকমা ৭০  
 ১৫। জ্ঞানের আলোঃ কনক চাকমা ৭০  
 ১৬। অপেক্ষাঃ নিটেন চাকমা ৭০  
 ১৭। মুড়ছে পরা স্মৃতিঃ নিরুন্ময় চাকমা ৭১  
 ১৮। কে সেইঃ সিং অং মার্মা ৭১  
 ১৯। জন্ম মৃত্যুর খেলাঃ শুচীতা তঞ্চঙ্গ্যা ৭২  
 ২০। স্বপ্নের মাঝেঃ এস-এ- উবাহাইন মার্মা ৭২

### গীদঃ চাঙমা

- ১। মোন মুরোঃ মৃন্তিকা চাঙমা ৭৩  
 ২। ছরা ছরিঃ তনয় দেওয়ান ইন্দু ৭৪

### সাক্ষাৎকার :

- ১। শ্যামল তালুকদার ৭৫



শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

## পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা চাই

প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের রাণী পার্বত্য চট্টগ্রাম পৃথক পৃথক এক ডজনের মত আদিবাসী মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর বাসস্থান। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা, (কারো কারো নিজস্ব বর্ণমালা ও আছে) সাহিত্য, নৃত্যগীত, পোশাক পরিচ্ছদ, রীতি নীতি, সামাজিক কাঠামো, পূজাপার্বন ঐতিহ্য সংস্কৃতি খুবই সমৃদ্ধ এবং বেশ উল্লেখযোগ্য। তাদের নৃত্যগীতি ইতিমধ্যে বিদেশে সুপরিচিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের জন্য সুনাম কুড়িয়ে এনেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা সত্ত্বেও এই ঐতিহ্য সংস্কৃতি বারবারই হুমকির মুখে।

কেহ কেহ বলে থাকেন, এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা এই অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা নহেন, তারা বহিরাগত। সেই কারণে তারা এতদ অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা বলে যে দাবী করে, সেই দাবী নিতান্ত দুর্বল। ইহা সত্যের আলাপ মাত্র। আসল কথা হচ্ছে, এখানে সর্বপ্রথম যারা পদার্পন করেছিলেন তারাই অদ্যাবধি এখানে আছেন। তারাই স্থায়ী বাসিন্দা। তাদের পূর্বে এখানে কুকি চীন জাতীয় শিকারজীবী অস্থায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী ঘোরাফেরা করত শিকারের জন্য, স্থায়ীভাবে কোন দিন বসবাস করেনি কিংবা কোন বসতি গড়ে তোলেনি।

ইতিহাস সাক্ষ্যদেয় যে, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা তাদের স্ব স্ব রাজাদের অধীনে এই অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে বসতি স্থাপন করতঃ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনামলে বর্তমান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য স্বাধীন সার্বভৌম ত্রিপুরা রাজ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হবার পর মোগলদের অর্ধস্বাধীন বাংলার নবাব (GOVERNMENT) মীরকাশিম আলী ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ১৭৬০ সালে বর্ধমান ও মেদিনীপুরের সঙ্গে চট্টগ্রাম বিভাগের দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা সম্পর্ক করেন। চট্টগ্রাম বিভাগের পূর্বপার্শ্বে জুমমহল বা কার্পাসমহল সন্নিহিত ছিল। এই কার্পাস মহল ছিল চাকমার রাজ্য। চট্টগ্রাম ও জুমমহলের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা না থাকলেও চাকমা রাজ্যের সীমা একরকম নির্ধারিত ছিল। তখন Mr. Heny Verelest, chief of chittagong council, by a proclamation dated 6 sravana 1170 M.S.(maghi sam) 1763, declared the local jurisdiction of sheramustakhan To be all hills from pheni river to the sangu, and from Nizampur road to the hills of kuki raja” ইহা Mr. Hu chinson ১৯০৯ সালে কলিকাতায় প্রকাশিত “Chittagong Hill Tracts” গ্রন্থে ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছিলেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, চাকমা রাজ্যের পশ্চিম সীমানা একেবারে বঙ্গোপসাগরের সন্নিহিত ছিল।

১৭৭২ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ওয়ারেন হেস্টিংস ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রেসিডেন্ট এবং ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে (রাজ্য) সমুহের অভ্যন্তরীন বা ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার যে শর্ত পূর্বে বলবত ছিল, ওয়ারেন হেস্টিংস দায়িত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব শর্ত বিসর্জন দিলেন। এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল (রাজ্য) সমুহের অভ্যন্তরীন বা ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার নীতি প্রয়োগ করতে শুরু করলেন।

এর প্রধান উদ্দেশ্যে হল ক্রমান্বয়ে ব্রিটিশের এলাকা সম্প্রসারণ অর্থাৎ প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ ব্রিটিশের অধিকারে নিয়ে আসা। এজন্য ব্রিটিশ শাসকেরা শক্তি প্রয়োগের দ্বারা, কিংবা শক্তি প্রয়োগের হুমকি দিয়ে ব্রিটিশের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে দেয়। এর ফলে ব্রিটিশ অধিকৃত চট্টগ্রামের সন্নিহিত পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত জুমাদের পার্বত্য রাজ্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হল। মোগল আমল হতে ইহা কার্পাস মহল নামে পরিচিত হয়ে এসেছে।

ব্রিটিশদের প্রতিরোধে জুম মহলের রাজা শেরদৌলত খাঁ এবং তার মৃত্যুর পর তার পুত্র জানবকস খাঁ যুদ্ধ করেছিলেন যেই যুদ্ধে সেনাপতি রুনুখাঁ ছিলেন সর্বাধিনায়ক। দীর্ঘ প্রতিরোধ যুদ্ধ সত্ত্বেও জানবকস খাঁ ১৭৮৭ সালে ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হাষ্টিংস এর সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। জানবকস খাঁ কে নাম মাত্র রাজা বলে স্বীকৃতি দিয়ে ব্রিটিশের জুম মহলে শাসন ক্ষমতা অধিকার করে। চট্টগ্রামের রাউজান, রাঙ্গুণীয়া প্রভৃতি সমতল অঞ্চল বাদ দিয়ে জুম মহলের অপর অংশ নিয়ে ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে একটি নতুন জিলা পত্তন করে ব্রিটিশেরা।

ব্রিটিশেরা ভারত উপমহাদেশকে স্বাধীনতা প্রদানের সময় ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত করে দেয়। ভারত উপমহাদেশকে খণ্ডিত করে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহের দুই জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ইসলামিক ভাবধারার আলোকে পাকিস্তানের উদ্ভব হয়েছিল। তাই ভারত উপমহাদেশে যেই প্রদেশ বা অঞ্চল মুসলমান অধ্যুষিত, সেই প্রদেশ বা অঞ্চল নিয়েই পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পাঞ্জাবের জীরা এলাকা অমুসলমান জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত হলেও Indian Independent Act I of 1947 ভঙ্গকরে পাকিস্তানে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ধর্মীয় ভাবাদর্শ বা ধর্মের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র টিকতে পারে না, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালের সিকিশতাব্দীর মধ্যে ১৯৭১ সালে বাঙ্গালী জাতীয়বাদের ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব হওয়াতে তা প্রমাণিত হয়ে গেল। আবার যেই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ইসলামিক পাকিস্তানকে বিরোধীতা করেছিল, স্বাধীনতার ছয় বছরের মধ্যে ১৯৭৭ সালে সেই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ইসলামী আদর্শে প্রত্যাবর্তন করে। এতদুভয় ঘটনা আশ্চর্য জনকই বলতে হবে।

বর্তমানে আদিবাসী জনগণ তাদের গোত্র, দৈহিক গঠন, চেহারা ইত্যাদি নৃতাত্ত্বিক পরিচিতির পটভূমিতে নিদারুণ বর্ণ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসীদের নাগরিকত্বের স্বীকৃতি নেই, অর্থাৎ তাদের যাবতীয় নাগরিক অধিকার অনিশ্চিত। রাষ্ট্র এবং ইহার আদিবাসী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির মধ্যে যে বিবাদ বিতর্ক বা সংঘাত এর ব্যাপকতা নির্ভর করে তা রাষ্ট্রের আদর্শ বা পলিশির উপরই। আদিবাসীদের প্রতি রাষ্ট্র পরিচালনাকারী বা নীতি নির্ধারকদের মনোভাব (Attitude) এর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

এসব উপনিবেশ এবং বর্ন বা গোত্রভেদ সংক্রান্ত জাতি রাষ্ট্রসমূহের বিভেদ নীতি নিরসনের জন্য জাতিসংঘ বরাবরই নিয়োজিত রয়েছে। সত্তরের দশক থেকে I.L.O, Ecosoc, UNDP প্রভৃতি সংস্থা বিশ্বব্যাপি বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আদিবাসীদের অধিকার প্রতি সমর্থন জানিয়ে আসছে। বাংলাদেশও জাতিসংঘের ILO Convention 107 on June 6, 1972 সমর্থন করেছিল। যদিও তখন বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য ভুক্ত হয়নি। মাত্র ১৯৭৫ সালেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়। জাতিসংঘে ১৯৯৩ সালের ৯ই আগষ্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস

ঘোষিত হয় এবং তখন থেকেই আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য জতিসংঘ ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

বাস্তব জাতিয়তাবাদ এবং ইসলাম হচ্ছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পলিশি (Policy) নিয়ন্ত্রক শক্তি। বাংলাদেশের প্রশাসন যন্ত্র পরিচালনায় রাষ্ট্রের নীতি নিয়ন্ত্রক শক্তি হচ্ছে বাঙালী জাতিয়তাবাদ ও ইসলাম, বাজেট মংগোলীয়, অমুসলিম আদিবাসী জনগনের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ধ্বংসের (আশংকার) কথা গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা খুবই জরুরী। ঐতিহ্য সংস্কৃতির ধ্বংস সাধন নানাভাবে ঘটতে পারে। ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর পাকিস্তান আমল শুরু হওয়া থেকেই আদিবাসীদের চিরায়িত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংসের নমুনা উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখা যাচ্ছে। নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি উদাহরণ থেকে এ কথাই যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন স্থানে আদিবাসীদের প্রদত্ত নাম সেগুলি বহুপূর্ব হতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে,- সেইসব নাম মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে নুতনভাবে নামকরণ করে।

ক্রমিক নং	জায়গার নাম	ঠিকানা	আদিবাসী নাম	বর্তমান নাম	মন্তব্য
১।	আলে-খ্যং- দং	মাতামুছরী	আলে- খ্যং- দং	আলিকদম	
২।	বনযোগীছড়া	জুরছড়ি	বনযোগীছড়া	বন্দুকছড়ি	সেনাবাহিনী প্রদত্ত নাম
৩।	কুদুকছড়ি	কুদুকছড়ি	কুদুকছড়ি	কুতুবছড়ি	
৪।	মাইনি ভেলী	মাইনি	মলম্মাদুপ্যা	মোল্লাদীপ	
৫।	মাইনি মুখ	মাইনি মুখ	আদরকছড়া	আশরফছড়া	
৬।	ফারময়া	গুগরছড়ি	গুগরছড়ি	সবুরছড়ি	

এভাবে ক্রমান্বয়ে আদিবাসীদের প্রদত্ত নাম পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন নামে (ইসলামী সংস্কৃতিক প্রভাব যুক্ত হয়ে) পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সচেতন আদিবাসী জনগন সতর্কতার সাথে এই সব মূল্যায়ন করছেন। স্থানীয় অনেক প্রতিশ্রুতিশীল NGO এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করছেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আদিবাসী ঐতিহ্য সংস্কৃতি সংরক্ষণে তাদের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। ইতিমধ্যে বিশিষ্ট NGO CIPD (CENTER FOR INDIGENOUS PEOPLES DEVELOPMENT) এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। CIPD এ বিষয়ে বহু অর্থব্যয় করে দীর্ঘদিন গবেষণার পরে সম্প্রতি জরীপ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘ ও অর্থবহ গবেষণার পর CIPD “OVERVIEW OF CULTURAL SITUATION OF THE CHT INDIGENOUS PEOPLES” শীর্ষক গবেষণাপত্রের উপর সম্প্রতি রাস্তামাটিতে একদিনের কর্মশালার আয়োজন করেন। তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতির নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য জোরালো দাবী উত্থাপন করা হয় এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। আমরাও বলতে চাই আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা চাই।

নন্দলাল শর্মা

## চাকমা লোকসাহিত্যঃ ছড়া

বাংলাদেশে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস, তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ চাকমা জাতি। উপজাতি, আদিবাসী, পাহাড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন পরিচয়ে তাদের চিহ্নিত করা হলেও এর কোনটি সঠিক বা সঠিক নয় তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও চাকমা জাতির স্বাতন্ত্র্যিক ও নান্দনিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মত। আধুনিক ইউরোপীয় অনেক ভাষায় নিজস্ব হরফ নেই অথচ চাকমা ভাষা লেখার জন্য নিজস্ব হরফ আছে। তাদের প্রাচীন লোকসাহিত্য প্রমাণ করে তারা প্রাচীন সভ্য জাতি।

চাকমা জাতির লোকসাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ। ‘The Chakmas have got no worth mentioning modern literature. But they are rich in respect of folk literature.’ (Ishaq 1975: 211) আধুনিক সাহিত্যের সেদিন পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু চাকমা লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধতার কথা বিভিন্ন গ্রন্থে স্বীকৃত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে “আদিবাসী সাহিত্য লোকসাহিত্যের উৎসমুখ- যে উৎসমুখের স্রোতধারা এসে লোকসাহিত্যে স্থিতি লাভ করেছে। আধুনিক মানব বিজ্ঞানিরা মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করে যেমন স্থির করেছেন যে বর্তমান মানব সমাজ আদিবাসী সমাজ থেকেই উদ্ভূত; তেমনি আদিবাসী সাহিত্যও যে লোকসাহিত্যের জনক সে কথা বলাই বাহুল্য। ..... গ্রামবাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকেন্দ্রিক সৃষ্টিশীল ও মননশীল সাহিত্য পদবাচ্য বিষয়সমূহ যে গুলো অলিখিত অবস্থায় মৌখিক রূপ অনুসরণ করে প্রচার লাভ করে আসছে; সেগুলো যদি সাহিত্যের উপকরণ বলে বিবেচিত হয়, তবে আদিবাসী সাহিত্যও তাই; এবং এধারা লোকসাহিত্যের প্রাচীনরূপ।” (সাত্তার ১৯৭৮:২৩৩)

আবদুস সাত্তার আরো স্বীকার করেছেন, “চাকমাদের সাংস্কৃতিক আবদানে বাংলা লোকসাহিত্য যে সমৃদ্ধি লাভ করেছে একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। ..... চাকমা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে চাকমা সমাজে প্রচলিত অজস্র প্রবাদ, ছড়া ধাঁধা, পুরাকাহিনী, ইতিকথা, উপকথা, বারমাসী, লোকগাঁথা, প্রেমসঙ্গীত, ভাবসঙ্গীত। লোকসাহিত্যের এমন উপকরণ যে সত্যি দুর্বল তাতে সন্দেহ নেই।” (সাত্তার ১৯৭৫: ৭৭)

লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম উপকরণ ছড়া। এটি লোকসাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ। ছড়ার আশুঃপরিচয় প্রসঙ্গে লোকবিদদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ছড়া “সমগ্রভাবে ব্যক্তি কিংবা সমাজের সচেতন মনের সৃষ্টি নহে, বরং স্বপ্নদর্শী মনের অনায়াস সৃষ্টি।” (ভট্টাচার্য ২০০৪:১৪৭)

ছড়াতে ছন্দ থাকে, অনেক সময় অর্থ থাকে না। ভাবের দিক থেকে ছড়া অসম্পূর্ণ ও ইঙ্গিতবাহী। রূপের দিক থেকেও অনেক সময় অপরিণত। তবে ছন্দের জন্য এর রস গ্রহণে অসুবিধে হয় না। ছড়ার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির স্থান নেই; হৃদয়বৃত্তির স্থান আছে। তাই ছড়ার অর্থ স্পষ্ট না হলেও তা আকর্ষণীয়। ছড়া আবৃত্তির জন্যই সৃষ্টি। ঘুম পাড়ানি ছড়া সুর করে গেয়ে মা শিশুকে ঘুম পাড়ান। শিশুরা ছড়া আবৃত্তি করতে খুবই পছন্দ করে। আবার বিভিন্ন পরিবেশে বা পরিস্থিতিতে প্রবীণরাও ছড়া বলে থাকেন। নীতিকথা, সমাজচেতনা প্রভৃতিও ছড়ায় প্রতিফলিত হয়। ছড়ার সুর সাধারণত বৈচিত্র্যহীন। চাকমা লোকসাহিত্যের একটি প্রধান অংশ ছড়া। ছড়া লোকমুখে সুদীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত। চাকমা লোকসাহিত্যের ছড়া কখন প্রথম লিপিবদ্ধ হয় বা সংগ্রহ করা হয় তা সঠিক করে বলা কঠিন।

R.H Hutchison- এর Chittagong Hill Tracts District Gelter ১৯০৯ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত Bangladesh District Gelters- Chittagong Hill Tracts গ্রন্থে Hutchison সাহেবের অনূদিত চাকমা লোককাহিনী ‘জামাই মারণী’ সংকলিত হয়েছে। অনূদিত হয় তার গ্রন্থে চাকমা লোকছড়ার নমুনাও ছিল। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত গেজেটিয়ার্সে পাঁচটি চাকমা ঘুমপাড়ানি গান রোমান হরফে চাকমা ভাষায় ইংরেজি অনুবাদসহ সংকলিত হয়েছে। এগুলো মূলত ছড়া। ছড়াগুলো হচ্ছেঃ

- ১) এ কূলে কলাগাছ ঐ কূলে ছড়া  
ন কানিস বাবুধন ঘুম যা ভাস্কির’ গোল।
- ২) সোনার ধুলন রুবর দড়ি  
ন কানিস বাবুধন ঘুম যা ধুলনত পড়ি।
- ৩) করেনজু ধুলন করেনা চাক  
ন কানিস লকখীবুড় ঘুম যেই থাক।  
আলু কচু মিলেইয়ে মাধায়দি দগরে দি বিলেইয়ে।
- ৪) আলুপাতা তালু রে কুশ্যাল পাতা মাইয়ং  
ন কানিস লকখীবুড় অলি ডাগি ডাং।
- ৫) দারু তুলি জরিফুল না কানিস বাবুধন  
রেঙ্গুন সরতুন ত বাবে আনি দিবা নারেকুল।

সতীশচন্দ্র ঘোষের ‘চাকমা জাতি’ (১৯০৯) গ্রন্থে তিন ধরনের চাকমা লোকছড়ার ঘুমপাড়ানি, বৃত্তির জন্য প্রার্থনা ও অর্থহীন উল্লেখ আছে। তার মতে, “যখন আমাদের জ্ঞান নিতান্ত সংকীর্ণ থাকে, সংগীতের বিশ্ববিমোহিনী ক্রীড়া উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য জন্মে না, ততদিন যাবৎ এই ছড়া মাত্র সম্বল হইয়া আমরা প্রানের উচ্ছ্বসিত আনন্দ পরিব্যক্ত করি।” (ঘোষ ১৯০৯ঃ৩৫২)

তার সংকলিত ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলো হচ্ছে-

- ১) আয় চান এলাদে- মেলাদে  
ভাস্কাকুল নোয়ান দে  
গরুয়ে বিয়াইয়ে ধলডেগা  
ধল ডেগায় ন খায় দুধ  
লক্ষীর মাধাৎ সোনার টুক।
- ২) অলি অলি অলি, বাঁশ পাতার ঝলি

- বুৰ্ঘ্যা দাদা ঘুম য়াৰ সোনা ধুলনাং পড়ি।  
 সোনা ধুলনাং ৰূপাৰ দড়ি  
 বুৰ্ঘ্যা দাদা ঘুম য়ায় সোনা ধুলনত পড়ি।
- ৩) আহুত লয়ে বাদোল বাঁশ কুৰ্ঘাং লয়ে গুলি  
 বুৰ্ঘ্যা দাদা মাৰি আনি দিবগৈ বনৰ পাখী।
- ৪) উন্দুৱে গন্তন কজমজ, বিলেই আঘে বৈই  
 বুৰ্ঘ্যা দাদা ঘুম য়ায় সোনাৰ ধুলন লই।
- ৫) আলুপাতা তালুৱে কুচ্ছ্যাল পাতা লং  
 যবুনালৈ যবুনি ন এচ্ছা লং  
 ম্যাজাক ছ-গুনে ঘুঁৎ ঘুঁৎ গরতন্দে  
 নয়ান ঘৰ ভিদিৰে ভালুক কেশ  
 এ সয়ে বাপ মা চয়য়ে দেশ।  
 (গেজেটিয়াৰ্চ এৰ ৪নং ছড়ার পাঠান্তর ও সম্প্রসারিত রূপ)
- ৬) এ কূলে কলাগাছ, ও কূলে ছড়া  
 পৰান্যা বাবা ন কানিজ ভাঙিব গলা। (গেজেটিয়াৰ্চ এৰ ১নং ছড়ার পাঠান্তর)
- ৭) দাদা বুৰ্ঘ্যা ন কানিজ তুই  
 বাঙালে কলা মলা আননে লৈ দিষৈ মুই॥
- ৮) [গেজেটিয়াৰ্চ- এৰ ৫নং ছড়ার অনুরূপ]
- ৯) আহুত লয়ে বাদোল বাঁশ কুৱং লয়ে ম্যাং  
 বুৰ্ঘ্যা দাদা ন কানিজ অলি ডাগি দ্যাং॥
- ১০) দাদু ঘুম য়াৰে তুই  
 পুৱান কাল্য হস্তী এচ্ছো  
 মাতাই আইয়ম মুই  
 দাদু ঘুম য়াৰে তুই।
- ১১) ঘৰৰ পিছে লাল খাগাৱা মাখাৰ মুথুৱ কৰে  
 ইল্যা ঘৰেৰ কাল্যা কুস্তা কেমন কেমন কৰে  
 দাদু ঘুম য়াৰে তুই।

আবদুস সাত্তাৰ- এৰ 'আৰণ্য জনপদে' (১৯৬৬, ২য় সং ১৯৭৫) গ্রন্থে ১৪টি চাকমা ছড়া কয়েকটি প্ৰয়োগৱীতিসহ আলোচনা কৰেছে। তাঁৰ 'আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য' (১৯৭৮) গ্রন্থে পূৰ্ববৰ্তী গ্রন্থেৰ চাৰটি ছড়া সংকলিত হৈছে।

বিৰাজ মোহন দেওয়ান 'চাকমা জাতি' (১৯৬৯, ২য় নং ২০০৫) গ্রন্থে দুটি ঘুমপাড়ানি ও দুটি ছেলেদের ছড়ার উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁৰ সংকলিত ঘুমপাড়ানি ছড়া দুটি হল-

- ১) আহুতে লয়ে বাদোল বাঁশ, কুজ্জদ লয়ে গুলি  
 লক্ষো বুড়া ঘুম য়াৰ, সোনাৰ ধুলনত পড়ি। (সতীশ চন্দ্ৰ ঘোষেৰ ৩নং ছড়ার পাঠান্তর)
- ২) নাক্স গাছৰ ৰিবাং য়ু, ধুলন বুনি কেৱেং য়ু  
 কেৱেং য়ু ধুলন- কেৱেদ চাক, ওয়াং ডগন্তন চিত্তি, চুপ কৰি থাক।

সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরার 'চাকমা উপজাতির ছড়া ও ছড়াগান' প্রবন্ধটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট রাঙ্গামাটির 'গিরিনিব্বর' (জুন ১৯৮৮) সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। পরে প্রবন্ধটি বিপ্রদাশ বড়ুয়া সম্পাদিত 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (২০০৩) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে সংগীতযন্ত্র সংক্রান্ত সাতটি চাকমা ছড়া এবং অন্যান্য বিষয়ক চারটি ছড়া (সবগুলো বঙ্গানুবাদসহ) সংকলিত হয়েছে। লেখকের 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি' (১৯৯৪) গ্রন্থে পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উল্লেখিত সংগীত সংক্রান্ত চারটি, ছেলেমেয়েদের একটি ছড়া ব্যতীত চাকমাদের বিশ্বাস ও সংস্কার বিষয়ক একটি ছড়া (বঙ্গানুবাদসহ) সংকলিত হয়েছে।

জাফার আহমদ হানার- এর 'উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি' (১৯৯৩) গ্রন্থে সাতটি চাকমা ছড়া বঙ্গানুবাদসহ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে কৌতুক ব্যঙ্গক, চিত্রধর্ম ও বৃষ্টি প্রার্থনার একটি করে ছড়া এবং ঘুমপাড়ানি চারটি ছড়া আছে। ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলো হচ্ছে-

- ১) ওলি ওলি ওলি, বাছপাদা বলি  
আমা চিন্তি ঘুম যেব সনা ধুলোরত পোরি। (সতীশ চন্দ্র ঘোষের ২নং পাঠান্তর ও সংক্ষিপ্তরূপ)
- ২) উন্দুরে গখন কজর মজর বিলেই দগরে ম্যাংং  
চিজি বুড়া ঘুম যারে ওলি দাগি দ্যাং। (সতীশ চন্দ্র ঘোষের ৪নং পাঠান্তর ও সংক্ষিপ্তরূপ)
- ৩) বেং দগন্তন করক করক ভায়া বাঝত তলে  
আমা চিজিতায় বৌআনি দিবং ধুলে দগরে
- ৪) ত মামু এখে বাজারখুন আনি দিব কলা  
ন কানিচরে চিজিখন ভাঙি যেব গলা।

বঙ্কিম চন্দ্র চাকমার 'চাকমা সমাজ ও সংস্কৃতি' (১৯৯৮) গ্রন্থে নয়টি চাকমা লোকছড়া সংকলিত হয়েছে।

সুগত চাকমার 'বাংলাদেশের চাকমা ভাষা ও সাহিত্য' (২০০২) গ্রন্থে বঙ্গানুবাদসহ বারটি চাকমা লোকছড়া সংকলিত হয়েছে।

চাকমা ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলোতে শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য অনেক অবাস্তব কথাও কথা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার ঘুমপাড়ানি ছড়াতে এমনটি আছে। যেমন সোনার দোলনা, রূপার দড়ি ইত্যাদি। রূপকথার কল্পকাহিনীর মত ঘুমপাড়ানি ছড়াতে কল্পলোক রচনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে শিশুকে ঘুম পাড়ানো হচ্ছে তার কাছে কোন শব্দের অর্থ নেই। তার কাছে প্রিয় হচ্ছে ছড়ার সুর। মা বা অন্য যে কেউ ঘুম পাড়াচ্ছেন তিনি ছড়া বলে বা গেয়ে নিজেও আনন্দ উপভোগ করছেন- শিশুকেও আনন্দের মাধ্যমে ঘুম পাড়াচ্ছেন। এসকল ছড়ায় সমাজের নানা দিক অনেক সময় রচয়িতার অজান্তেই প্রকাশিত হয়েছে। যেমন- রেসুন শহর থেকে শিশুর বাবা তার জন্য নারকেল এনে দেবেন। ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশের বহুলোক অর্থ উপার্জনের জন্য রেসুন (বর্তমান ইয়াসুন) শহরে যেত। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানেরও এর উল্লেখ আছে। (রেসুন শহরত্ যাঁইয়ুম তোয়াল্লায় আইন্যুম কী?)

একটি ছড়ায় আছে গাভী যে সাধা ঐঁড়ে বাছুর প্রসব করেছে সে দুধ খায় না। এতে সেকালের গ্রামীণ সমাজের প্রচুরের ইঙ্গিত আছে। একটি ছড়ায় বাঙালে (বাঙালি ব্যবসায়ী) কলা

নিয়ে আসলে শিশুকে কিনে দেবার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কলা জন্মে। এক সময় হয়তো ব্যবসায়ীকে অন্যস্থান থেকে কলা এনে বিক্রি করত। পুরনো কালের হাতি এসেছে, তাকে দেখে আসার কথা একটি ছড়ায় আছে।

বৃষ্টির জন্য প্রার্থনামূলক ছড়া বাংলা ভাষায়ও আছে। চাকমারা দীর্ঘকাল থেকে এদেশে বসবাস করেছেন। কাজের বৃষ্টির জন্য প্রার্থনামূলক তাদের ভাষায় থাকা স্বাভাবিক। আমরা এখনও চাষের জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টি প্রার্থনা করে ছড়া ছাড়াও লোক ক্রিয়াকলাপ আছে। বিভিন্ন লোককাহিনীতে এর প্রমাণ আছে। চাকমা ভাষায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনামূলক ছড়া প্রচলিত আছে। “বৃষ্টির অভাবে সারা পার্বত্যভূমি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। শিরীষ সেগুন বনের পাতা ঝরে পড়ছে। কিন্তু বৃষ্টি নামছে না। তখন চাকমা ছেলে মেয়েরা বৃষ্টির ছড়া (Rain invoking) কেটে গড়াগড়ি করছে। গৃহস্থ বৃষ্টির নমুনা স্বরূপ কলসভর্তি পানি এনে তাদের পায়ে ঢেলে দিচ্ছে। ছড়ার বৃষ্টিতে তখন বনভূমি মুখরিতঃ

দেরে দেবা দেরে ঝড়  
গাজর আগায় পানি পড়  
কলা গাজকাবি গর দে  
মামু দেবায় ঝড় দে। (সাত্তার ১৯৭৫ঃ১০৮)

চাকমা শিশুরা খেলার সময় ছড়ার প্রয়োগ করে। অন্যান্য ভাষায়ও লোকখেলার ছড়া প্রচলিত আছে। শিশুরা এসকল ছড়া আবৃত্তি করে আনন্দ উপভোগ করে। কয়েকজন ছেলে বলবে-

চল খুৎ খুৎ চল মুঝি  
চল কুলা লৈ বেড়ালৈ মুঝি  
কাপড় চোপড় ডুডি বান  
ওমানিক চান ধুদুগ আন।

এ ছড়ার জবাবে অন্যান্য ছেলেরা আরেকটা ছড়া বলবে-

দিম দিম বিয়ালে  
নাক্কোয় নিল শিয়ালে  
সেনাক্কোয় কদক দূর  
বড় গাং কুলর দখিন কুল  
দখিন কুলং অরা বাঁশ  
ঘর তুলি দিব গৈ আগন মাস  
আগন মাঝের করকড়ি বেং  
বাবনা নিল গরুর থেং।

আরেকটা লোকখেলা হল কয়েকজন ছেলে মেয়ে গোলাকার হয়ে মাটিতে বসে সামনে দুটি হাত পৃথকভাবে উপুড় করে রাখবে। একজন এক হাত রেখে অন্য হাতে ছড়ার এক একটা শব্দ বলে এক একটি হাত স্পর্শ করবে। শেষের শব্দ যার হাতে উচ্চারিত হবে সে খেলা থেকে বাদ পড়বে। এ খেলার নাম ‘ইজিবিজি খারা’ লেখার ছড়াটি হল-

ইজি বিজি করম বিজি  
মইচ চরে ঘোরা চরে  
সাধু বইয়ে কদু রাম



বসি উত্তান মনো রাম  
এলগা দেলগা রাজা বাবু  
কৈয়েদে চুধ' আহথান অজান।

‘পৃথিবীতে শিশুরাই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি অনুকরণপ্রিয়। বয়স্কদের অনেক চালচলনের চিত্রই তাদের ছড়ার মধ্যে পরিস্ফুট। বাত্মীতে তাদের মা খালা ফুফু বা ভাবী বৌদিরা কি প্রকারে ধান ভানে তার চিত্রও ছড়ার মধ্যে বর্তমান। তাই দেখা যায় দুটি শিশু তাদের উভয়ের দুহাত একত্র করে ধরে আর একটি শিশু এসে সেইখানে পেট রেখে টেকির আকার ধারণ করে। অবশিষ্ট শিশুরা টেকি শিশুর পায়ে মৃদু আবাতে করতে করতে ছড়া কাটে-

তেং তিঙরি তেং তেঙরি বাড়া বান  
কার্যা চোলর ভাত দ্বিবা রান,  
রান্দে রান্দে চাম্পাফুল, চাম্পা চাম্পা পড়ে  
দাদা ভূজি ঘরং নাই সোনার নাধেঙ্ জ্বলে।  
ভূজি যিয়ে ভাত চরা দাদা যিয়ে মগপাড়া  
দাদার মোঘর দীঘল চুল, বানধে বানধে চাম্পাফুল  
চাম্পাফুলের তলে দ্বিবা অহ্রিং লড়ে

হরিন নর চোঙরা, চোখের পাদা ভোঙরা ॥ (সাত্তার ১৯৭৫ঃ১০৭)

আরেকটি খেলার বর্ণনা দিয়েছেন বিরাজমোহন দেওয়ান। তিনি লিখেছেন যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একজনের হাতের পিঠে অপর একটি হাত চিমটা কাটার মত রাখা হয় এবং আরও অন্যান্য বালক বালিকারা তাদের হাতও ঐরূপভাবে প্রথম বালক বালিকার উপরের হাতের পিঠে অনুরূপভাবে পরস্পর হাতের পিঠে হাত রেখে ছড়া আওড়ায়। ছড়াটি হল-

কবা জাং কবা জাং, নোয়া জুমৎ বা যাং  
চাক্ ন খাং ঘিলুক ন খাং, ফগরা কাবি রিবাং খাং  
হা-বা-বা-বা, (দেওয়ান ২০০৫ঃ১৮৪)

সংগীত যন্ত্র সংক্রান্ত সাতটি চাকমা ছড়ার উল্লেখ করেছেন সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা। চাকমাদের ব্যবহৃত যে সাতটি সংগীতযন্ত্র সম্পর্কে লোকছড়া প্রচলিত সেগুলো হচ্ছে খেংগরং, বাঁজি (বাঁশি), বেলা (বেহালা), তবলা, ধুদুক, শিঙা এবং ওফিং। ছড়াগুলো হচ্ছে-

- ১) খেংগরং বেইয়া দিম দিম দিম  
তরে না দিলে কারে দিম  
লগে সমায্যা গরি নিম  
দিম দিম দাদা, দিম দিম দিম দিম।
- ২) বাঁজি বেইয়া রু রু রু  
দিনে কালে গজ্যে জু  
পাগানা দলা গরং সু  
রু রু রু বেবেই রু রু রু।
- ৩) বেলা বেইয়া নে নে নে  
যেবেনে ম লগে যেবেনে  
বেলা কামিনি ঘরা বেচ্

নেনে পরানান নে নে নে ।

- ৪) তবলা বেইয়া তুম জাঙ  
নিশি রেদত্ ঘুম ভাঙে  
তুম জাং, তুম জাং তুম জাঙে ।
- ৫) ধুদুক নাতুক তুদুক  
তেত্রে নাতুক তেত্রে টুক  
বান্দে বদা চিদিয়া ধুপ  
তুদুক তুক তুদুক তুক  
লাগৎ ন পেলৈ মনৎ দুখ  
লাগৎ পেলৈ মনৎ সুখ  
তুদুক নাতুক তুদুক তুক
- ৬) ওঁ ওঁ যেৎতে ওঁ ওঁ যেৎতে  
ও-দা তুই কুদু মুই কুদু  
মর দাদু মর বেদু ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ।
- ৭) ও-ফি ও-ফি ও-ফি ও-ফি  
মর বাগ হুচ্যোগি ও-ফি  
তর বাগ দুজিবার দেরী কি?  
ও-ফি ও-ফি ও-ফি ও-ফিৎ

[ত্রিপুরা ১৯৮৮ঃ ]

সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা চাকমাদের লোকবিশ্বাস ও সংস্কার বিষয়ক একটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন । ছড়াটি হল-

ঘর তুলিত কয় কুরে, শিমেরই তুলা বয় উড়ে  
চালত পল্লৈ চিল শবোন, ঘদত লরিব মন পোষন ।  
নিঝেরেদর কবা দাক কারে, উড়ি গেলে তদেক ঝাক ।  
হরমা কুগুরে রুং কাল্যে, দিবুয়া শিয়ালে দোগোল্যে ।  
সাকন্যা রাদায় দাক কারে, বারিঝা জনি খুয়া পরে ।  
পানি খিয়া তিরাজে হুয়াং কানিলে বিরাজে  
পুরানি চাকমার এ শুল্লুক, ভাঙোন্দি পরিব দেচ মুল্লুক ।

(ত্রিপুরা ১৯৯৪ঃ ৬৬-৬৭)

চাকমা সমাজে প্রচলিত অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লোকছড়া হল-

- ১) পদ্মাবতী চরনে, আমা বুয়্যা মরনে  
ধান তলইব রাগেইয়া নেই  
জোগরা হু ম্মোয়া খেইয়া নেই ।  
রাজাপোয়া মর্যন দে, কানিয়া নেই  
শনফুল ফুট্যন দে তুলিয়া নেই । (সান্তার ১৯৭৫ঃ ১০৭)
- ২) কুগুর পুঝি আহাদ দবা, আহাদ দবা-ছ নাক দবা  
নাক দবা-ছ ভোমরা, লড়েই নিল চোঙরা

ধেল চোঙরা গাং পার ওই  
 সারেন্দ কুনানে রংঝরোই  
 একোয়া সারেন্দ তিনোয়া খিল  
 তিনোয়া খিলং তিন্নান জিল।  
 কানাই গাঙর দোহরি  
 ইছা লামে সুর ধরি  
 বাচ্ছুন কাবি নয় কুড়ি  
 নয় কুড়ি বাঁঝর তুল্যাং ক  
 ক্যাম দিলম বেরাগে, দেবায় গল্য পেরাগে  
 চেরাগর ধুম লংকালি  
 উথ্যা বাজারত অং বালি

অংবালি বাজার্য কিউথ্যে, চিগন চিগন তোবাল্যে॥ (সান্তার ১৯৭৫ঃ১০৯)

- ৩) ছরা উজানি থুত্তেলেং মাছ, গুজুরি পরেল্লি বৈঝাক মাস  
 বৈঝাক মাচ্যা ধান কধাহ, উত্তর ধাক্যা পান কধাহ  
 কুহ্জি কুহ্জি ছিনং পান, পুগেদি উথ্যে পুনং চান  
 পুনংচানে সাজ ধোল্য, হাঝিদুং মাদেদুং লাজ গোল্য। (সুগত ২০০২ঃ৮৮)
- ৪) দীঘলি বাগং চবের মেছ, সদারে বেড়াদন ননজ-ভৈজ  
 দগরের কদুগী ছন-বনং, যত কুট্যারি তার মনং  
 পানি খেই ন্যা পনখুন, দখ তুলিজ মনখুন। (সান্তার ১৯৭৫ঃ৮৮)
- ৫) থাচ থুচ থুচ, ত মামু ঘরত যেচ  
 ত' মামু দিব' কুহরা কাবি, চিৎঘিলালই খেচ। (সুগত ২০০২ঃ৮৮)
- ৬) উন্দুরে পরতন গজর গজর, বিলেই আঘে বই  
 ও লককরে ডাকগোই, বিলেই মারোক কোই  
 ও ঝাড় বিলেই ঝাড়ত যিয়ে, কুদু পোগোই। (সান্তার ১৯৭৫ঃ১১১)
- ৭) কালা কালা হক্কেং, চিদিরা চিদিরা গুই  
 বুক চিরি গুরা দিলে অ তুয়ো ন-ডরাং মুই। (সান্তার ১৯৭৫ঃ১১১)
- ৮) আমপাদা লক্ খন, তরে মারতে কধক্ খন।  
 আহামত তলে সমেইলুং বড়ই ফুদেই লুং  
 বড়ই গাজর তলে, মোম বাত্তি জ্বলে  
 মুই যেম আগাজত, পানি খেম গলজত। (সান্তার ১৯৭৫ঃ১১২)
- ৯) সুদত্তুবি সুদত্তুবি, তর বা কই?  
 লেলম পাদাত চাগোই।  
 কোয়বুয়া বদা পার্জাচ? তিনুয়া  
 তম্মা মারিব দিনুয়া।  
 কিঙরি পর্জাব? কোদেই কোদেই।  
 তম্মা মারিব ভোগোদেই ভোগোদেই॥ (সুগত ২০০২ঃ৮৬-৮৭)
- ১০) ইজি বিজি দুখা কাজি

এদে চড়ে মোচ চড়ে, গাভুর ভেইয়া শিঙে ধরে  
ত লগে ক্য-ন' পারে, উদো উধো ভায়ারে  
রাচ কন্যা- যায়রে,  
ধরে কন্যা বিজুরাম, ফালোই উধ্যে মনুরাম  
এলকাত তেলকাত রাজা নে বোয়াই কয়দে-  
চোর আহুস্তান কাবি নে যাং। (ত্রিপুরা ১৯৮৮ঃ )

১১) এখোত তেখোত তোগোদ নলা, আরুম জারুম বাখব' নলা।  
চাম শিং চোখোত দিম, লাজুরি কাদা মোঝো শিং। (সুগত ২০০২ঃ৮৬)

১২) ঝিকুক কুক ঝিকুক কুক, বর বুইয়ার বার্চে শুনি?  
ভেরোল গাঝ' থানি, বুরোহ মানঝ্যর উহল ছিনি যার।  
বুরাহ মিলার দুত ছিনি যার, কুন্দি পোরিব' কুন্দি পোরিব'  
ইন্দি..... ডকাই। (সুগত ২০০২ঃ৮৭-৮৮)

১৩) এক-ত, দি-ত, তিতিরি তি-ত  
কাচ কদম বৈলা নিল, রাজা মোগোর আতখাত  
বামনে নিল সনার তাত গন্দা গোন্দি উনিয় কুরি। (সুগত ২০০২ঃ৮৮)

১৪) জুনি জুনি, ত'ঘর কুনি?  
মুরোঙলে।  
ত'পুয়াই ক্যা কানে? বৌয়ে ভাত ন দে।  
মারি ন পারচ? বলে ন জিনং।  
বলে ন জিনিলে আন্যাচ-ক্যা। (সুগত ২০০২ঃ৮৯)

১৫) মিদিঙা বাজর চালোনান, তুস পুজিলে পরে  
তদাত তলে পরানান, দুগুড দুগুড লরে॥ (হানাতী ১৯৯৩ঃ২৩১)

চাকমা লোক সমাজে প্রচলিত ছড়া খুব বেশি সংগৃহীত হয় নি। যে কয়টি গ্রন্থে ছড়ার উল্লেখ আছে তাতে দেখা যায় কয়েকটি ছড়াই ঘুরে ফিরে উল্লেখিত হয়েছে। এখনও গ্রামাঞ্চলে খোঁজ করলে অনেক ছড়া সংগ্রহ করা যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

### তথ্যসূত্রঃ-

আবদুস সাত্তার	ঃ অরণ্য জনপদে ঢাকা ১৯৯৬৬, ২য় সংস্করণ ১৯৭৫
	ঃ আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ঢাকা ১৯৭৮
আবতোষ ভট্টাচার্য	ঃ বাংলার লোক সাহিত্য ১ম খণ্ড, ১৯৫৪, ৫ম সংস্করণ ২০০৪
জাফার আহমাদ হানাতী	ঃ উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি, ঢাকা ১৯৯৩
বঙ্কিম চন্দ্র চাকমা	ঃ চাকমা সমাজ ও সংস্কৃতি, রাঙ্গামাটি ১৯৯৮
বিরাজ মোহন দেওয়ান	ঃ চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, রাঙ্গামাটি ১৯৬৯, ২য় সংস্করণ ২০০৫
সতীশ চন্দ্র ঘোষ	ঃ চাকমা জাতি, কলিকাতা ১৯০৯
সুগত চাকমা	ঃ বাংলাদেশের চাকমা ভাষা ও সাহিত্য, রাঙ্গামাটি ২০০২
সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা	ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি, রাঙ্গামাটি ১৯৯৪
	ঃ চাকমা উপজাতির ডা ও ডাগান (প্রবন্ধ) গিরিনির্ঝর, জুন ১৯৮৮

Mnhammad Ishaq (gen. Editor) : Bangladesh District gngchars Chittagong Hill Tracts, Dacca 1975.

সুসময় চাকমা

## চাকমা ভাষায় আরাকানীদের প্রভাব

বাংলাদেশে বসবাসকারী আদিবাসীদের মধ্যে সংখ্যা এবং শিক্ষিতের দিক থেকে চাকমাদের নাম উল্লেখযোগ্য। জাতিগত দিক দিয়ে চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। নিজেদের চাঙমা হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। এদের সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস সর্বোপরি ভাষা সম্বন্ধে অনেকের মনে নানা রকমের প্রশ্ন উদ্ভূত হয়। অনেকেই মনে করেন চাকমারা অতীতে বহুকাল ধরে উত্তর বার্মা এবং আরাকানে বসবাস করার পর বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আরাকানীদের দ্বারা বিতারিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিল। সে কারণে হয়তো এই স্বল্প সময়ের মধ্যে চাকমা ভাষার উপর আরাকানীদের প্রভাব পড়ে যায় বলে অনেকে মনে করে থাকেন। আসলে চাকমা এবং আরাকানীদের মধ্যে যে সকল সামঞ্জস্য রয়েছে হলো জাতিগত চেহারা, ভাষার বর্ণমালা এবং ধর্মের মধ্যে। নৃতাত্ত্বিক বিচারে চাকমা এবং আরাকানীরা উভয়ে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীরই লোক। জাতিসত্ত্বায় এবং ধর্মে হীনযানপন্থী বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। চাকমারা মূলত আরাকানী এবং বড়ুয়া সম্প্রদায়ের মাধ্যমে প্রচলিত এই হীনযানপন্থী বৌদ্ধ ধর্মে পুরোদমে দীক্ষিত হয়েছিল রাজ মহিয়ষী রাণী কালিন্দীর আমলে। সে সময় রাণী আরাকান হতে সংঘরাজ সারমেধ মতান্তরে সারমিত্র মহাস্থবিরকে নিয়ে এসে চাকমাদের মধ্যে হীনযানপন্থী বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন। যদিও বা চাকমারা সুদূর অতীত কাল হতে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল। এর ফলে পার্বত্য অঞ্চলে যে সকল স্থানে বৌদ্ধ মন্দির গড়ে উঠেছিল সে সকল বৌদ্ধ মন্দিরের বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও ছিলেন রাখাইন বা মারমা এবং বড়ুয়া সম্প্রদায়ের লোকজন। এ কারণে চাকমা ভাষার ধর্ম বিষয়ক গুটি কয়েক শব্দ কালের বিবর্তনে চাকমাদের ভাষায় ঢুকে পড়ে যায়।

আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আজকের হীনযানপন্থী বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের পূর্বেও চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল। সে সময় চাকমাদের মধ্যে 'লুরী' নামে একটি বিশেষ শ্রেণীর বৌদ্ধ ধর্মালম্বী ভিক্ষু সম্প্রদায় ছিল। এই লুরীদের কাছে ছিল চাকমা বর্ণমালায় লেখা কতখানী ধর্মীয় গ্রন্থ, যাকে এক সাথে চাকমারা 'আগর তারা' বলে থাকে। তৎসময়ে এগুলো মূলতঃ তালপাতার উপর

লেখা থাকত। তালপাতার উপর লেখা এসব ধর্মীয় সূত্রগুলো গুরু শিষ্যদের কর্তৃক বংশ পরম্পরায় অনুলিখনের ফলে আগর তারার মূল বৈশিষ্ট্য ক্রমাগত বিলীন হতে থাকে। এ ‘আগর তারা’ শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় আগের বা পূর্বের ধর্ম অর্থাৎ এখানে চাকমা ভাষায় আগর অর্থ পূর্বের এবং তারা অর্থ ধর্ম বুঝায়। এখানে ‘তারা’ শব্দটি আরাকানীদের ভাষা থেকে এসেছে। আরাকানী ভাষায় ‘তারা’ অর্থ হলো ধর্ম বা ক্ষেত্র বিশেষে সূত্রও বুঝায়। অপরদিকে যখন ‘লুরী’ ভিক্ষু সাধারণ লোকের মত বসবাস করে তখন তাকে বলা হয় ‘লুখাক’। এই ‘লুখাক’ শব্দটিও আরাকানী ভাষা থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়। সে সময় ‘লুরী’ রা ধর্ম প্রচারের কাজ ছাড়াও বিভিন্ন

ধরনের পূজা পার্বণে পৌরহিত্য করে থাকত। হীনযানপন্থী বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তনের পর থেকে ‘লুরী’ নামক ভিক্ষুরা ধীরে ধীরে চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে চাকমা বর্ণমালাও প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে বলা যায়। বর্তমানে পার্বত্য অঞ্চলের আনাচে কানাচে ২/১ জন ‘লুরী’ এখনও কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। দেখতে পাওয়া যায় তাদের কৃত্যাদি।

চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকগীতি ‘চাদিগাং ছাড়া’ পালা বা চট্টগ্রাম ত্যাগের কাহিনীতে চাকমাদের আদিনিবাস চম্পকনগরের নাম উল্লেখিত নাম আছে। সেখান থেকে বিজয়গিরি নামে এক রাজপুত্র দক্ষিণ দিকে অভিযানে বের হয়ে চট্টগ্রাম ও আরাকান জয় করার পর স্বদেশে আর প্রত্যাবর্তন করেননি এবং বিজিত রাজ্যেই বসবাস শুরু করেন এবং সেখান থেকে ‘সাপ্রেই কুল’ নামে এক স্থানে গমন করেছিলেন। সে থেকে চাকমাদের চম্পকনগর কোথায় কিভাবে যে হারিয়ে যায় তা এখনো অজ্ঞাত থেকে গেল। লোক গাথায় বর্ণিত এই ‘সাপ্রেইকুল’ নামক স্থানে বর্তমানে রাখাইনদের মধ্যে ‘সাপ্রেইগ্যামগ’ নামে একটি দল আছে যারা বর্তমানে রামুর অনতিদূরে বান্দরবান জেলায় লামা থানায় এখনো বসবাস করে। আলোচ্য ‘সাপ্রেইকুল’ শব্দের অর্থ অনেকে চাকমা রাজ্যের কুল (কুল সীমানা অর্থে) মনে করেন। আরাকানী ভাষায় সাক অর্থ চাকমা এবং প্রে অর্থ রাজ্য। এতে দেখা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর কাল পর্যন্ত চাকমাদের উপর আরাকানীদের কর্তৃত্বের কারণে বেশ কয়েকটি শব্দ আরাকানী ভাষা থেকে চাকমা ভাষায় প্রবেশ করেছে। তবে পোষাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানাদির উপর আরাকানীদের খুব বেশি প্রভাব চাকমাদের উপর তেমন পড়েনি। নিম্নে সাম্প্রতিককালে চাকমা ভাষায় ঢুকে পড়া কয়েকটি শব্দ উল্লেখ করা হলঃ

<u>আরাকানী</u>	<u>চাকমা</u>	<u>বাংলা</u>
কিয়ং	কিয়ং	বৌদ্ধ মন্দির
সিয়ং	সিয়ং	বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আহাৰ্য
পোয়ি	পোই	ভাতের থালা
বগলি	বগলি	কচি কলা গাছ

উল্লেখিত সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চাকমা ভাষার উপর আরাকানীর ভাষার উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই। সুতরাং চাকমা ভাষার সাথে আরাকানী ভাষার যে সামঞ্জস্য নেই তা নির্দিষ্ট বলা যায়।

## প্রবন্ধ : চাঙমা

মৃত্তিকা চাঙমা

চিত্র মোহন চাংমার চাংমা গীতঃ পোইদ্যান জুমর আভা

লেখিয়াবো যেদুকুন গীদ রজেদ সাদ ককে তার সার্থক গীদ রজেয়া ইজেবে? যকে ঘবা দিয়েবো ঘবা ন'-দে তা লেঘাবো উগুরে। আ সিভুন গেয়্যাবো যদি র'(কঠ) ন' দে। এ তিন জনতুন একজন উনো অহলে সালেন সিভে গীদ বা গান ওই ন' উধে। সেনত্যা তিনো জনতুন কাবিলীয়েন হামাক্কাই দরকার। আমা পার্বত্য চট্টগ্রামত(হিলচাদিগাঙত) ও গীদ যে রজেয়া নেইদে নয়, আঘন। ইধোদ গন্ত চলে আমা চাংমা জাদর সে ঢেলাবো আক্কুরী ধরি ভোলভোল্যা কুও যায়। সেই গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠিতুন ধরি এচ্যাসং যারা গীদ রজাদন গাদন ঘজা দেদন তারার এই হিল মাদিত তোলবিচ গোরি চলে অসংখ্য অবদান। তারার অবদানে এক কালে হিল মাদির কনায়-ঘোনায ফুয়াং ফুদি যেইয়া। গিরিগিরেই উথ্যা পৃথিবী নামক যে গ্রহবোর মাদি আঘে সে একা অহলেও। আজলে গীদে কি ন' পারে মাদি গিরিগিরেই-দি। মানষ্যর কোচপানা আদায় গোরি পারে। মানষ্যর মন পবন অহরণ গোরি পারে। ঠিক সেয়ান্যান এক জন মানেই আমা সিধু জনম লোইয়্যাগী, তারা অলাখ চিত্র মোহন চাংমা দাঘী। তারারে ৯৯.৯৯% মানষ্যা ন' চিনিলেও তারা কিন্তু ১০০% হিল্লো মানের মনে ইধু ধুমুলুক খেলেই খেলেই আঘন।

আয় তংগবী ম' লগে

কাঙারা ধরা যেই

মামা তরে নাং হিনের

আমা সিধু যেবাত্যায়।

এ গীতোর কথা কল্পা ন' জানে। বেঙ্কুনে একা নয় একা জানন। গেই ন' জানিলেও কুন কুনেই অহ্লেও জানন। হালিক কল্পা রজেয়া কলে জোপ এয়াই পারে অয়দ' বানা শতকরা আধা জনর। সিয়েন দাঙর কথা নয়। দাঙর কথা অথে চিত্র মোহন চাংমা দাঘী একজন জুমর আভা লেভেয়া মানুষ। তারার সৃজনী কামর ঢেলা ভালকানি আঘে, এবে সাহিত্যের যেদকানি ঢেলা নাটক, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, রূপকথা, কিংবদন্তী উপন্যাস ভ্রমন কাহিনী। সে সমারে নুও আর' একান যোগ ওইয়া তারা একজন সফল অভিনেতাও। তারার সৃষ্টির দোয্যাত আলাবন গোরিবের মর এজ সেন্দুর কিয়েজ ন' জমে। সেনতায় মুই বানা তারার কয়উক্ক গীদ নিনে এহেবত এযঙর। গীদ রজেয়া চিত্র মোহন চাংমারে তোগাদে যেইনে মুই সুগ পেয়ং জুম ঈসথেটিক্স কাউন্সিলর ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দর ঘিলে কোজোই নাঙে উক্ক বিবু সংকলনত। সংকলন সম্পাদনা গোজা সুখেশ্বর চাকমা পল্টু। সুওত এক সমারে তা রজেয়া দ্বিবে গীদ ফগদাং গোরা ওইয়া। তবে খবর ন' পেম সিউন কন'হেপ ঘঝা বা গাহ্ ওইয়ে কি না। সিয়েনও ম' ইধু দাঙর কথা নয় মর অল'দে চিত্র মোহন চাংমা দাঘীর সৃষ্টি নিনে। তারার এ পত্তম গীত্তর পত্তম লাইননো অল' 'বিবু ফুল ফদিনে'- এ গীত্তোর মূল রিবেঙা অল' গ্রাম্যর গীত। গীত্তোর মূল হাচ্ছেক উক্ক হারকুস্যা মিলে। সমারে যোগ উয়ে মনা-চনা ভাজ্যা ডুবো, কুরো শুগোর বানানা সমরানা সাজ গোঙি যানার পর চেরাক বাস্তি ধোরেই রানা-বারা কামত সমানা। আর বেঘত্তন বেজ অল' মা বোন যে তোক্তিদ ঝিবো ককে ঘরত কুলেবগী। তারার এ গীত্তোর মাধ্যমে আমার নীদি-সুদম আ গৃহির সমস্ত শিক্ষা ফুদি উথ্যা। যের গিটে মূল হাচ্ছেক উক্ক গাভুর মিলে। এ মিলেব' বুঝ' যাতে উক্ক ভরপুর গাভুর। আদামর গাভুজ্যা যকে গাচ্ছেত এলানদি বাঝি বাজার। গাভুরীর মনান এলোনি হেলনি খার। ন' পারের নায়ক সিধু যেই, ন পারের নায়ক তা সিধু এয়াই। পোইদ্যান মধ্যে গাং একান রোইয়। আমা হিল চাদিগাং মনে প্রানে ইধে যে লেভেরেই আঘে সিয়েন কন' হেত্যাৎ উনো নেই।

### যেমন গীদ-১

ঝিগে ফুল ফদিনে  
আহ্ঝি আহ্ঝি ডুবের বেল রাঙা মেঘ উরিনে

.....  
ইত্তুক ইত্তুক বোয়ের বার মনা গেলাক উরি  
কিঝিক কাঝাক গত্তন্দই ভাজ্যা ডুবোত পরি।

### গীদ-২

গাঝ' ছাবাত গাংকুলে কন' গাবুয়া গীদ গায়  
মাধাত খবং আহ্ধত বাঝি অক্তে অক্তে বায়।।

.....  
গাঙত লামে যেই ন' পারে গীত্তো গেবাত্যা সমারে  
উকুল একুল গাঙ পারত ডাগে আহ্ধ' ইজিরেয়।।

তা যেরর বরাবর ১৯৯৮ইং বেসাবি সংকলণ উসাই ফগদাং গোঝ্যা। সিধুও তারার দ্বিবে গীদ এলাক। এ হেবর পত্তম গীত্তোর কেন্দ্রীয় হাচ্ছেক অল'দে উক্ক গরু বা মোজো গরক্যার নিত্য দিনর কথা। গরক গোদা দিন্ন মজা-খুগী কামর খেই বেল্যা মাধান তা মোজ গরুউন ডেগেই আনের, উন্দি বেল ডুবের। বেল পুঙ্কুনে ডগত্তন কি একান বেল ডুবনীর ছাবা। তা পরর গীত্তো নাদিন বরঙার সম্পর্ক নিনে। গ্রাম্য মানুষ গোদা দিন্ন খাদানর পর সাঝন্যা লামি যানার সমারে সমারে ভাত খেই



দেই ঘুমত পোরিবেক। হালিক ঘুমত পলে কি ঘুম গেলাখ, না! সিধু আর' রোইয়া আদ্যা-নাদিন বরঙার মধুর মধুর আলাপ। সে আলাবর মধ্যে ফুদি উধে সমাজর নানান রন-মন হিস্যা কিত্ত্যার কথা।

বিংশশতক থুম। একবিংশশতগর ২০০৪ সালর তার আদামর চিত্র কল্প নিনে রজেয়া আর' উক্ক গীদত দেঘা যায় মানুষচুনরে উজুলুদে। উচ্চনী তুলি দেৱ। সেনে তারা কখন-

যেই যেই যেই যেই জুমত যেই

বোই থেবার আর সময় নেই

দেবায় গোচ্যা উরঘুন্যা বোয়ার বায়ার নেই

আলসী গোৱি বোই থেলে কল্প দিব' জানিনেই।।

তারা এ গীতোত্ একান কোজোলী আঘে। আমাতুন বোই থেবার সময় নেই। বোই থেলে আমারে কন' জনে ভাত জাজি খাবেদাক নয়। আমা ভাত আমাতুন যুক্কল গরা পরিব।

চিত্র মোহন চাংমা দাঘীর এ বাবত্যা আর উক্ক গীত ফগদাং ওইয়া গীত জুম ঈসথেটিক্স কাউন্সিলর ২৫ বঝর পুর্তির পোইদ্যানে উক্ক সংকলনত। ইধু নায়ক নায়িকাবোৱে কোজোলী গোৱি ডাগের তাৱে বাচ্ছেই আঘে। সিধু জুনপোঝ্যা খেংগরং বেবাক, বাঝি বেবাক, মনর সুগে তারা ঘুম যেবাক বোয়েরর আভায় আভায়। ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দত এয়াই রনেল চাকমার' সম্পাদনায় জুম ঈসথেটিক্স কাউন্সিলন্তন 'টঙ' নাঙে আর উক্ক সংকলনত যে সে- বাবত্যা উক্ক গীদ ফগদাং অয়। বাগী খেংগরং এবার ধুধুকও এ গীতোত্ এস্যা। জুমর এচাবতুন ওচাবত এবার যেবার চেলে মুরো-উধি লামি-লামি যা পরে। নিত্য এগন্তর অভার জু-ন' থানায় নায়ক নায়িকা ধুধুগর তালে তালে মনর কথা কুও কি গরন। আ নয় খবর দিএ্যা দি গরন কন হেনত তারা এগন্তর অভাক। ইয়েন্দই বুঝা যায় আমা জুম জাতির জুম আভা প্রতি শিরায় শিরায় লেভেই আঘে। তারার রজেয়া গীতুন ঘঝা দিনেই যুদি একা চিন্দে-ভাবনা গরন সালেন গোদা জুম জাদর গীদর ঢেলা আর এক খৈদ্যা উজের' ভিলি মর মনে অয়। তারার এবার রজেয়া কবিতা বেঘর থুমে পোরবো পন্ডিগর আ গীদ ভালেদিউনখ্যা তুলি দিএ্যাঅল'।

মারনী ঘরত বজিনে পুনংচানে ধুধুক বায়

তালে তালে ডাগেডে ও ননাবী আয় আয় আয়

শুনি আঘে ননাবী তার ঘরত বজিনে

খুবী ওইয়া মনান তার পুনংচানে ডাগিনে

কামত যেইনে বেঙ্কুনে ঘরত আঘে গায় গায়

জুম খাদন্দই এক চাবত মধ্যে একান হরা

লাঙেল পিধিত তুল্যান ঘর যার যে জুমত তারা।

রেনী চেলে দুরতুন আলগে দেঘা যায়।

যেবার চেলে পধ দুরত মুরো লামি উধনা

মুরো উখে বল পরে ফবেই ফবেই যানা

বেল্যা যেব' ননাবী ঘরত এলে তা-মায়।

## ভ্রমণ কাহিনী

সুপ্রিয় তালুকদার

সাজেক ও বগার পথে পথে

সাজেক পার্বত্য রাষ্ট্রাঙ্গাটি জেলার অন্তর্গত বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন একটি ইউনিয়ন। উত্তরপূর্ব ভারতের মিজোরাম রাজ্য সংলগ্ন একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। তবে বর্তমানে রাষ্ট্রার উন্নয়ন কাজ চলছে এবং কংলাক পর্যন্ত গাড়ি যায়। আরো দুর্গম এলাকা ‘তুইচুই’ ও ‘বেতলিং’ যেতে হলে পায়ে হাঁটা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। এ অঞ্চলে চাকমা, পাংখোয়া ও ত্রিপুরা- এ তিনটি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে। এ বছর ইঁদুর বন্যার কারণে জুমের ফসল নষ্ট হওয়ায় ওখানে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি স্থানীয় পথিকৃৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (N.G.O) গ্রীনহিল কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে সাজেক যাওয়ার লক্ষে প্রস্তুতকৃত নামের তালিকায় অন্যান্যদের মধ্যে আমার নামও স্থান পেয়েছে গ্রীনহিলের একজন উপদেষ্টা হিসেবে যদিও বা আমি সে রকম কিছু একটা নই। এটা সেরেফ আন্তরিকতা যা আমার সৌভাগ্য বটে। যাহোক চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার আগে একবার মাচালং পর্যন্ত গিয়েছি। অতএব, ‘কংলাক’ যাওয়ার এ সুযোগ কিছুতেই হাত ছাড়া করা যাবে না।

৬ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখ সকাল ১০টার দিকে সংস্থার গাড়ি করে রাষ্ট্রাঙ্গাটি- মহালছড়ি খাগড়াছড়ির পথে সাজেকের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। খাগড়াছড়ি থেকে দিঘিনালা পৌঁছে গেলে

বাসস্ট্যাণ্ডে একটি চাকমা হোটেলে দুপুরের খাবার সেরে ফেলি। মেন্যু ছিল গরম ভাত, শুকনো হরিণের মাংস, বাঁধাকপি সিদ্ধ আর শুটকি দিয়ে মরিচের চাটনি। একদম সবার মনোমত। হরিণের মাংস ঝাল আর ঝোলে চমৎকার রান্না হয়েছে। দিঘিনালা ছেড়ে বাঘাইহাট এলে আর্মি চেকপোস্টে গাড়ি থামে। চাহিদা অনুযায়ী আমাদের নাম, ঠিকানা, পদবী ইত্যাদি সংক্রান্ত ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাগজপত্র জমা দেওয়া হলো কিন্তু গাড়ি ছাড়ার সঙ্কেত দেওয়া হচ্ছে না। গাড়িতে আমরা সবাই বিব্রত বোধ করছি। কিছুক্ষণ পর বলা হলো আপনাদেরকে চা- খেতে ক্যাম্পে যেতে হবে। এতে প্রথমে আমরা কিছুটা অবাক হলেও বুঝতে আর দেরি হলো না যে টুকু তালুকদার বিশ্বেডিয়ার জেনারেল তুষারের বড় বোন তা তারা জেনেছেন সে সুবাদে সি.ও (Commanding Officer) সাহেবের এ বদান্যতা। যাহোক, রাস্তা থেকে কিছু দূর ভেতরে ক্যাম্পে পৌঁছলে আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়ি। অমনিই ক্যান্টেন সাহেব এসে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁদের ঐতিহ্যবাহী গোলঘরে বসালেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সি.ও. সাহেব আসলে তাঁর সাথে একে একে পরিচিত হই। মিজ তুলি দেওয়ান, অধ্যাপক মংসানু চৌধুরী, আমি সুপ্রিয় তালুকদার, যতন দেওয়ান, মিজ টুকু তালুকদার ও লাল চোয়াক লিয়ানা পাংখোয়া।

অতঃপর ত্রাণসামগ্রী বিতরণ বিষয়ে তিনি কিছু কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলেন এবং কথা শেষে আমরা আন্তরিকতার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিই। বাঘাইহাট থেকে গঙ্গারামমুখ পর্যন্ত আর্মির নজরদারি। পশ্চিমধ্যে সব চেকপোস্টে একই ব্যাপার। নামের তালিকা দেওয়া, গাড়ির নাম্বার টুকে রাখা ইত্যাদি। ফেরার পথেও গাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছে নাম্বার। কী একটি বিড়ম্বনা!

মাচালং পৌছে গাড়ি বদল করে আমাদের জন্য সংরক্ষিত একটি চাঁদের গাড়িতে উঠে বসি। একটি অগ্রিম দল ওখানে আমাদের অপেক্ষায় ছিল। সামনের সিটে আমি আর অধ্যাপক সানুদা বসি। গল্প করতে করতে ‘রুইলুই’ পৌছে গেলাম। পরদিন এখানে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হবে বলে ত্রাণসামগ্রী গুলো এখানে রাখার ব্যবস্থা করা হলো। সন্ধ্যা নামার আগেই ‘কংলাক’ পৌঁছলাম। রাস্তা ঘেষা পাহাড়ে উঠলেই পাংখোয়া গ্রাম। অথচ রাস্তা থেকে মনে হয় না যে ওখানে বসতি আছে স্থানীয় মেম্বারবাবুর বাসায় আমাদের কয়েকজনের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। হাত- মুখ ধুয়ে, পোশাক পাল্টিয়ে সন্ধ্যা নামার পর ব্যাগ ভর্তি “মাল- সামানা” সাথে করে আমরা (তুলি, টুকু, যতন, আমি ও অধ্যাপক সানুদা) পাহাড়ে উঠে পাথরে বসে পড়ি। তেমন শীত নেই যদিওবা আমরা হ্যাভারসাক (Haversack) ভর্তি গরম কাপড় এনেছি। মৃদু শীতে বাইরে বেশ ভাল লাগছে আর ধীর গতিতে পেয়ালায় চুমুক দিতে থাকি। বেশ কিছুক্ষণ পর লালবাবু কুকুরের মাংস ভর্তি একটি বাটি নিয়ে হাজির হলেন। অধ্যাপক সানুদা ছাড়া আমরা সবাই কুকুরের মাংস খেলায় যেহেতু আমাদের সম্মানে এ বিশেষ আয়োজন। মাংস তেজপাতার উৎকট গন্ধ পেয়ে আমার কবি নির্মলেন্দু গুণের কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর লিখা *ভিয়েতনাম ও কাম্পুচিয়ার স্মৃতি* পুস্তকে পড়েছি *ভিয়েতনামে কুকুরের মাংস খেয়ে তাঁর বলতে ইচ্ছা করেছিল হারামজাদা কুত্তার মাংস এমন মিষ্টি হলো কীভাবে? ঠিক তেমনি আমারও বলতে ইচ্ছে হয়েছে- হারামজাদা- কুত্তার মাংস এমন তেজপাতার গন্ধ হলো কীভাবে? তবে কুকুরের মাংস খাওয়া এটা আমার প্রথম নয়।* ইতোপূর্বে দুবার খেয়েছি। প্রথমবার খাওয়ার আগে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেভাবেই হোক কুকুরের মাংস খেতে হবে। চিনা, ভিয়েতনামি, ফিলিপিনো আর আমাদের লুসাই, পাংখোয়া ও বম ভাইদের যা এতো প্রিয় তা আমি খেতে পারবো না কেন? জাতিগতভাবে তো একই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মানুষ। অতএব, অবশ্যই পারবো। তবে খাওয়ার আগে বেশ কয়েক পেক মদ গিলেছি। এক টুকরো মুখে ঢুকিয়ে

যখন মাংসের প্রকৃত স্বাদ পাই তখন রান্সসের মতো অমনভাবে খেয়েছি যে মাংস নিঃশেষ হওয়া সত্ত্বেও আঙ্গুলের ক্রমাগত স্পর্শে প্লেটটি বোধ হয় আর ধোয়ার প্রয়োজন হয় নি। এবার নাকি পাচকের দোষে এ অবস্থা। তাকে বলা হয়েছে মাংসে সাবারাং দিতে কিন্তু সে মাতব্বরির করতে গিয়ে সাবারাং এর পরিবর্তে দিয়েছে তেজপাতা, তাও আবার বেশি পরিমাণে। অমনিতেই আমরা পাহাড়িরা curry-leaf হিসেবে তেজপাতার চেয়ে সাবারাং, ফুজি, ধনেপাতা বেশি পছন্দ করি। পাহাড়ে আনন্দ উল্লাস শেষে রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ি। পরদিন ভোর ৫ টার দিকে আমার ঘুম ভাঙে। প্রয়োজনীয় কাজ ছেড়ে ঘরের বাইরে যেতে টুকুকে বলি আমি পাহাড়ে যাচ্ছি, তুমি এসো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এলো। তারপর একে একে অধ্যাপকদা, যতন, তুলি এসে আমাদের সাথে মিলেছেন। ভোরবেলায় মৃদুশীতে চারিদিকে পাহাড় পাহাড় আর পাহাড়ের নয়নাভিরাম শোভা প্রাণ ভরে উপভোগ করি। আমার মনে পড়ে শিলং, চেরাপুঞ্জি, দার্জিলিং, সিকিম ও আসামের পাহাড়ে সস্ত্রীক ঘুরে বেড়ানোর সেই আনন্দঘন উচ্ছল দিনগুলির কথা।

পাহাড় থেকে নেমে ব্রেকফাস্ট করার আগে আমরা গ্রামটি ঘুরে দেখি। এখানে ছোট একটি বিশ্রামাগার আছে যেটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে নির্মিত আর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করেছিলেন বোর্ডের চেয়ারম্যান সাংসদ ওয়াদুদ ভূঁইয়া যিনি তাঁর কুকর্মের জন্য এখন দিন কাটাচ্ছেন শ্রীঘরে। অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস, যে পিকআপ গাড়িটি তার পাহারার (protection) কাজে ব্যবহৃত হতো সেই গাড়িতে করে হাতকড়া পরিয়ে তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়েছিল। জেনেছি এ গ্রামটি প্রায় দেড়শ বছরের পুরানো অথচ গাছপালা নেই বলে ছায়াময় নয়, তবে বেশ পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন। এখানে গৃহপালিত শূকর দেখি নি যা সচরাচর আদিবাসী গ্রামে দেখা যায়।

ব্রেকফাস্ট সেরে সকাল ১১ টার দিকে ‘রুইলুই’ ফিরে আসি। গ্রীনহিলের কর্মকর্তা-কর্মচারি সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কাজে। আমি আর অধ্যাপক সানুদা হেডম্যানবাবুর বাসায় বসে কথা বলছি নানান বিষয়ে।

ত্রাণ বিতরণ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো যথারীতি। বাঘাইছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের পক্ষে উপস্থিত রয়েছেন প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (PIO) সাহেব। কিছুক্ষণের মধ্যে হেডম্যানবাবু ফিরে এলেন। তিনি স্থানীয় লুসাই শাস্ত্র প্রকৃতির অমায়িক ভদ্রলোক। কথা প্রসঙ্গে অধ্যাপক সানুদা সাজেকের অর্থ জানতে চাইলে তিনি বলেন আসলে শব্দটি নাকি সাজেপ যার অর্থ লুকানো মাংস। মাংস ভাগবাটোয়ারা করার সময় কেউ কিছু পরিমাণ মাংস লুকিয়ে রাখলে ঐ লুকানো অংশটাকে স্থানীয় লুসাই- পাংখোয়া ভাষায় “সাজেপ” বলা হয়। এ শব্দ থেকে সাজেক শব্দের উৎপত্তি। যাহোক, আলাপের একপর্যায়ে তিনি বলেন আমরা এখানে আছি প্রায় ৮০০শ বছর ধরে অথচ তারা ..... গতকাল এসে আমাদেরকে বলে তোমরা কে..... বরং আমরা বলতে পারি তোমরা কে ..... কিন্তু পারি না। রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে মিজোরাম বর্ডার পর্যন্ত। রাস্তাটি হয়ে গেলে ব্যবসা বানিজ্যের উন্নতি হবে। এতে স্থানীয় আদিবাসীদের অবস্থাও উন্নতি হবে কোন সন্দেহ নেই তবে বনজ সম্পদ উজার হওয়া আর সমতল অঞ্চল থেকে লোকজন এসে কৌশলে আদিবাসীদের জায়গা জমি দখল করার আশঙ্কাও রয়েছে যা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলে ঘটেছে ও ঘটছে। হেডম্যানবাবুর এসব কথা শুনে তাঁকে বিচক্ষণ মনে হলো। আলাপের ফাঁকে দেয়ালে টাঙানো একটি বর্ষপঞ্জিতে বগা হ্রদের মনোরম ছবি আমাদের নজর কাড়ে। মনস্থির করি একদিন সুযোগ বুঝে বগা হ্রদ দেখতে যাবো অবশ্যই।

ত্রাণসামগ্রী বিতরণ শেষে ২টার আগেই খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিই। পথে দিঘিনালা বাসস্ট্যান্ডে সেই চাকমা হোটেলে দুপুরের খাবার খেতে বসি দেহের- তখন প্রায় ৪টা বেজে গেছে। মেন্যু ছিল যাওয়ার পথে যা খেয়েছি তাই- শুকনো হরিণের মাংস। অতএব, লোভ সংবরণ করতে না পেরে আমিও খেতে বসি যদিওবা খাওয়ার তেমন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু এবারের রান্না আগের মতো ভালো হয়নি। যাহোক, টুকু ৫/৭ কেজি শুকনো হরিণের মাংস কিনে নিলো দোকানির স্ত্রীর কাছ থেকে। জেনেছি দোকানি ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী পরিবার। ওখানে ব্যবসা শিখেছে। দেশে ফিরে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আর অপারিসীম দুঃখের সেই দিনগুলোর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বেশ আছে। দিঘিনালা থেকে খাগড়াছড়ি মাত্র আধ ঘন্টার পথ। সন্ধ্যা নামার অনেক আগেই খাগড়াছড়ি পৌঁছি। পর্যটন মোটেলে উঠি এবং সেখানে রাতে অবস্থান করি।

পরদিন মোটেলের রেস্টুরেন্টে উন্নতমানের ব্রেকফাস্ট খেয়ে রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে রওনা দিই পথে কে যেন আমাকে ফুলকলির (জেলা প্রশাসনের হাতি) বিশাল পাকা কবরটি দেখিয়ে দিলে আমার অতীতের কিছু স্মৃতি মনে পড়ে। ১৯৭৫ ইং সন হতে বেশ কয়েকবছর তৎকালীন খাগড়াছড়ি মহকুমা প্রশাসনে কর্মরত থাকা কালীন সরকারি কার্য্যালয়ক্ষে ফুলকলির পিঠে চড়ে সারা মহকুমা চষে বেড়িয়েছি। মান্না দে আর লতার হারানো দিনের সেই অপূর্ব সুরেলা গানগুলি শুনতে শুনতে কখন রাঙ্গামাটি পৌঁছে গেছি টেরই পেলাম না।

পার্বত্য বান্দরবান জেলাধীন রুমা উপজেলা সদর থেকে বগা যেতে সময় লাগে ২ ঘন্টারও বেশি। সুদূর অতীতে বগাপ্রামে প্রতিদিন কারো না কারোর মুরগি, শূকর, ছাগল ইত্যাদি হারিয়ে যেতো। একদিন গ্রামবাসীরা দেখতে পেল একটি গর্ত। তারা ঐ গর্তে বড়শি ফেলে আর বড়শি টেনে বের করে একটি বিরাট সাপ। সাপটি কেটে ভাগবাটোয়ারা করে সে রাতে সাপের মাংস খেয়ে তারা অনন্দ- উল্লাস করে কিন্তু গ্রামের এক বৃদ্ধদম্পতি সাপের মাংস খায় নি আর রাতে স্বপ্নে দেখে যে ভোর হওয়ার আগেই গ্রামটি গভীর জলে তলিয়ে যাবে। অতএব, গ্রাম ছেড়ে যেন পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। ভোর হলে দেখা গেলো যে সত্যিই গ্রামটি গভীর জলে তলিয়ে গেছে- এটাই বগাহ্রদ। এতো কিংবদন্তি। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বলা যেতে পাও যে সেখানে কোথাও পানির উৎস ছিল। প্রবল ভূমি কম্পের ও ফলে পাহাড় থেকে পাথর ধসে পড়ায় পানি চলাচল বধাপ্রাপ্ত হলে হ্রদের সৃষ্টি হয়।

খীনহিল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলেন যে এ বছর কিছুটা দেহের হলেও বার্ষিক বনভোজন হবে বগায়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে Better late than never. এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন অধ্যাপক সানুদা আর আমি নেপথ্যে তাঁকে প্রেরণা দিই যেহেতু 'রুইলুয়ে' আমরা দুজনে বগা যাওয়ার পরিকল্পনা করি।

৪ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ সকাল ৯ টার দিকে আমরা বাসযোগে চন্দ্রঘোনার পথে বান্দরবানের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। বনভোজনের শিরোনাম (Banner) লেখা হয়েছে- “নিসর্গ দুহিতা বগা সরোবরের কবোক্ষ সান্নিধ্যে”। বাসে সংযোজিত ছোট একটি লাউড স্পিকারে গান শুনতে শুনতে ১২ টার মধ্যে বান্দরবান পৌঁছালাম। আগের দিন অধ্যাপক সানুদা, মংথোয়াই (দাদু), ইফা ও তুলি কাজের সুবাদে বান্দরবান এসে আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। অতঃপর বান্দরবান থেকে দুটি চাঁদেরগাড়ি করে রুমার পথে বগার উদ্দেশ্যে রওনা দিই। বান্দরবান থেকে সামান্য দূরে পথের ধারে মিলনছড়িতে দুপুরের খাবার সেরে নিই। রুমা পৌঁছতে টানা ৩ ঘন্টা সময় লেগে গেলো। গোটা রুমা উপজেলাটাই পাহাড় আর পাহাড়। মাঝে ছোট রাস্তা। গাছপালা তেমন একটা নেই বলে রুক্ষ

মনে হলো। আমাদের চাঁদেরগাড়ি দুটি থানার সামনে এসে থামলো। রাস্তা থেকে থানা সামান্য দূরে। আবার সেই বিড়ম্বনা। লালবাবু আমাদের নাম ঠিকানা, পদবি ইত্যাদি সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে ছুটে যান থানায়। এরই ফাঁকে আমি আর অধ্যাপক সানুদা গাড়ি থেকে নেমে পড়ি আর রাস্তায় পায়চারি করতে থাকি। লালবাবুর দেখা নেই তাই ঠাট্টা করে অধ্যাপকদাকে বলি চাকুরি জীবনে থানা- পুলিশের সাথে এত মাখামাখি সত্ত্বেও চাকুরি থেকে অবসর নেয়ার পরও যেন মাখামাখি শেষ হচ্ছে না। পুলিশ- ম্যাজিস্ট্রেসি সম্পর্ক যেন সহজে ছিন্ন হয়না। পরবর্তী আর্মি চেকপোস্টেও একই বিড়ম্বনা।

ক্রমা থেকে বগা যাওয়ার পথে পরা পাহাড়গুলি পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলের পাহাড়গুলোর চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক উঁচু- এগুলো আরাকান পর্বতমালার শাখা প্রশাখা ক্রমশঃ নিচু হয়ে এসেছে। পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে এবার শেষ পাহাড়টি উঠলেই বগা হ্রদ। সবচেয়ে উঁচু এ পাহাড়টি ওঠার আগে গাড়ির ভার কমানোর জন্য আমরা কয়েকজন গাড়ি থেকে নেমে পড়ি। অতঃপর পাহাড় বাইতে শুরু করি। পাহাড়টি এক মাইলের চেয়েও বেশি দীর্ঘ আর ঢালের মাত্রা (Gradient) ৭০ থেকে ৮০ ডিগ্রি হবে যা আগে বুঝতে পারিনি। নইলে সাথে কী আর গাড়ি থেকে নামি? পাহাড় বাওয়ার শেষ নেই। অথচ আমার অবস্থা কাহিল। ভাগ্যিস হাতে একটা পানির বোতল ছিল। জিরাতে বসলে গলা ভিজিয়ে নিই। পথিমধ্যে ৫/৭ বার জিরাতে হয়েছে। ইতোমধ্যে সবাই পৌঁছে গেছে গন্তব্য স্থানে। অধ্যাপক সানুদা আমার চেয়ে সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও টানা উঠে গেলেন দিব্যি। আমার ভীষণ হিংসা হলো। আমার অবস্থা বুঝে লালবাবু আমাকে একলা ফেলে যান নি। ক্লাস্ত শরীরে চুম্বক গতিতে পাহাড় বাইতে বাইতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে অবশেষে চূড়ায় উঠে দেখি বিরাট উঁচু এক পাহাড় আর পাহাড় ঘেঁষে সুনীল হ্রদ- বগালেক। নিসর্গ দুহিতা বগা সরোবরের কবোঞ্চ সান্নিধ্যে এসে আমি আনন্দে আত্মহারা। মুহূর্তে যেন ক্লান্তি দূর হলো। দেখি টুকু ও অন্যান্য সবাই উৎকণ্ঠিত--- তাকিয়ে আছে পথপানে অপলক চোখে আর অধ্যাপকদা এগিয়ে আসছেন ঝোঁজ নিতে। আমাকে দেখে সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যে সুপ্রিয় তালুকদার বেঁচে আছে। আর আমার মনে হলো আমি যেন হিমালয় জয় করেছি। তখন ধূসর গোধূলি নামে নামে।

এখানে বম আদিবাসীদের Community Tourism এর দুটি কটেজ আমাদের জন্য সংরক্ষণ করা আছে। Solar বাতি থাকতে রাতে অসুবিধা হয় নি। হ্রদে স্নান করার আগেই আঁধার নেমেছে তাই কেন জানি আমার ভয় হচ্ছিল। সাথে ছিলেন অধ্যাপক দা। আমরা দেরি না করে ঝটপট স্নান সেরে উঠে আসি। ইতোমধ্যে সবার স্নান শেষে আমরা যথাসময়ে বসে পড়ি কটেজের পেছনে---- হ্রদের পাড়ে খোলা জায়গায় আকাশের নিচে। গ্রীন হিলের বান্দরবান শাখা কার্যালয়ের লোকজন আমাদের জন্য মেলা খাবারের আয়োজন করেন তন্মধ্যে শূকরের মাংসের গ্রিলড কাবাব আমার খুব প্রিয়। মোমের মৃদু আলো জ্বালিয়ে শুরু করি আসর। অত বড় উঁচু পাহাড় বেয়ে অমনিতেই আমি ক্লাস্ত- শ্রান্ত তার উপরে উল্লসিত হয়ে বেশি পরিমাণ রস্কি গিলে একদম বেহাল ও বেসামাল হয়ে পড়লে টুকু কি ভাবে সামাল দেয় তা আমার কিছুই মনে নেই।

দুপুর রাতে সহসা ঘুম ভাঙলে ঘরের বাইরে এসে একা বসি। আমার অনুপস্থিতি টের পেয়ে টুকুও বাইরে এলে আমরা দুজনে অনেক- অনেক দিন পর আঁধারের রূপ দেখে মুগ্ধ হই আর আনমনে আকাশপানে তাকিয়ে থাকি কিছুক্ষণ বিমুগ্ধ নয়নে।

সমস্যা হলো পরদিন। আমার ও দাদুর Constipation হয়েছে। তাছাড়া আমি hangover- একদম খোয়ারি যা একেবারে অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়া। হ্রদের পাড়ে এদিক ওদিক একটু ঘুরাঘুরি করে অল্প কিছু খাবার খেয়ে আমরা চাঁদের গাড়িতে উঠে বসি। এবার ফেরার পালা। গাড়ি চলতে শুরু করে, আর মনোরম হ্রদ পিছু টানে। ফেরার পথে সেই পাহাড়টি নামার সময় আমি নাস্তিক হলেও ঈশ্বরকে ডেকেছি। কোন কারণে গাড়ির ব্রেক যদি কাজ না করে তবে মৃত্যু অবধারিত।

সান্সু নদী নৌকা দিয়ে পার হয়ে আমরা “ধর্মঘরে” জিরাতে বসি। এ যাত্রায় একটা মজার ঘটনা ঘটে। আমাদের সাথে বেশ কয়েকজন মহিলা সহযাত্রী আছেন যাদের মধ্যে একজন দাগী। তবে এখানে দাগী বলতে তেমন কোন ভয়ঙ্কর কিছু নয়- সেরেফ গাড়িতে বমি করার রেকর্ড, এই টুকুন। কিন্তু এ দীর্ঘ পথে তিনি না যেতে--- না ফিরতে কোন পথেই বমি না করে রেকর্ড ভঙ্গ করেন যা সত্যিই বিস্ময়কর। অথচ যে মহিলার এমন কোন রেকর্ড নেই তিনিই যাওয়ার পথে বমি করে ফেলেন। যেন বমি করার রেকর্ড ভাঙা- গড়া, কেউ ভাঙছে, কেউ গড়ছে। এ নিয়ে সবার হাসাহাসি। এবার কিন্তু যতনবাবু অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কার্য সম্পাদন করেন যে দ্রব্যগুণ তাঁকে পরাস্ত করতে পারে নি। সম্ভবতঃ র‍্যাভ থাকার কারণে। আর এরূপ ক্ষেত্রে দাদু (মং খোয়াই) চিরকালই দুর্বল বিধায় র‍্যাভ থাকা না থাকাতে কিছু আসে যায় না। তবে “খাজি” টানার বেলায় বাবু কিন্তু সর্বদা সবল।

এতদিন দেশ- বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছি। নিজ জন্মভূমির এ অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখে আমি অতই বিমুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছি যে সত্যিই যদি পুনর্জন্ম থেকে থাকে তাহলে যেন জন্মন্তরে জন্ম হয় আমার এই জুমদেশে---- কোন আদিবাসীঘরে। জীবনানন্দ দাশের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে লিখি----

আবার আসিব ফিরে তাজিঙং চিরে

এই পাহাড়ে।

হয়তো চাকমা নয়,

মারমা হয়ে সান্সু নদীর পাড়ে,

পাংখোয়া হয়ে সাজেকের কংলাকআদামে,

হয়তো বম হয়ে মনোরমা

বগা-হ্রদের ধারে,

আসিব ফিরে।

আসিব ফিরে বারে বারে নানান বেশে

গিরি বনবীথি নিসর্গ আদিবাসীজনপদে,

চৈত্রের এই বৈ-সা-বি'র দেশে।

পাহাড়ের পাদদেশ বেয়ে উঁচু- নিচু সর্পিলা পথে চাঁদেরগাড়ি চলতে চলতে, পাহাড় আর অরণ্যের নিসর্গশোভা দেখতে দেখতে পৌঁছলাম মিলনছড়ি। দুপুরের খাবার সেরে দাদু ও ইফা সংস্থার গাড়ি করে রওনা দেয় চট্টগ্রামের পথে আর আমরা বান্দরবান এসে গাড়ি বদল করে বাসে উঠে রওনা দিই চন্দ্রঘোনার পথ ধরে গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথে.....।

মনোজ বাহাদুর

বাঘাইছড়িতে একদিন

প্রায় ৩০ বৎসর চাকুরী করার পর স্বইচ্ছায় চাকুরীর বন্ধনটা ছিন্ন করার প্রস্তুতি চলছিল। কাজে কাজেই বন্ধনহীন মুক্ত জীবনের স্বাদ পেতে প্রায় সময়ই বন্ধু রিপন চাকমার এনজিও আরডিএ অফিসে যাতায়াত করছিলাম। সাথে সাথে বুলবুল ভায়ের শিল্পকলায়ও আড্ডা চলছিল। আমি শিল্পকলার সংগীত শিক্ষক হিসাবে চুক্তি ভিত্তিতে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করছি। প্রতি বছর এ চুক্তিটা নবায়িত হয়।

রিপনের কথায় তার অফিসে বসে জানতে পারলাম ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৭ আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস। দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য আরডিএ এর পার্টনার গণ স্বাক্ষরতা অভিযান নামের জাতীয় পর্যায়ে এনজিও কর্তৃপক্ষ তাকে দায়িত্ব প্রদান করেছে। দিবসটি উদ্‌যাপিত হবে বাঘাইছড়িতে। রিপনের আমন্ত্রণে ভাবলাম বাঘাইছড়ি থেকে ঘুরে আসলে মন্দ হয় না। বাঘাইছড়িতে আমি অনেক আগে একবার অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিলাম। জেলা পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানটি উপজেলা অফিসের সামনের খোলা মাঠে আয়োজন করা হয়েছিল। বেশ জমজমাট গান বাজনা আদিবাসী নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশিত হয়েছিল। আমাদের দলের নেতৃত্বে ছিলেন তখনকার জেলা পরিষদ সদস্য জনাব রুণায়েত। আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর ছিল নাটক অভিনয়। নাটকটি চলাকালীন কিছু উশৃংখল দর্শক কর্তৃক নাটকটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল বলে পরে জেনেছিলাম। যা হোক বাঘাইছড়ি সম্পর্কে আমার নিজের ধারণা সীমিত।

৭/৯/০৭ তারিখে রিজার্ভ বাজার লঞ্চ ঘাট হতে সকাল ৭.৩০ মিঃ বিরতিহীন লঞ্চ চড়ে বসলাম, সাথে বুলবুল ভাই, ভাবী ও আমার জীবন সংগী লক্ষী। লঞ্চটির নাম এমএল আল হোসেন। লঞ্চটি বেশ বড় সাইজের, উপরে প্রায় ৭০/৮০ জনের বসার ব্যবস্থা আছে। লঞ্চের সুপারভাইজারটি ও বেশ লম্বা চওড়া, ৫০ এর উর্ধে বয়স হবে। লোকটা বেশ ভালো ব্যবহার করলো। টিকেট নিলাম জনপ্রতি ১৩০/টাকা। লঞ্চের উপর তলায় তেমন লোকজন নেই। প্রায় ২৫/৩০টি সীট খালি। আমি সামনের দিকে জানালার পাশে একটি সিটে বসলাম। আমার পাশের ২ জন চাকমা ভদ্রলোকের সাথে আমার যাত্রা পথে আলাপ হলো। একজন কাস্তিময় চাকমা, সদস্য খেদারমারা ইউপি অন্য জন দানবীর চাকমা, ব্যবসায়ী। কথায় কথায় জানতে পারলাম দানবীর চাকমা হলেন সংগীত শিল্পী কোয়েল চাকমার বাবা। কোয়েল চাকমা ইদানিং কালের উঠটি গানের শিল্পী, ছেলেটার সম্ভাবনা আছে। বেশ ভালো গায়, সুযোগ পেলে ভালো করবে। লঞ্চ এখন শুভলং ছুয়ে চলছে। আবহাওয়া ভালো নয়। বাতাস চলছে, বাইরে বেশ ঠান্ডা, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ও হচ্ছে। সামনে কাউলি, লংগদু,



মাইনীর দিকে আমাদের লঞ্চ এগিয়ে চলছে বাঘাইছড়ির পথে। কান্তিময় বাবু ও দানবীর বাবু দুইজনই আমাকে বিভিন্ন জায়গার নাম ধরে ধরে দেখিয়ে দিচ্ছেন, আমি আরেকটি খাগড়াছড়ি দেখলাম, দেখলাম আমতলী, শিজকমুখ ফোরের মুখ, ভাইবোনছড়া ইত্যাদি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমাদের পশ্চিম পাশে পাহাড়ের মাথায় একফালি মেঘ পাহাড়ের চূড়াটাকে জড়িয়ে রয়েছে। মনে হলো মেঘ শিশু তার পাহাড় মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছে।

দূরছড়িতে পৌছার পর দেখলাম অনেক লোকজন নেমে যাচ্ছেন। আমি গলা বাড়িয়ে দেখলাম ঘাটের পাশে একটি বেশ বড় সাইনবোর্ড তাতে লেখা “স্বাস্থ্য সম্মত মডেল গর্ত পায়খানা” বাস্তবায়নে গ্রীনহিল। সাইনবোর্ডটার নীচে ঘেরা দেয়া কয়েকটি পায়খানার নমুনা লক্ষ্য করলাম। গ্রীন হিল একটি স্থানীয় এনজিও আমি গ্রীন হিল সম্পর্কে জানি, তথাপিও কান্তিময় বাবুকে জিজ্ঞেস করলাম গ্রীনহিলের কার্যক্রম সম্পর্কে। তিনি গ্রীন হিলের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বিশেষ করে খেদারমারা ইউনিয়নে গ্রীনহিলের কার্যক্রমে স্থানীয় জনগন অত্যন্ত খুশী এটা তার কথায় পরিস্কার বুঝতে পারলাম।

দূরছড়ি ফেলে আমরা যখন কাউলি সেই বিশাল জলরাশির উপর উত্তাল ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে এগিয়ে যাচ্ছি তখন দেখতে পাই একটু দূরে একটি নৌকা উল্টে গেছে। আমরা সকলেই উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে পাই ৪/৫ জন লোক ডুবন্ত নৌকার পাশে সাতার কাটছে আর একজন নৌকার পানি সেচে ফেলার কাজে ব্যস্ত। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম ৩/৪ মিনিটে তারা আবার নৌকায় চড়ে বসলো ও হাসাহাসি করতে করতে বৈঠা চালিয়ে তাদের গন্তব্যে এগিয়ে চললো। এত বিশাল জলরাশিকে ভয় না পেয়ে এভাবে জীবনের চ্যালেঞ্জকে জয় করার এ দৃশ্য আমার মনে এক অভাবনীয় ধারণার সৃষ্টি করলো। আমি দেখলাম জীবনের সকল চ্যালেঞ্জকে ভয় না করে তাকে মোকাবেলার সকল শক্তি সামর্থ্যই আমাদের আছে। কিন্তু আমরা ভয় পাই বলেই যত সমস্যা। কবির সেই বিখ্যাত বানীর অর্থ নূতন করে আমি উপলব্ধি করলাম বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

দুপুর ১.৩০ মিঃ আমরা আকা বাকা পথে চলতে চলতে বাঘাইছড়ি ঘাটে এসে পৌছলাম। লঞ্চ থেকে লক্ষ্য করলাম রিপন তার ২/৩জন স্টাফকে নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আগে বলা হয়নি রিপন ২/১দিন আগে এসে তার কাজ কর্ম গোছাচ্ছিল। ঘাট থেকে সরাসরি পাশের জেলা পরিষদ রেষ্ট হাউজে গিয়ে উঠলাম। হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। রিপন তার সহকর্মীদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। দয়াসিদ্ধু, অশোক, মিন্টু, সৌখিনদের সাথে পরিচয় পর্বটা সেরে নিলাম। সকলেই টগবগে যুবক। আরডিএ বাঘাইছড়িতে বেশ কিছু কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে তার মধ্যে কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্য করলাম বাঘাইছড়িতে রিক্সা চলে। আর বেশ কিছু টু স্ট্রোক বেবী টেক্সি নজরে পড়লো। বুঝলাম রাক্সমাটির টু স্ট্রোক বেবী টেক্সি গুলো এখন বাঘাইছড়িতে বেশ জনপ্রিয় বাহন হিসাবে চলছে। আমরা এরপর বাবু পাড়ার প্রবেশ পথে নব নির্মিত আদিবাসী হোটেল সুনয়োগ এ আসলাম দুপুরের খাওয়া খেতে। আমি অবাক হলাম রিপন তখনো না খেয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো লঞ্চ ঘাটে। সে নিজে না এসে তার একজন স্টাফকে পাঠাতে পারতো। যা হোক পাহাড়ি স্বাদের মুরগীর মাংশ, সবজি, উলু তরকারী ইত্যাদি দিয়ে উদর পূর্তি করলাম। খাওয়ার পর রিপন একটা সিগারেট ধরালো। আমি তাকে সিগারেট খাওয়ার জন্য প্রায় সময় এটা ওটা বলি। সে কানে তোলে না। খাওয়ার পর আমরা এসে উঠলাম তার বাবু পাড়ার আরডিএ অফিসে। অফিসটা ছিম

হাম ৩/৪ জন ষ্টাফকে দেখলাম। তারা সকলেই আমাদের স্বাগত জানালো। রিপন একে একে সকলের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলো। আমরা পরিচিত হলাম মিতা, প্রগতি, প্রফুল দেব সাথে।

বুলবুল ভাই আর্ন্তজাতিক স্বাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করবেন। আমি উপস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবো। এমনই কথা ছিল। এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করে নিলাম।

বাবু পাড়া আরডিএ অফিস থেকে সন্ধ্যায় বেড়িয়ে আসলাম। হাটতে হাটতে বাজারে গেলাম। সেখানে পাপড়ি বুকস নামের একটি দোকানে গিয়ে সকলেই যার যার বাসায় টেলিফোনে খবরা খবর নিলাম। জনপ্রতি দোকানদার ২০/ (বিশ) টাকা করে নিল। বাঘাইছড়ি থেকে যতক্ষণ ইচ্ছা কথা বলা যায় ২০/ টাকার বিনিময়ে। বাবু পাড়া থেকে আসার সময় বেশ কিছু স্ট্রীট লাইট লক্ষ্য করলাম কিন্তু টেলিফোন করে ফেরার পথে দেখলাম বিদ্যুৎ নেই। চারিদিকে অন্ধকার, ভাগ্যিস আমাদের হাতে টর্চ লাইট ছিল। হাটতে হাটতে রেষ্ট হাউজে ফিরে আসলাম।

আমাদের এ ভ্রমণটি বেশ উপভোগ্য ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। লঞ্চ যোগ্যর পথেই পেয়ে গেলাম উপজেলা নির্বাহী অফিসের ড্রাইভার মিহির চৌধুরীকে, সে আমার ছোট ভায়ের মত। রেষ্ট হাউজে গিয়ে পরিচয় হলো কেয়ার টেকার শাজাহানের সাথে। তারা দুইজনই আমাদের জন্য যথেষ্ট কষ্ট করেছে। তাদের আন্তরিকতা সত্যিই প্রশংসনীয়। বাঘাইছড়ি বাবু পাড়ায় আরডিএ এর কার্যক্রম ও জন সংশ্লিষ্টতা দেখে আমি অবাক হলাম। রিপন যে কতটা পরিশ্রম করে এসব অর্জন করেছে তা নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করলাম। একজন শিল্পী মনের মানুষ হিসেবে সে জন সেবায় নিজেকে যে ভাবে বিলিয়ে দিয়েছে তা দেখে আমিও আগামীতে এ ধরনের কাজে সম্পৃক্ত হতে অনুপ্রানিত হলাম।

রাতে ভাল ঘুম হলো না লোকজনের চোচামেচি শুনতে শুনতে রাত ভোর হলো। কিন্তু আমাদের জন্য যে অপ্রত্যাশিত কিছু অপেক্ষা করেছে তা টের পেলাম না। সকালে উঠে দেখি বাঘাইছড়ি সম্পূর্ণ পানিতে তলিয়ে গেছে। ভাগ্যিস আমরা দোতালায় ছিলাম। সব অফিস বাসাবাড়ি পানিতে থৈ থৈ করেছে। এমন পরিস্থিতির সাথে আমরা মোটেই পরিচিত ছিলাম না। আমরা আর দেরি না করে সেই বুক সমান পানিতে বহু কষ্টে গিয়ে লঞ্চ উঠলাম। পরিস্থিতি এমন ছিল যে আমরা রিপনের জন্য আর অপেক্ষা করতে পারলাম না কারণ লঞ্চ ছেড়ে দিচ্ছে। আমাদের আসার উদ্দেশ্য সফল হলো না বলে আমাদের মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ফেরার পথে আবহাওয়া খারাপ থাকায় ও বৃষ্টির কারণে আমাদের যাত্রা মোটেই আনন্দের ছিল না। বিশেষ করে কাউট্রিল ক্রস করার সময় লঞ্চের চালক নিজেই দিক নির্ণয়ে সন্দিহান ছিলেন। কারণ বৃষ্টির কারণে ১০ হাতের দূরে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আমি তাকে লঞ্চ কম্পাস আছে কিনা জিজ্ঞেস করাতে তিনি জানালেন লঞ্চ কোন কম্পাস নেই। আমি তাকে বললাম উপরে প্রায় ৭০/৮০ জনের আসন ব্যবস্থা আছে, কিন্তু লাইফ জ্যাকেট বা লাইফবয় নেই কেন, তিনি জানান যে মালিক সমিতিতে বহুবার বলার পরেও এ ব্যাপারে কোন কাজ হয় নি।

আমি বললাম এধরনের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সঠিক রাস্তা খুঁজে পেতে বিআইডবিউটিএ বয়া দিয়ে পথ নির্দেশ করে দেয় না কেন। তিনি জানান ১০/১২ বৎসর আগে এ ধরনের বয়া ও পতাকা দিয়ে পথ নির্দেশ স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সে সবের কোন অস্তিত্ব নেই। অগত্যা ভগবানের নাম জপতে জপতে অবশেষে আমরা আবার রিজার্ভবাজার লঞ্চ ঘাটে এসে পৌছলাম।

শিশির চাকমা

তক্ষিদ

ঝুঁঝুর ঝুঁঝুর আম, কাঙোল, নারিকুল, সুবরি গাজ। নানা বাবুতে ফল পাগোর গাজ। বলপিয়ে ঘর ভিড়ে। চের কিস্তে মেলাক খেলাঙ খুলোঙ জাগা। ভিড়ে সঙমধ্যে চোচালা টোনমার্যা গুদোমঘর। এ ঘরর গিরোজ রগনীচান মাহ্জন। ভুই আঘে দেরদুন। কয়েগ এগর সেগুন বাগান। রাদ কি জিনিস জীংহানিভর এক মুদুম আন্দাজ গোরিবার সের ন' পায়।

চিগোনস্তুনধোরি কারবার গরিবার আওঝ। জুরোছড়ি বাজার, যক্ষা বাজার, সলগদুয়র বাজার ইয়ানি তার থেঙ'পাদাত। কলা অকৃত কলা, আদা হলোদ'র অকৃত আদা হলোদ, ধান চোল, গাজ ন' গরে পারা কারবার একানও নেই। কারবার গন্তে গন্তে মাহ্জন নাঙ কোলেইয়ে।

পুয়ো ছা তিন্নো। মরদ দ্বিবে মিলে এক্কো। পুয়োছাউন ধাঙর দীঘোল গরি না' থাঙন্তে তা' মোক্কো মরি যেইয়া। রগনীচানে চেইয়া তাপুয়োছাউন মানুচ গোরিবার। তা ধগে তে গচ্ছেও।

দাঙর পুয়্যবুয় এম এ পাশ। মাচ্ছেঙ মরদ পুয়বুয় ডিপ্পোমা ইনজিনিয়ার, চিগোন মিলে পুয়া বুয় আই এ পাশ। পুয়ো দ্বিবে সরকারী চাগরী গরন। মিলেবুয় এনজিওত চাগরি গরে। এ তানা হিস্যা জীংহানিত তারাও যার যার জীংহানির জু মারেবার দীঘোল লাড়ের পধত খুচ বারেয়ন।

রগনীচানর দিন গঙি যার নিরলে। দিন গঙি যাদে যাদে রগনীচানে একদিন ভাবে নুয় সংসার গিরিস্তি তাঙেবার। পুয়োছাউন' ধাঙর দীঘোল অইয়ান। যা দগে তে অইয়ান। থির গচ্ছে মোচ্ ভাঙা আদমর ফুলমালা দেবীরে বো তুলিবের। ফুলমালা দেবীয়া রানী মিলে। বজর চারিক আগেদি তা' নেক্কো মরি যেইয়া তাত্তন দ্বিবে ঝি। ঝিউন লেগাপড়া বড় ন শিগোন, ধাঙর ঝিবো নাইন সঙ পর্যে আ' চিগোন ঝিবো সেভেন সঙ পর্যে। ধাঙর ঝিবো বউ দিয়া। চিগোন ঝিবো এয' বো ন যায়। রগনীচানে বো' লব শুনিতেই তা পুয়োউনে তা' বাবরে বো ন' লবার কোজলী গচ্চান। রগনীচানে ভাবে, পুয়উনরে দ' তারা দগে তারারে চলিবার পধ গোরেই দুয়্যঙ, জীংহানির সুগ দুগোর বেঙা কঙা পধত হাদিবার দেগিবার চোঘ ফুদেই দুয়্যঙ আ' ইত্তুন পারা হি গরিদুঙ?

পুয়োউনে যে কধাক সাত। তারা কধা তারা কধোক ম পধত মুই আধঙ, ম চোঘেদি মুই রিনি চাঙ। যা দেবার মুই দেম, যা চেবার মুই চেম, যা পেবার মুই পেম। যা অবার লাক অভ'। মন থির গোচ্চং যেক্কে ফুলমালারে ঘরত তুলিম- এক নিঝেঝে কধা থুম গরে রগনী। ধাবাবুয়র কলগি আঙন মরি যায়। ধাবাবুয় বেরাত আবুঝে থয়।

ফুলমালারে ঘরত তুলি চুপ্পান্ন বয়ছে রগনী যেন সাতত্রিশ বজছে গাভুর অই উধে। নুয়্য জীংহানি আরেই নুয়্য পধত খুচ বারায় তে। খালিক চলিবার চলে কি চলি পারে। জীংহানির উধোনান' দ' অমকদ বিরবিছে। বেঙাতেরা। উয়ুগোরি হাদিবার চলে থেং বিজ্জিদি যায়। উয়ু পথান বেঙা গোরি যেই পায়। মহ্ অবার ন' চেলৈয়্য মহ্ অই পায়। বল পেইয়্যাগোরি থিয়েবার চেলৈয়্য থিয়েই ন' পারে। রগনীচানে নুয়্য গোরি নানাক্কান সম্ অসমত বেরা যায়। চিগোনন্তুন ধোরি এ আদামত। সলগ' পার গাজি শুগনোছড়ি আদাম। এ আদামত বোই সলগ গণ্ডি যায়। বজর গণ্ডি যায়। নানাক্কান সমস্যাত পর্যে, নানাক্কান জাগুলক দেকে। সে জাগুলক ছড়েইয়্যা। নানা নিবুলি পধ দেকে, সে নিবুলি পধ ফোরাইয়্যা।

জীংহানিয়ান কি আগাগোঙে?

বল থেলেঅ বল দেগেই ন' পারে, গলা হার মারিবার চলেঅ মারি ন' পারে, রাঘেবার চলে রাগে ন' পারে, হাদিবার চলে সুদির পুত মাদিবার চলে সুদির পুত।  
কি গরানা বনিজেচ পেলেই ভাবে রগনীচানে।

আদামর জাগুলক, রেজ্য জাগুলক, একদাগিরে একশত দিলে আরেক দাগিরে দ্বিশত। এক দাগিরে এক মাস খাবেলে আরেক দাগিরে দ্বি মাস, এক দাগিরে কুড়ি কেজি দিলে আরেক দাগিরে চল্লিশ কেজি। এক দাগিরে জাগা দিলে আরেক দাগি বেজার, এ বেজার পাপি কুলুক খারাত বেসুনজুক অই উধে রগনীচানে। একদিন মনদুগে মন থির গরে এ আদাম ছাড়ি রাঙামান্ত্য পরঙ অবগোই। এ পরঙ বর পরঙ নিনা নিশুচ গোরি ভাবিবার তেম নেই তার। রাঙামান্ত্য পরঙ অই বনবিহারর পুগে উত্তরে নুয়্য আদামত এককত্তা জাগা কিনি এক্কান ঘর তুলে। সিয়ত ফুলমালা আ' তা লগে এচে হারকচে ঝিবো লোই নুয়্য গিরিণ্ডি আরায় রগনী।

জনমান কারবার গোরি এচে। লো হেরাত কারবার বাঝি আছে। বনরুবো বাজারত পনজাস হাজার তেঙা সালামি দি এক্কান দোগান ভাড়া লোই কারবার ফগদাঙ গরে। বাজেমালর কারবার। চোল তেল সলাগর দুন্দমিদে বেগ্ পায় তা' দোগানত। তে হিজেব গরে এককুড়ি দ্বিকুড়ি চাগরী বলা বাবু যনি তাতুন বাজার খান, তেমমজিম তেঙা পারজার গরন সালেন বাজি পারা যেব, বাজার বাজেউন দ' আঘনই। এক বুক আঝালই রগনী চানে তা আরেইয়্যা কারবার ঠাণ্ডর দাগি ফারেক শুনি ফাঙ গচে।

গমে ভান্নেই দিন গণ্ডি যার তার।

নুয়্য ঘর ধরানায় তা আগ ঘরর পুয়্য ঝিউনে এক্কা মনবেজার। বাবে পুয়্য ঝিয়ে এক্কা মন ভাঙা ভাঙি অইয়ে। ভালোক দিন অল' বাবে পুয়্য ঝিয়ে দেগাদেগি নেই।  
হাঝার হোক বাব। পুয়্যছায় পাল্লৈয়্য, মা বাবে ন' পারে।  
রগনী চানে তা পুয়্যউনরে কায় পেবার চায়। তে নুয়্য ঘর গিরিণ্ডি তাঙেলেয়্য, তা পুয়্য ঝিউনরে পুরি ফেলেই ন' পারে। অনসুর হরান্যা মেঘ যিণ্ডিরি মাদিত লামিবার চায় সিণ্ডিরি তা মনান তারাত্তেই ছদপদায়। বুগ কয়মজ গরে।

আ, এ পরানঘর কেজান ধরপরায়, চিত পরায় পুয়্যঝিউনরে দেগেই ন পাল্লুং মনে মনে হাবিলেজ গরে রগনী।

তা পুয়্যঝিউনরে তা ঘরত অনসুর এবাণ্ডে কোজলি গরি চায়, ন' এযন।

তা পুয়্যঝিউনে তারে তারা কায় দাগন খালিক সাদাঙা মাবুয়্য নি ন পারিব। সাদাঙা মাবুয়্যরে তারা এক্কানায়ু মানি লোই ন পারন।

সাদাঙা মাবুয়্যর পইদ্যানে অসুগ বিসুগত পর্যান উদানা বযানা মাদানা নেই। রগনীচানর মনান ফাদি ফাদি কত্তা কত্তা অই উধে। একমিক্কে তার জনম দিয়ে পুয়্যছাউন, আরেক মিক্কে তা' জের ঘরর মোক আ' সাদাঙা ঝিউনর মেয়্যা দরন।

পুয়্য ছাউনর সাদাঙা মা অই পারে, তার দ' মোক। জীংহানির সমার, সে সমার মরন সঙ।

ব্যবসাত চাঙমার কবাল সুরুঙত। বেঙ্কনে সে কধাআন কন। খালিক সুরুঙত কনে কিঙিরি সমান, কারে কিঙিরি সুরুঙত ভরান কিয়েই কনদিন তলবিচ গরন? সুরুঙত সোমেই ন পায় পারা আমার কি এক্কানা দায় নেই? এ দায়তুন কি আমি সরান পেই পারি?

যা অবার অল। রগনী চানতুন চাগরী বলা বাবুউনে মাচ থিগে খেলাক, তেঙা সুজোদে বাজি উজি গরন। বাজার বাজ্জে বাজার খেইয়্যা উনেঅ মালশামা নেযান, তেঙা দিবার সলাত মন মারন, বাজি উজি গরন। ধাবাদুন্দ খেবাণ্ডে দোগানত সমান, তেঙা সুজিবার নাঙে কুরেদি ন হাদন। ইয়ানি অল আমা খাস্যুয়ত। জাদর কধা কোই সমাজর ভালেদর কধা কোই, ধর্মর কধা কোই, ইন্দি সাল্যাঙত ঘিয়েই খেই। খাস্যুয়ত বদলিবার ন' চেই। নিজর জাদত কুড়োল ভরেই, বেজাদর পুনত সিরিজ কাগোজ মাজি। কধা একধগ, কাম জুদো। মনানি অইয়ে জেত সত্তাপাদা। মনে মনে ধুমূলুক খেলে এই পানজালিয়ানি রগনী চানর মনত।

রগনীচানে সাদাঙা চিগোন ঝিবোরে বো দি পারি এক্কা সরান পেল। এ চিগোন ঝিবো বো দি ন পারে সঙ ভজমান চিদের গভিনত এল।

রগনী চানে জীবনত ভালক্কানি গোরি চেল।

জীবনানর নুনজো পানজা চাগি চেল। উদো ন পেল। জনম দিয়ে পুয়্য ছাউনর মন ন পেল। তানাহিস্যা জীংহানির পুজোরর জুয়ব ন' পেল। দেজ জাদর সাঙেত ন' পেল, অকুল সাগরত থগ ন' পেল। আতুবো মানুচ্চুনর র' ন' পেল।

রগনীচানে মন থির গরিল শুগনোছড়ি আদামত ফিরি য়েবগোই। য়েবার কাদান্লে তার যা সম্বদ আঘে সিয়েনি রাঙামান্ত্যার জজ কোর্টর এক্কা উকিল সাক্ষী রাঘেই এক্কান উইল গোরিল। সে উইলান তে ন' মরানা সঙ কিয়েই চে ন প়েবাক। কিয়েই ন জানিবাক সে উইলানত কি আঘে।

তা মোক্করে বানা কই থোইয়ে, এ উইলান সমরি থেবে। মুই মলে দশজনর মুজুঙে ইয়ান গোজেই দিবে। খালিক এ কধায়ান ফগদাঙ গরঙর, ম' শুগনোছড়ি ঘর ভিদেবো দ্বি এগর জাগাত এক্কান স্কুল ঘর, ন' হলে' এক্কান পিড়ে চিগিৎসা কেন্দ্র, ন' অলে এক্কান কিয়েঙ উধোক মুই চাঙ। উইলতঅ সে কধায়ান ভরেয়ঙ।

রগনীচানে ফিরি গেল তা আদামত। আদামত ফিরি যানার তিন বজরর মাধাত অসুগত পরি এ মরমচে আতুবো পিভিমিয়ান ছাড়ি যিয়েগোই। তা মরানার পর তা মোক্কো রগনী চানর লিঘি য়েইয়্যা উইলান ভিলে দজ মুজুঙে গোজে দিয়ে।

এ পইদ্যানে তা পুয়উনর আওঝ কি আঘে বুঝো ন গেল। অনসুর সলগর উঝনি লামনি বোদর র'ত রগনী চানর শবাতুন কন' র' ভাঝি এযে নে না কিয়েই তক্ষিদ ন' গরিলাক। সলগ তা' ধগে তে গঙি যায়।

## জিংকানির তারা- জাঙল

পুরিখোলা মোনর তাগ তিগিনিং সে কয়বো বন্দা আগার জাগাত পইল্যা জুম খেইয়েন, মৈথিলি আজুব' সিঙনর একজন। হেত্ ইংরেজীত কাগ্গাই গদা পানি এবার লক্ষে মগবানতুন মৈথিলি আজুব' প্রেম কুমার চাংমা পুরি খোলা মোনত্ উধি এচ্যে দিবা পুয়া ছাবালই, লাঙ্যা-লাঙনী। ঘর গিরিগি থিদা গল্প। কায়কুরে অ-মা আগাব বল্লুয়া জাগা। নিবিলি ঝার, বাঁশ- তারুম।

মৈথিলি বাবে সন্ধে হারকুচ্যা। প্রেম কুমারে পুয়াবরে সমার গরি সে ঝার কাবি- পুড়ি, জুম সুদিলাক। নিবিলি ঝাড় আবাদ গল্লাক। বায়- বাগান গল্লাক। সন্ধে দিন- গঙি জুমবোই, নিচিদা গরি বজর' ভাদ পেদাক। ভাদ' রাদ ন' এল। ঝারত এরাহ্ মাছ তোন- পাত, সয়-সাগর। ছড়াত গেলে মাছ- কাঙরা। ঝারত গেলে এরাহ্ শাকপাত, বাচ্চুরী। নানা বাবত্যা ঝারবো তোন-পাত অভেদর এল।

দিন গড়ি যায়। একদিন ১৯৮৫ ইংরেজীত আর্মিলই শান্তি বাহিনীউনর মোন অবলাত ফগিরাছড়া ইন্দি যুদ্ধ অহল। দ্বিদিন বিদি ন যার, আদামত আর্মি এলাক। আদাম ঘিরিলাক। ঘরে ঘরে যেই গাভুর্যা বুড়ো বেঙ্কুনরে একজাগাত্ থুবোলাক। পিদিলাক। দিবা-উক্কো মিলা টানিলাক। পুঝার গরন "শান্তিবাহিনী কুদু থান? ক? কইদ্যা! ন-অলে আর' দুগ আগে কবাল্‌ত"। মৈথিলী বাবার একভেই ধেই যাদে গুলি খেই মল্ল। প্রেম কুমারে মের-দোর, পুয়ার মরানা বেককানিলই বিচচন লল'। সে ধগে ধগে বজর ন'ঘুরতে স্বর্গ অল'। অক্কে অক্কে ঝারবুয়াউনে আদামত এযন। দোল-দোল কথা কন। মৈথিলি নানুবরে বুঝ দ্যেন- ত' পুয়ায় মর্যে দেজতোই, ত নেগে পরান দিল। দেজ তোমারে মন্‌ত রাগেব'। চিদা ন' গয়া, নু-অ দিন এযের, নু-অ বেল উদিব। মৈথিলি নানুব'র আমা বান্যা চোগ্‌ত স্ববনানি ঝিলিক মারে, থিদা ন- থায়।

মৈথিলি বাবে, যারে শশধর নাঙে বেঙ্কুনে চিন্‌ন গোদা সংসারান কানাত্ গরি জিংকানির লাষা লাঙেল ধরে আহ্‌দা ধরল। তা- মামা, বজর দ্বিয়েক পর একলেজা জুরে শশধররে ফেলে গেলগোই। শশধরে গদা সংসারত্ অনাদ অই গেল। সে- লক্ষে রূপ কুমারে এল তা নিধুকতুক সমার। সুগে দুগে একসমারে এলাক। রূপকুমারে তারে তেবর্যা পত্য দি দি রাগেদ।

রূপ কুমার মেলাত শশধরে কদ' রঙ ধঙ গয্যে। বল দিয়ে। সে পরেদি রূপ কুমারে তা- বাব কার্বারীয়ান পেল। কার্বারী অহনার পরে রূপ কুমারে নিত্য পত্তি নানা কাম্‌ত তদক- তদক গরি পেদ। দিনুব দেঘাদেঘি ন- অলেয়ে, অক্কে মুজিম দ্বি জনে এগন্তর অদাক। গপ-সপ দিদাক।

শশধরে মৈথিলি মারে বো- আন্দে রূপ কুমারে মেলাআন্‌ত কানাহ দিয়ে। যায় যুদ্ধল বেককানি রূপ কুমারে গরি দিয়ে। জিংকানিয়ান্‌ত একান ছাহবাজি এল।

এচ্যা চল্লিচ- বিয়াল্লিচ বজর পর, দ্বি জনর চুল ধুব এব'। সে কোচপাপি আগে। দ্বিজনেই জুমবলা। এ বজর দ্বিজনে গদে গদে তিন-চের আরি জুম গয্যন। বাচেই আগন কমলে ধান পাগিব। টেঙা পয়সা নিরাতিত্যা জিংকানি কান্তুন গম লাগে আয়।

শশধরে মৈথিলি মারে যেন কোচ পায় সিত্তুন বেচ যেন্‌ কোচ-পায় তা ঝিব'রে- মৈথিলিরে। নাধুকতুক উক্কো ঝি। কামে-কয্যে ছৌ-সামা। গাভুর সুন্দর অইয়ে। যেন গাভুর অঙ্কর মৈথিলি মা সান। উন্দি কার্বারীয়ার-অ উক্কো পুয়া। তুঙ্কোচান। যেন রূপ কুমার কার্বারীয়ার পুনং চান।

লেগা পড়ায়, কামে- কসে নিবির। রাঙামাত্যা সরকারী কলেজত পৰেৰ। মৈথিলিলই গুৰো অকুতুন ধৰি এক সমাৰে খাৰা কই-কই বেড়েচেড়ে দাঙৰ-দিঙৰ অইয়েন।

মৈথিলি বাবপোই কাৰ্বায়া গাভুৰ অকুতুন ধৰি বিয়েই দাগাদাগি গৰন। জিংকানিৰ লামাপদ বেঙ্কানি ঠে ঠে অব ভিলি সিয়ে নয়। তোই, পুয়াছাবা উনৰ মনপাপি থেলে দ্বিজনৰ বিয়েই অদে তারার আৰন্তি নেই। ইক্কো পুয়া-ছাবাউন দাঙৰ-দিঙৰ অইয়েন। দ্বিজনৰ মনত নু-অ সম্পৰ্ক পাদেবার, আ- নিনাত গৰিবার আওচ-আন পাঘি এযে। লাক পাপি অলে দ্বিজনে তেনমাঙ গৰন। ধগে অলে কুক্যা ইজেবত বজন। কয়বো গুগোর আ, কয় বদল মদতোই মেলাআন সিরেবাক। দিন কাদি যায়। দ্বিজনে তাক-তুক গরি থান।

মৈথিলিলোই তুঙ্কোচানৰ মন পাপি চলেণ্ডে এচ্যা দ্বি বজৰ। চিগনতুন ধৰি, আলাল-দুলালো এলাক। সমাৰে বড়োই, গুতগুতা পাড়ানা, দাড়বো তোগানা, জুমত যানা, ছড়া ইজানা, করবো খানা আর' কদ কি ! তুঙ্কো চান রে ন-অলে মৈথিলিৰ অহদ ন'-পুৰায়। পুরিখোলাৰ ধাগত ব্র্যাকে স্কুলত চিগন থাক্কে, লগে আঞ্জিপাদ অইয়ে। সিতুন বিলাইছড়ি স্কুলত। পুরিখোলা মোনৰ লাঙেল ধৰি এক ধাবায় উধান এক ধাবায় লামন। কিয়াত ন বাঝে।

অক্কে অক্কে রেদোত্ জুন পহরত বেককুনে যকেক চানাত; ন-অলে ইজরত বোই গপ-দিদাক, সকেক মৈথিলিৰে লোই তুঙ্কো চানে ইজরৰ এককুৰে বোই। তারা জাঙাল চিনে দিদ'। চিনে দিদ' সগুৰ্ষি মন্ডল, ধুব তারা। তারা জামেই পল্লে কদ' "এ তারা জামেইবো মুই।" মৈথিলি বাবপোই মৈথিলি মা চোগ ঠাৱাঠাৱি গরিদাক। মৈথিলি মা বিগিদি গরি কয়'- "আ তুঙ্কোচান ম' ঝিবরে তুই ধৰি নিবেনি কন'?" তুঙ্কোচানে কানজাবা রাঙা গরি কয় "আ: মুই জামেই মনত পল্লে ধৰি-নেজা পৰিবনে !" - মৈথিলি দ্বি-আদু সেৱে মু লুগায়।

সেদিন্যা বেলজুৰো পণ্ডে পণ্ডে তুঙ্কোচানে মৈথিলিৰে লোই কাঙাৱা তোগা লামে। জুড়ি থুমত কাঙাৱা তোগাদে তোগাদে মৈথিলি তুঙ্কোচান'ৰ কানাত ভুক দিনেই কয়'- "আ এচ্যা তুই ম' মামাৰে সেঙেৰি কিত্যাই কইয়ো ? লাজ গৱে পা !" - তুঙ্কোচানে কয় - "আ কিয়া, ঝেত ঝেত কথা কধে কি লাজ? আ- পাৱাপাং তুই মৱে কোচ ন'পাচ!" - মৈথিলিৰ ইদ' ঘৰত সুগ-আ কোচপানার তুবল উধে। আবাদা তুঙ্কোচানৰে আজাবদে গরি বুগত মু লুগায়। কয় কই "নপাৱং!" তুঙ্কোচানে মৈথিলিৰে আজা গরি চুল-তুমবাচ চুমে। মৈথিলি নোনেই গরি কয় "তুঙ্কো দা' তুই মৱে তারা জাঙাল ন-দেগেব"।

"দেগেম ব' যক্কে মুই তৱে ম' ঘৰত বো তুলি পাৱিম সকে। শুন্যংগে বাবাদাই তেনমাঙ গন্তনদে, মতোই তৱে বো তুলিবাক। ভাস্তে দাই উয়া ভাঙিলে মেলা সিরেবাক।"

কিৱবা সুখ খাদে খাদে মৈথিলি আলাংগরি কয় "ও গোঝেন ভান্দেদাই কমলে উয়া ভাঙিবাক কিজানি।"

জুমত্ ধান পাগদন্দি। মৈথিলি বাবপোই কাৰ্বায়া সুগ স্ববন দেঘন। ইন্দি বাচ- তারুমত আনে আনে কি আভাল পৱেল্লি কিয়েই আন্দাচ গরি ন- পাৱন। আন্দলতুন গোঝেনে তারারে দেই মু চিমে হাজে।

সাপ্তা বিদি যাদে যাদে বাচ্চুনত ফুল ফুদা ধল্লাক। বেক্কুনৰ কবাল চিধা। নাকি উন্দুৰ বন্যা অয় তারা আজুদাই আয়মত্, বাজত্ ফুল ফুদিন্যাই ভিলে জুমে জুমে উন্দুৰ বন্যা অই জুমকে জুম ছাড়ানাদা অই যেইয়ে। মানজ্যে সকে ভাদ- রাধে মযান, কদ' বন্দায় মুলুক ছাড়ি যেইয়ান। ইক্কেয়ে

সেধক্যা গরি আশ্বয়া উন্দুর এই জুমানি ছারানাদা গরি দিলে কেঙির বাজিবাক জুমবলায়। ন' খেনেই মরা পড়িব। কার্বায্যালই মৈথিলিবাবর কবালত তিন ভাচ পড়ে।

ইন্দি অঞ্চে অঞ্চে আদামত সন্দুজ-গন্দুজ এযন। একেক্ দাই-র একেক্ কথা। একদাই এলে কবাক, অমুক দাইরে জাগা ন দ্যে! আরেক দাই এলে কবাক, তমুক দাইলে ভাদ্ ন দ্যে! পুরিখোলা মোন্ত অয় কার্বায্যা দাই ঘরত, নলে মৈথিলি বাব' ঘরত এবাক। য়েবার লঞ্চে দম-খম মারি য়েবাক। নেই দজারে দজা! খদাত্তালাক পড়ে পা, আর' এযন চিদিরাগুন সিগুনে এলে চেরোকেত ঘিরিন্যাই আদাম্যউনরে পুঝার ধার গরন। মারন। মিলেউনরে তচ্যা লাগান। কারে কি কব? কারে বিজার দিব। মাদি কামেরে পরি থানা। বুব' স্ববন দেগানা।

মাছ বিদি ন' যায়। জুমত উন্দুর বন্যা বই যায়। জুমকে জুম ছাড়ানাদা অই যায়। হাজার হাজার আশ্বয়া উন্দুরে গদা রেত্ভর ধান পাগোর কাবি দি যান। তু-অ বাজিবার ধারাজে মৈথিলিবাব্ কার্বায্যা আ' আদাম্যউনে মিলি চুগি দি-দি, রেদবিলি উন্দুর ধাবেই ধাবেই গদে গদে তিন চের কুড়ি আড়ি ধান ঘরত্ তুলন। এধক কাল-কাদা তু-অ মৈথিলিবাব পোই কার্বায্যার ইদ'ঘরত্ - মুজুঙে নু-অ সুবনর কড়মা উধে।

ইন্দি গদা দেজআনত রাজনৈতিক ওলঝোল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেনাবহিনীর সমর্থন লোই দেজত দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রম চালার। দেজর দাঙর দাঙর বল পেইয্যা মানুচ্যউনরে খান্দায্যা কাম করজত্বে বানি জেলত্ ভরাদন। সাবেক প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়া বিরুধী দলর নেত্রী শেখ হাসিনারেয়ে জেলত্ ভরেয়েন। মামরা-মোকদ্দমা চলের। দেজত্ চোল-তেল-নুন আ' জিনিজ পাদির দাম বাড়ি আগাজত উন্ত্বে। সে ওলঝোল বুইয়ার' লেজায় পুরিখোলা মোনর মানুচুরে আর'-অ-ভালেদী দম্বাত পরন। বেন্যা বেল্যা প়েদত্ দিবার ভাত-তোন জায়যুক্কোল গন্তে পন্তি বেন্যা বেল্যা খম্বিজ খা পরে। নিরাতিত্যা সংসার বন্দাউন খন চুক চুক।

এধক ঘটচক্র ভিদিরেয় মৈথিলিলোই তুঙ্কোচানর কোচপাপি, তামালাক ছিদ-ন যায়। মৈথিলির তারা-জাঙাল হাদেবার ধারাজ থুম ন'অয়। তুঙ্কো চানর স্ববনানি আগাজত্ ধুজিত চায়। উন্দি থামি ন'থায় মৈথিলিবাবপোই কার্বায্যার মেলা জুকুকল্যা কাম- করচ। দ্বিজনে যার যার পুয়ার মা-লোই তেন-মাঙ গরন। দিন- তারিখ পয্যে। বো খজা কন্না কন্না য়েব, কয়জন য়েবাক। ফুল বারেং কন্না লব'। সামালা কন্না অব! বো- বাড়েইদিয়া কয়জন য়েবাক! কয়বো গুগোর লোই কয়বো মানুচ খাবেই পারিব। কয় বদল মদ লাগিব। এয্যান্যা শত্ শত্ কথার তেন- মাঙ চলে। কার্বায্যালোই মৈথিলিবাব' মনত্ আঝার ফুলছড়া। তারা জানন্ এ ঝগলক্ অক্তআন তাবস্যাং।

সাপ্তা পরেদি' ভাঙেদাই উয়াঁ ভাঙন। চান- ছাদাং পরব অয় মেলা দিন্ন খরায়।

এযেগুে মংগলবার মেলা অব। বেন্যা বো-খজা সেবাক। বেল্যা কার্বায্যা ঘরত জুরগেত অব। মৈথিলি মু-আন রাঙা চিকচিক গরে। রাঙা পাদা দেগিলে হাজের। উন্দি তুঙ্কোচানে মৈথিলিগুেই মেলা বাজার গরে। পিনোন খাদি, কানপাজা, তেঙত্খাড়ু, তাজ্জুর, ঝুঙুলি আর কদ কি? গোখল থিয়া বাজার। তুরু-তুরু শিক কারে। গুনগুনায়।

কনদিন দ্বি-জনে এদেজত্ বানিবং আমি ঘর,  
সারারেত যদি ঝরে আগাজর জুনপহর,  
সাগরর কোচপানা লইন্যেই তুই থিয়েবে মুজুঙত।  
জুঘবি .....



জিংকানির খরপাগত কার কন্ধে খদাতালাক পরে কনুা কর! সেদিন্যা জুনপহর রেদত । রবিবার । দিনগণ্ডি রেদ এক পহর । আদিক্যা পুরিখোলা আদামত ঝক-পড়ে । চিদিরাগুন এচ্যান । কার্বারীরে তগাদন । আদাম ঘিরি মানুচজন পুঝার ধার গন্তন । সম্বুজ- গম্বুজ লগে কার কি এলাক্কা আগে সে, নিরাকারন গন্তন । চিগোন- চাগোন খেঙেদা এক্য অফিসার, কি তাঁদাল । তাম্বি লাগার তা মানুচুনরে- তালিক ধরি আদাম্যাউনরে বানিবার । আহ্লিগাথ্যা গরি বানা পল্লাক, কার্বায্যা, তুঙ্কোচান আর' আট্ট্য-দচজন আদাম্যা । তারারে নেযেলাক । আদাম্যা' গুরাউন দরে নিজাচ ন' ফেলান । গিরগিরান । মৈথিলির বুকপরা । তুঙ্কোচান মার উয়াং উয়াং কানানা । শনিয়া নেই, বিজার গরিয়ায়ে নেই ।

তু-অ ইদ' ঘরত আজার জুনি জ্বলে মৈথিলির । দূচ নেই যন্ধে তুঙ্কো চানে ফিরি এব । তুঙ্কো চানরে তে বুগত জাপ দি' রাগেব । কিয়ো যেন নি' ন' পারন ।

একদিন একরেত পর মঙ্গলবার বেন্যা আট্ট্যব বাজে মোন লেজাত বানয লাঙেল চোগত পল্ল পুরিখোলা মোনার আদাম্যা উনর । রিব রিব গরি দেগা যার কানাত গরি কি যেন বুয়েই আনদন । কার্বারিনীর চিদত ফুদে! বুং সুলায় । মৈথিলির বুক ফা- ফা গরে । পানি তিরাজে বুক ফাদি যায় ।

লাঙেল ধরি মানুচউন পুরিখোলা মোনার আদামত আর্বায্যার উদানত লুঙদি । কার্বায্যার চোগত পানি ধারাধারা, সমারুন বেঙ্কুন চু-ধামু । ঘদনা জানাগেল, যেদিন্যা তারারে ধল্লাক, সেদিন্যা তুঙ্কোচানরে চিদিরাগুনে জুদোগরি থোইয়েন । কনে কব' কি পিঝার ধার গয্যন । তারপরদিন বেন্যা তারারে একলগে ভাদ- তোন খাবেইয়েন । সন্ধেয়ে তুঙ্কোচানে গম এল । সে রেত্তোত রেদ'- সংভাগত আদিক্যা বেঙ্কুনরে ঘুমন্তন তুলি কলাক তুঙ্কো চানর ভিলে গাউলী গম নেই । মরিবনে বাজিব ঠিগ নেই ।

গদা রেত্তবো বানা থেইয়া উনর চোগ ঘুম নেই । তুঙ্কোচানরে চেবার' -অ ন'দোন । কি গন্তনউয়া উদো-নেই । পহর পাদি এত্তে এত্তে চিদিরাউনে তুঙ্কোচান' মগদাবো কার্বায্যারে গঝে দি কলাক এচ্যা তারারে ছাড়ি দিয়া অব । তুঙ্কোচানে সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ার মরি যেইয়ে কার্বায্যারে পাঁজ হাজার টেঙা বলে জোরে গোঝে দিলাক । মগদাবোরে কাঠ করিবার কলাক ।

মগদা উক্কো মুজুঙত লোইন্যেই বইদ' থেই-ন' পারে । যা কাম তে গরে । কিয়ে আলজ্যা দিলাক ঘরত । কিয়ে ভাঙে দাগা যেলাক । চিতাদ তুলিবার যাই যুঙ্কোল চলের । তুঙ্কোচান' মা, মৈথিলি মাদাই কানদন । মৈথিলির চোগত পানি নেই । লারে লালে তুঙ্কোচান' কিত্যা উজায় । কুরে যেই, তুঙ্কো চান' মু-আন রিনি চায় । যেন্ ঘুম যায় যায় । দোলে চায়দে কানজাবা ইন্দি অ-মা এককান ঘবা । অহলে বেঙ্কুনে দেখ্যন! বুব অই আগন্দে আই! বল ন' থেলে বুব অই থানা গম । আক্কেল কয় ।

মৈথিলির বুক ফাদি কানানা এযে । খদা জোগার দিবার চায় । ন'পারে । কানিয়ে ন' পারে । বানা দ্বি চোগন্দি ধারা ধারা পানি পড়ে । তারা জাঙাল চানা ন- অল আর! ন-অল জিংকানির রাঙাপাদা চানা । তুঙ্কোচানে যদে পদে তারা জামেই অই গেলগোই ।

মৈথিলির চোগ' - পানিনি রেইংখ্যং গাঙত মিঝি যায় । হাজার হাজার দুখ্যা মান্জ্যর চোখ পানিলোই মিঝি গঙা লামনি যায় ।

তনয় দেওয়ান ইন্দু

আহভা ফিরিবো হিলো উত্তরে

ফ্রান্স'র ওয়েল স্ট্রীট গুল রোড বেই আহ্‌ধের ধারোজে টেঙা বাজেবান্টেই নয় কেইয়েগান  
গম আ দ্বি এক্যা এক্সারসাইজের অভ্যেস রাগেবান্টেই দিম্মানেই অফিজতুন আহ্‌ধিনেই ঘর মক্যে  
ফিরে ধারোজো। এচ্যে গুনি গুনি ছয় বঝর ২ মাস অহ্ল তে ফ্রান্সত। চোগুরী আ লেঘা পরা দ্বিয়েন  
চলের এগ সমারে বেন্যে সাতটাতুন ধরি চেরটা সং অফিজ। বেল্যে ছটাতুন ধরি আটটা সং  
লেগাপড়া। এ্যাঙিরি চলের এচ্যে বঝর দিক। আ নানা বাবত্বে কামত আ মিজ়ে ডুবি আগে।  
বাংলাদেজত থাক্যে নানান বাবদর ভালেদি সংগঠন সমিতি লগে জধা আই ভালেদি কামর পয়দ্যানে  
রাঙামাত্যে, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান বেগ জাগা রান্যে বেড়ায় পা বেড়়েয়ে। আ হিল চাদিগাঙর নানান  
ধাজর নানান বাবদর মানুশ্যনদোই রাঘেয়ে এক্কান সদর উখিচ। আ জাদর ভালেদি কামত মন, চিৎ  
কেইয়ে রাগেয়ে এগস্তর। এচ্যে ফ্রান্সত এনেইও সে কামানি পুরি ফেলেই ন পারে। ফ্রান্সত যিদুকে  
পাহাড়ী আঘন তারাল্লোই আগে তার এক্কান সদর যোগাযোগ হিলো মানুশ্যনদোই কিজু এক্কান  
গুরিবার আজায় চিন্দেই সিদু ইক্কো বানেয়ান ভালেদি গোঝা। সে গোঝাবো নাকি গরীব মেধাবী  
পড়িয়েরে বৃত্তি, গরীব মানুশ্যনরে অসুখ বিসুগোত বল দেনা আ নানা বাবদর ভালেদি কামন্তে  
গোঝাবো আরেয়োন। বানা ফ্রান্সত নয় ইন্ডিয়া/ভারত, চীন, জাপানত বজন্তি গরিয়ে পাহাড়ীগুনদোই  
তারার রাঘেয়োন এক্কান দোল যোগাযোগ। সে কামানিত নিআলসি গুরি কাম গরের আ বেজ গুরি  
এ্যাঙ্গাল দের ধারোজে।

আহ্‌থে আহ্‌থে হাক্কন পর তা ঘর কাই লুঙিলোগি ধারোজে। রুমত সুমিবান্টেই দোর খুলি  
চাইদে ফ্রোরত এক্কান চিদি। চিদিগান লেখ্যে তা সমাজ্যে সমীরো। এচ্যে এক বঝর পর তা চিদি  
আহ্‌ধদ পেল'। এধক্যানি চিধি লিগি এক্কান চিদি পেনেই মনে হজি অহ্ল ধারোজে। সিলুম পেন্ট  
খুলিনেই হাফপেন্ট আ বগল কাবা গুঞ্জি উরি বারাজ্জাত বঝি চিধিয়ান পরিবান্টেই জুগোল অহ্ল।  
চিধিয়ান পড়ের ধারোজে-----

বাংলাদেশভূতন  
তাং- ২৯/০৩/০৮ ইং

কোচপানার ধারোজ,

চিধির পল্যেন্দি হিল চাদিগাঙর মোন মুরোর ধাগে ধাগে ছড়ার পারে পারে বজন্তি গরিয়ে জীবন সমারে যারা দিম্মানেই লাড়েই গন্তন, লাড়েই গুরি জিংগানি কাদাদন তারার পরানর থুমুত্তন আ ম' পক্ষত্তন জানাঙর চিদদিগোল কোচপানা। বেলান যেন পুগেন্দি উধে পজিমে ডুবে ইয়েন যেন গোদা জমান সত্য ওই থেব'। তুইয়ো সেইন গুরি আমা হিল চাদিগাঙর মানুয়ুনোর মনত গাধি থেচ, বাজি থেচ, বেলান' ধক্যে সত্য ওনেই থেচ।

এচ্যে এগ বঝর পর তরে চিধি লেঘঙর। আঝা গরং চিধিয়ান পেনেই পড়িনেই হুঝি অহুবে। তুই শুনিনেই হুঝি অহুবে এ বঝর জুম ঈসথেটিক্স কাউন্সিলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা গরিবান্তেই ফুদু পাদা গরে। গেল্যে বঝর আদিবাসী মেলা ন-অনায় কিইয়ো কিইয়ো নানান বাবদর কথা কইয়েন। আ আমি যারা এ কামত ললস- পলস আনি'ই তারা ওয়েই বেঝার। এ বঝর আদিবাসী মেলা অহর শুনিনে মুই যেন হুঝি ওইয়োং সেইন হুঝি ওইয়েন এগারোবো জাদর'শ ভাষাভাষির আল্যেং কামত যারা জধা আঘন। তারা মনে গরন আমারে চিনেবার ঠিগেই রাগেবার মনজুক অহলে এনক্যা চিগন ডাঙর মেলাত নানা বাবদর কাম নাচ, গান, নাটক আর' কদ' কিছু আঘে সিয়েনি পতপত্যেগরি ফুদেই রাগানা দরকার। তরে মেলাত এবান্তেই কোজলী গরঙর।

তরে আর' দ্বি-ত্রক্কান পরান ডাঙর চিৎ ডাঙর অভার সাম্বাদ দঙর। তুই অয়দ শুনিবে আমা চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাসীষ রায়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারর 'প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী' হিসেবে গদিদ বচ্যে। বানা সেইন নয় তে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রনালয়র চেলা হিসেবে দায়িত্ব মাদাত পাদি লইয়ে। ইয়েন আমা জাদর নিদুকতুক সময়তে ভারী দরকার এল' ভিলি কিইয়ে কিইয়ে মনে গন্তন। তার এ্যাঝাল পেলে আমার জাদর ন' আনর পাতুলি ন গুরিবদে ও কি বিশ্বেস। ইরুক বেচ কধক্কানি ভালেদি কামত আমা হিল চাদিগাঙত দেঘা যায়। ভালেদি কামর মধ্যে মোবাইল ফোন চালু গরানা হিল চাদিগাঙত মানুয়ুনোর মুয়োই মুয়োই অইয়ে। গেল্যে ভারত প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দিন আহম্মদ রাঙামাত্যে এনেই মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক

দেনার আওজ তা কথাত কইয়ে। আজলে সুনানু প্রধান উপদেষ্টা ফকরুদ্দিন সাবে হিলচাদিগাঙর মানুশ্যনর উত্তরে তার দিবে চোগে উজু গুরি থুইয়ে ভিলি মনে অহর। হিল চাদিগাঙত মোবাইল ফোনর নেটওয়ার্ক চালু গরানা দাবী এচ্যে ভালক দিনর।

আমা কর্তা বাবু তে এচ্যে সে পদদ এনেই আমা দাবীয়ান পূরণ অহল। কিইয়ে কিইয়ে এ মোবাইল ফোনর নেটওয়ার্ক দেনাগান উত্তদোত্তরিও চিন্দে গন্তন শুন্যে।

সেইন তরে বেকানি ভাঙি ন লেগিলুং তুই অয়দ বুঝিবে।

আমা সমাচ্যে রবিন বাবুর কথা কি তত্তন মনত আঘে? তে ইক্কো ইউএনডিপিড চাণ্ডরী গরে। লাখমুলো বেতন পায় ভিলি শুন্যে। পধন্দি বেড়লে গাড়ী আ পানিয়ে বেড়লে ঝেড বোড ভারী সুগে আঘে তে। গেলে সাপ্তাত তারার ইক্কো প্রজেক্ট মরে দেঘা নেঘেয়ে। জুরহুড়ি উপজেলাত কতর কেইয়ে নাটে এক্কান আদামত। কতর কেইয়ে আদামত ইক্কো ঘোনাৎ জালর বেড়াই ইক্কো মাজর প্রজেক্ট গেল্যে বঝর আরেয়ে। এ বঝর পানি কমিনে ঘিজ্যে জালানি মুরো উত্তরে উধি রইয়ে। সে আদামর পাত্তরসমুনি সে ভিদেবোত জুম খেবাতেই জুমোর আগুনো লগে বেউদিজে পুড়ি যেইয়ে লাখ দিলাখ তেক্যে জাল। কন মাছ চাষ ও ন অহু তেঙাউনো গেলাক বরবাদ। মুই দেনেই শুনিনে বানা ব' নিজেস ফেল্যে। মনে মনে ভারী খারাপ লাক্যে। আমা স্ববনানি, আমা ভালেদতানি এ্যাঙুরি কি জুম আওনোধক দাঙা যেই ছেই অভ'? বেল্যে মাধান সিত্তন চেয়ারম্যন্নে ঘরত্তুন ভাত খেই ঝেড বোড তোই রাঙামাত্যে ফিরি এলং। পরেদি শুন্যে রবিন বাবুর সিদিন্যে টুরবোত তা খরচ, আ জেড বোডর তেল সহ নাহি কুড়ি আহাজার টেঙা খরচ অইয়ে।

সিদিন্যে আদেক্যে গুরি রজনীমোহনদোই দেঘা। এক সমাজ্যে এলং। তত্তন মনত আঘে নে নেই। তে ইক্কু মাষ্টরী চাণ্ডরী গরে। বরকল পোষ্টিং। ভোটর রেজিস্ট্রেশন কামত আঘে ইক্কুনু। তা মুওত্তন শুনিলুং দুগর কথা। আগে রাঙামাত্যেত্তন সাপ্তায় দি দিন স্কুল গল্পে ফুরোয়। সে ইঝেবে একা গমে দালে চলিবাতেই কল্যাণপুরোর পধ পাঞ্জারাত দোকান ও এক্কান আরেয়ে। গেলে বঝরত্তুন ধরি বরকল পরং থেই পেনেই দোকানান ও চানা ন অহর আর। ইন্দি খরচ অইদে দ্বিয়েন। তার এক খরচ ঘরত এক খরচ। পোছা আ সংসারর খরজে মাষ্টরী চাণ্ডরী গুরি আর ন' পৌজায়। ইন্দি টানিলে উন্দি নেই। উন্দি টানিলে ইন্দি নেই। তারে কয়্যে বরকল ন' থেলেগোই ন' অহয়। তে মরে কয় ন অহয়। দিম্মানেই ক্লাজ গরা পরে। স্কুল কমিটি আ আদাম্যেত্তনও দ্বি একা সচেতন অইয়োন। একা ব্যাতিরিক্কে অহলে নানান কথা কহন। সিদিন্যে রমনীমোহন কথা শুনি মনে মনে খারাপ ও লাক্যে কম নয় গম ও লাক্যে কম নয়। লেখ্যে লেখ্যে ভালুকখানি কথা লেগিলুং এচ্যে ইয়োট থুম গরঙর। গমে থেচ।

ইয়েন লেখ্যে ত' সমাজ্যে

সমীরো

কাবিদাঙ

দৈনিক হিল চাদিগাঙ

চিদিগান পড়ি ধারোজে Unniversity যেবাতেই জুগুলো ধরিলো। মনে মনে চিন্দে গরের ইত্তিরি অয়দ একদিন আহ্ভা ফিরিবো হিলো উত্তরে।

সুগম চাকমা

## অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি

গভীর রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙলো বিপ্লবের। বিছানা থেকে উঠে টেবিল ল্যাম্পটি জ্বালিয়ে এক গ্লাস পানি খেয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে রাত একটা বাজে। মেসের রুম মেট নয়ন, অনিমেঘ, শিবলু তখনও নিদ্রাদেবীর কাছে। চারিদিকে নিস্তব্ধতা। আবার ল্যাম্পটি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল সে বিছানায়। ও, বিপ্লবের পরিচয় তো দেওয়া হয়নি-বিপ্লব এখন রাঙামাটি সরকারী কলেজের বি, এ, শেষ বর্ষের ছাত্র। সে এখন কালিন্দিপুর এ কাচালং এর দুই বন্ধু নয়ন ও অনিমেঘ এবং বরকলের আরেক বন্ধু শিবলুকে নিয়ে মেসে থাকে। মেসে তার অবস্থা বাদে বাকী সবাই মোটামুটি অবস্থাসম্পন্ন ঘরের ছেলে। তার গ্রামের বাড়ি খাগড়াছড়ির লোগাং এ। ১৯৯২ সালের ১০ই এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রামের স্মরণাভীত কালের বিভীষিকাময় লোগাং গণহত্যায় তার বাবা ধলচান কার্বারী মারা যান। ধলচান কার্বারী মারা যাবার সময় এ ধরণীতে আলামত হিসাবে রেখে যান তার স্ত্রী কালাবী (বিপ্লবের মা), বিপ্লব ও নোনাবী (বিপ্লব এর ছোট বোন) কে। সে সময় বিপ্লব এর বয়স তের কি চৌদ্দ, আর বোন নোনাবীর বয়স সবে মাত্র তিন বছর। সেই বিভীষিকাময় গণহত্যার পরে আর সে স্বশান পাড়ায় বিপ্লবকে রাখতে রাজি ছিল না তার মা। সে কারনে সে সময় তাকে চলে আসতে হয় রাঙামাটি শহরে, তার মায়ের দূরসম্পর্কীয় এক বোনের কাছে। কিন্তু পিতৃহীন নিঃস্ব কিশোর সে সময় তার সেই মায়ের দূরসম্পর্কীয় বোনের কাছে ভাল ব্যবহার পায়নি। সে কারণে তাকে নামতে হয় নিজের পায়ে দাড়ানোর সংগ্রামে। নিজের পরিশ্রমের টাকা দিয়ে সে ক্লাশ সেভেন থেকে আজ পর্যন্ত কিভাবে যে লেখাপড়া করেছে তা ঐ অদৃশ্য বিধাতা ছাড়া আর কেউই জানে না। দিন মজুরী, হকার, ছোটখাটো তরিতরকারী ব্যবসা থেকে শুরু করে কি না করেছে সে!এসএসসি পাশ করার পর থেকে অবশ্য সে টিউশনিকেই একমাত্র পড়াশুনার পাশাপাশি পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে। আর টিউশনির আয়ের টাকা দিয়েই চলছে বর্তমানে লেখাপড়ার খরচ ও মেসের খরচ। ক্লাশ সেভেন থেকে আজ পর্যন্ত সে বাড়ি থেকে এক পয়সা ও আনেনি। আর ওদিকে বাড়ির অবস্থা ও বলার মত নয়। বাড়িতে তার মা সামান্য ক্ষেত করে। সেই ক্ষেতের ফসল বাজারে তুলে যা পায় তা মা-মেয়ের কোনমতে দিন যায়। আর তার বোন ননাবি ও এখন ক্লাশ ফোর এর ছাত্রী। ছাত্রী হিসাবে তার ও একটা নূন্যতম খরচ রয়েছে।

ল্যাম্পটি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেও আর দুচোখে ঘুম নেমে এল না। আবোল তাবোল হাজারো চিন্তা মাথার চারপাশে ঘুরপাক খেতে লাগল। সেই যে বাড়ি থেকে রাঙামাটিতে চলে এসেছে, তারপর বাড়ি গেছে হাতে গোণা মাত্র ৩/৪ বার। সর্বশেষ সে বাড়ি গিয়েছে ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার’ ও ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি’র মধ্যে যে বৎসর “পার্বত্য চুক্তি” স্বাক্ষরিত হয়েছিল সে বৎসর। তার পরে এ ৫ বৎসরের মধ্যে আর বাড়ি যাওয়া হয়নি তার ব্যস্ততার কারণে হোক বা বিভিন্ন সমস্যার কারণে হোক। আজ দুঃস্বপ্নের ফলে বাড়ির কথা তার খুব মনে পড়ছে। অপরদিকে তার নিরক্ষর মা বাড়ি থেকে তার ছোটবোন নোনাবির দ্বারা যে চিঠি লিখে তার সারমর্ম এরকম- “বাবা তোমার বাড়ি আসার দরকার নেই, এখানে পরিস্থিতি তেমন ভাল না। এখন যেন চলে অঘোষিত ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ। আমাদের জন্য চিন্তা করার কিছু নেই। তুই ভাল থাকলেই, আমরা ভাল থাকি। স্নেহাশীষ নিও। ইতি-তোমার মা”। তারপর ও মাকে দেখার জন্য তার মন আজ পাগল হয়ে গেছে। সাত পাঁচ ভেবে সে ঠিক করল কাল সকালেই সে বাড়ি যাবে।

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে গতকালের বেশী হওয়া ভাতগুলো গরম করতে লাগল। ভাত গরম করা হয়ে গেলে কালকের বেচে যাওয়া তরকারীগুলো গরম করে, স্নান করতে গেল। তখন ও নয়ন, অনিমেষ ও শিবলু গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

স্নান করে এসে দেখে যে মেসে ‘পরানী’ এসেছে। সে সুবাদে তার মেসের বন্ধুরা নিদ্রাদেবীকে বিদায় দিয়েছে। ও, পরানীর পরিচয় তো দেওয়াই হয়নি। ‘পরানী’ এ বৎসর আইএসসি পরীক্ষা দেবে রাঙামাটি সরকারী কলেজ থেকে। একসময় বিপ্লব পরানীকে টিউশনি করাতো, সে সুবাদে তাদের দুজনের মধ্যে পরিচয়ের সূচনা হয়। পরে আস্তে আস্তে ঘনিষ্ঠতা, ভাললাগা এবং শেষে ভালবাসা। পরানী একজন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। তার বাবা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মা রাঙামাটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একজন কেরানী। জন্মদের সমাজ ব্যবস্থার বিচারে তাদের পরিবারের অবস্থান বেশ ভালই বলতে হবে। মা-বাবার একমাত্র মেয়ে সে। সে কারণে মা-বাবার খুব প্রিয়। বিপ্লবের সাথে সম্পর্কটি প্রথমে সহজে মেনে নেয়নি তার মা-বাবা। পরে অবশ্য মেনে নিয়েছিল। কারণ বিপ্লবের পরিবারের অবস্থা যাই হোক না কেন যোগ্যতার বিচারে সে ও কম নয়, বলতে গেলে আত্মনির্ভরশীল বলা চলে। একসময় পরানীর মা-বাবা বিপ্লবকে তাদের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করতে বলেছিল, কিন্তু বিপ্লব রাজি হয়নি। পরের ঘাড়ে চড়বার পাত্র নয় সে, এতদিন আত্মনির্ভরশীল হয়ে চলতে পেরেছে, ভবিষ্যতে ও নিশ্চয় চলতে পারবে।

আজ যে তার জন্মদিন সে কথা ভুলেই গেছে বিপ্লব। আসলে সে জন্মদিন মনে রাখতো না। তার মতে, নিঃস্ব মানুষের কি আবার জন্মদিন কি মৃত্যুদিন সব দিনই তাদের কাছে সমান। কিন্তু পরানীর চিন্তাধারা অন্যরকম। পরানী প্রত্যেক বৎসর তার জন্মদিন পালন করতো এবং বিপ্লব এর জন্মদিনে মোটামুটি একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো। আজ পরানী মিষ্টি ও বিপ্লবের জন্মদিনের উপহার হিসাবে দুটি বই ও একটি ডায়রি পেকেট করে নিয়ে এসেছে এবং এই মেসের চার বন্ধুকে তাদের বাড়িতে দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছে।

‘বিপ্লব’ স্নান সেরে আসার পর ‘পরানী’ সবাইকে মিষ্টি বিতরন করল। ‘বিপ্লব’ এর হাতে পেকেটটি দিয়ে পরানী বলল, আজ দুপুরে তাদের বাড়িতে খেতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু ‘বিপ্লব’ জানাল, আজ সে বাড়ি যাবে। পরানী অনুরোধ করল, আজকের দিনটা থাকার জন্য। কিন্তু সে রাজি হলো না।

সকালের নাস্তা খেয়ে রওনা দিল বিপ্লব, সাথে পরানী ও। কালিন্দিপুর থেকে বের হয়ে নিউমার্কেটের সামনে খাগড়াছড়ি গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল তারা। রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি রুটে গাড়ির সংখ্যা কম, সে কারণে অনেক্ষন অপেক্ষা করতে হলো তাদের। এরমধ্যে তারা দুজনে সুখ-দুঃখ, অতীত-বর্তমানও ভবিষ্যৎ নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা করল।

অনেক্ষন অপেক্ষা করার পর গাড়ি এল, পরানী অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় দিল। গাড়ি চলতে লাগল রাঙামাটি শহরকে পেছনে ফেলে। মানিকছড়ির কাছাকাছি পাহাড়ের বাকে রাঙামাটি পৌরসভার রাঙামাটির সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা বিজ্ঞাপন - “কর্ণফুলীর স্বচ নীরে বিম্বিত নীলাকাশ, গিরি বনবীথি নিসর্গ জনপদে শ্যামল পিননে আমি ধনপুদি, চির যৌবনা রাঙামাটি।” যখন সে বিজ্ঞাপনের পাশ দিয়ে যেতে লাগল, তখন তার মন এক অজানা শংকায় ভরে গেল। সে মনে মনে ভাবতে লাগল, আমি কি এই রাঙামাটিকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়ে যাচ্ছি? সে প্রায়ই এই বিজ্ঞাপনটি বিকৃত করে পরানীর সামনে এভাবে বলত- “কর্ণফুলীর স্বচ নীরে বিম্বিত নীলাকাশ, গিরি বনবীথি নিসর্গ জনপদে শ্যামল পিননে তুমি পরানী, চির যৌবনা সুন্দরী পরানী।”

গাড়ি যখন মানিকছড়ি অতিক্রম করে ভাঙা, বন্ধুর রাস্তা পাড়ি দিয়ে চলতে লাগল খাগড়াছড়ির দিকে তখন বিপ্লব পরানীর দেওয়া উপহারের পেকেটটা বের করল ব্যাগ থেকে। পেকেট খুলে দেখে তাতে একটা ভিআইপি ডায়েরি ও শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর “পথের দাবী” এবং মৃত্তিকা চাকমার “এখনো পাহাড় কাঁদে” বই দুটি রয়েছে। বিপ্লব এর বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে প্রিয় শরৎচন্দ্র, সে কথা পরানী জানত। সে কারণে পরানীর এ ‘পথের দাবী’ উপহার। অবশ্য বিপ্লব এ উপন্যাসটি আগে ও অনেকবার পড়েছে। বলতে গেলে শরৎচন্দ্রের খুব কম বই বাকী আছে যে সে পড়েনি। তারপরও প্রিয় মানুষটির কাছ থেকে পাওয়া প্রিয় লেখকের বই এর মজাই আলাদা। বইটি হাতে নিয়ে এর কয়েকটা লাইন বলতে লাগল মনে মনে। “বিপ্লব মানে শুধু রক্তারক্তি, কাটাকাটি কান্ন নয়, বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন।” “তুমি তো দেশের জন্য সমস্ত কিছুর দিয়ে, তাই তো দেশের রাজপথ তোমাকে বহিতে পারে না।---” “তোমরা বল পরম সত্য, চরম সত্য এই নিষ্ফল অর্থহীন বাক্যগুলো তোমাদের কাছে মূল্যবান-----” পথের দাবী উপন্যাসের এ সব লাইন বিপ্লব এর খুবই ভাল লাগত। আগে পড়েছিল বলে সে পথের দাবী বইটি ও ডাইরিটি ব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে রাখল। পড়তে লাগল মৃত্তিকা চাকমার এখনো পাহাড় কাঁদে কাব্যগ্রন্থটি।

## পাহাড়ের কান্না

পাহাড়ের মাটি কমে গিয়েছে

উর্বর শক্তি, ফলে না কোন ফসল

এখন উলঙ্গ তারা

কাপড় ছাড়তে বাধ্য সমস্ত দেহ থেকে

তাই এখন বেড়িয়েছে শুধু লাল শুকনো মাটি।

উলঙ্গ দেহ নিয়ে বাঁচতে চাই না

চাই সবুজ পাহাড়, সবুজ বন-বনানী

গাছে গাছে ফুল ফুটবে ফল ধরবে

এ মাটির মানুষ তখন পুষ্টিতে ভরে উঠবে।

কিস্ত না, হয়ে উঠছে না উর্বর শক্তি  
ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি  
শুকিয়ে যাচ্ছে সমস্ত শরীরের অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ  
যে দিকে কর্ণপাত করি না কেন  
শুনা যায় শুধু কান্না, পাহাড়ে কান্না  
শ্যামল সবুজ ভূমির অভিশপ্ত কান্না।

এভাবে বই পড়তে পড়তে গাড়ি যে কখন খাগড়াছড়ি পৌঁছল টের গেল না। যখন সে পড়া থেকে মুখ তুলল তখন দেখল যে সব যাত্রী গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছে। সে ও তখন হাতে ব্যাগটি নিয়ে নেমে গেল। তখন দুপুর দুটো। আকাশের সূর্য তার কিরণ ছড়িয়ে দিচ্ছে ধরণীর বুকে। গাড়ি থেকে নেমে সে আবার পানছড়ির গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলতে লাগল পানছড়ির উদ্দেশ্যে।

সে আবার পড়তে লাগলো 'এখনো পাহাড় কাঁদে' কাব্যগ্রন্থটি। মৃত্তিকা বাবুর সাথে তার পরিচয় ছিল ব্যক্তিগতভাবে 'জুম ঈসথেটিকস্ কাউন্সিল' এ কাজ করার সুবাধে। মৃত্তিকাবাবুদের সংগঠন 'জুম ঈসথেটিকস্ কাউন্সিল' এর কলেজ শাখায় সে সহ সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করছে। সে সুবাধে সেও মাঝেমাঝে লেখালেখি করার চেষ্টা করে। মৃত্তিকাবাবুর কবিতাগুলো তার খুবই প্রিয়। তাছাড়া তার আরো ভালো লাগে শিশির, শ্যামল, চিত্রমোহন, মুক্তা, রনেল ও রিপন এর কবিতাগুলো। এরা সবাই রাঙামাটির কবি।

গাড়ি এসে পৌঁছল পানছড়িতে। গাড়ি থেকে নেমে বিপ্লব যেতে লাগল লোগাং যাওয়ার জন্য জীপে (স্থানীয় ভাষায় যাকে চাঁদের গাড়ি বলে) উঠতে। এ সময় সে জায়গায় হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। দু'ঘণ্টার মধ্যে গোলাগুলি। গোলাগুলির সময় হঠাৎ একটা বুলেট এসে লাগল বিপ্লব এর মাথায়। সাথে সাথে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই সে মারা গেল সেখানে, সাথে সাথে মারা গেল তার মা কালাবীর এক বিরাট আশা, প্রেমিকা পরানীর ঘর বাধার এক সুখ স্বপ্ন, অনিমেষ, নয়ন ও শিবলুর এক প্রিয় বন্ধু এবং জাক এর এক কর্মী।

কি নিয়তি! পরে জানা গেল চুক্তির পক্ষ-বিপক্ষের লোকদের গোলাগুলি হয়েছিল তখন। অথচ বিপ্লব কোন দলেরই ছিল না। দ্বিধাবিভক্ত রাজনীতি সে পছন্দ করত না।

পরদিন 'দৈনিক রাঙামাটি'র প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো হলো বিপ্লব এর মৃত্যুর খবর। খবরটি পড়ে 'পরানী' জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। নয়ন, অনিমেষ, শিবলু ও তার বন্ধুরা শোকের সাগরে ভাসতে লাগল।

লাশ যখন লোগাং এর বাড়িতে পৌঁছল তখন সেখানে নেমে এল শোকের ছায়া। তার মা গভীর শোকে পাথর হয়ে শুধু ফেল ফেল করে চেয়ে রইল বিপ্লব এর পড়ে থাকা নিখর দেহের দিকে, চোখের জল পর্যন্ত ফেলতে পারল না। বোন নোনাবির চিৎকার কান্নায় ও আহাজারিতে ঐ এলাকার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

হায়রে পৃথিবী! বিধাতার কি এক খেলাঘর! বিপ্লব এর মৃত্যু কি এভাবেই লেখা ছিল! সে তো রাজনীতি করতো না, তারপর ও কেন সেই রাজনৈতিক সাপের ছোবলে তার এ অগ্রহণযোগ্য মৃত্যু?

[ লেখাটি লেখকের ২০০৪ সালের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া ]



## মোঃ সামছুল ইসলাম (বাপ্পা) বিদায় নন্দিনী

‘চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ’

কার্ডিওলজি ওয়ার্ডের ১২ নম্বর বেডে শুয়ে আছে নন্দিনী। নার্স এই মাত্র এসে বলল আপা আপনাকে যিনি কিডনি দিয়েছেন তার একটা চিঠি। বলেছে আপনার জ্ঞান ফিরলে দিতে। নন্দিনী চিঠিটা নিল, খুলে দেখল এটা জয় ভৌমিকের। তারা উভয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণ যোগাযোগ বিভাগের তৃতীয় বর্ষের।

“নন্দিনী”

আজ অনেক অনেক দিন পর তোমাকে লিখছি। শেষ করে লিখেছিলাম তা আজ সঠিক করে মনে করতে পারছি না। তোমার সাথে আমার যখন প্রথম পরিচয় হয়েছিল, তখন তোমার সাথে কাটানো প্রতিটি ক্ষণই মনে রাখতাম। কিন্তু আজ আইনস্টাইনের ফোর ডাইমেনশনের সমকে তার হাতেই সপেঁ দিয়েছি। কারণ আজ আমার কাছে আইনস্টাইনও নেই তাই সব নেই। সময়ও নদীর স্রোতের মত, জীবন সমুদ্রের তীরে বসে আর কত ঢেউ গুনব। তোমাকে দেওয়া এটাই হয়ত আমার প্রথম ও শেষ চিঠি। কি আশ্চর্যের বিষয় দেখছ, এত দিনের বন্ধুত্বের মাঝেও যে তোমাকে একটা চিঠিও দেওয়া হয়নি। আসলে আমার দেওয়ার মধ্যে এই একতাই মনে হয় অপূর্ণতা ছিল তা আজ পূর্ণ করে দিলাম। তোমার মনে আছে, আমরা দুই জনে প্রায় একটা বিষয় নিয়ে খুব আলোচনা করতাম পৃথিবীতে True Friendship বলে কিছু আছে কিনা? আমি বলতাম নেই। কারণ পৃথিবীতে খাঁটি বলতে কিছু নেই। কিন্তু গলদটা ধীরে ধীরে বিস্তৃত করে তার আসনটা দখল করে নেই। এই দেখ তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা, সেটা আজ ধীরে ধীরে তোমার আমার Friendship টাকে গিলে তার স্থানটা দখল করে নিয়েছে। সত্যি বলতে কি ‘নন্দিনী’ আমি তোমার প্রেমে পড়েছিলাম।

তোমার মনে আছে আমি তোমাকে প্রায় বলতাম I always Longed for Love; but never get it. তুমি কিন্তু এটা শুনে হাসতে।

‘নন্দিনী’ আমি তোমাকে কোন দিনও বলতে পারিনি যে, আমার সোনার বাংলার পরের লাইনটা আমি তোমাকে বলতে চাই। তোমার এক জন্মদিনে আমি তোমার জন্য একটা লাল গোলাপ নিয়ে যাওয়াতে তুমি আমার উপর খুব রাগ করেছিলে এবং আমার দিকে এক পলক ক্ষীণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রুদ্ধ স্বরে বলেছিলে লাল গোলাপের সম্পর্ক তোমার সাথে আমার না। তার পরের দিন সন্ধ্যায় তোমার রাগ ভাঙার জন্য তোমাকে নিয়ে যায় ম্যাটিনি শোতে James Camerun এর TITANIC দেখতে। ম্যাটিনি শো শেষে ফিরবার সময় তোমাকে British Council এর I.T. Fair এ একটি Cyber Cafe তে নিয়ে গিয়ে E-MAIL এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ক্যাম্পাসে ফিরবার সময় তোমার ভীষন পেট ব্যাথা উঠে। E-MAIL এর মাধ্যমে ‘আপন’ নামে BUET এর এক ইঞ্জিনিয়ারের সাথে তোমার পরিচয়। ধীরে ধীরে তোমরা একে অপরের খুব কাছে চলে আছো। মাসের মধ্যে তোমার দুঃ তিন বার ঢাকা-চট্টগ্রাম Tour আমি উপভোগ করতাম। কিন্তু জানতাম না কেন? ধীরে ধীরে জানতে পারলাম তোমরা একে অপরকে খুব ভালবাস।

হায় এত দিন যাকে আমি দেখেছি, মনের মাঝে ডেকেছি সেই আজ ঝড়ালো চোখের পানি।

ক্যাম্পাসের জারুল তলায়, ফরেস্ট্রীতে তোমাদের আড্ডা LIO-NARDO-DE-CAPRIO ও CATE WINCELATE- এর ভাব আবেগের কাছেও ব্যর্থ ছিল। একদিন তুমি এমন মমতায় ওর হাতটি ধরেছিলে ঠিক যেমনটি করে ধরেছিল LIO-NARDO- WINCELATE- কে।

হায়- JAMES, TITANIC ছবিতে তোমার জাহাঝই ডুবেনি, সেই সাথে ডুবেছে অনেক মন-প্রাণ-ভালবাসা। আমি জানি সেই দিন গুলোর সেই সময়টিতে তুমি আমাকে ঠিকই ভুলে গিয়েছিলে। আসলে মানুষ সুখে থাকলে সব কিছু ভুলে যায়। আর তোমার ভুলে যাওয়াটাও স্বাভাবিক। তোমার ভুলে যাওয়াটাই নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হয়েছিল। তাই তিলে তিলে মরেছিলাম নিজেকে।

জানো ‘নন্দিনী’ তোমার শত রূপ স্বানিধ্যে তোমার হৃদয়ের নিভৃত কোনে শত রঙ্গের ফুল ফুটিয়া ছিল। কিন্তু আমি কখনও ভুলেও ভাবতে পারিনি এই ফুলের সৌরভ একদিন এক নিমিষেয় ফুরাইয়া যাইবে।

ঠিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলতে গেলে যে তম্র শাষনে তোমার নামটি খোদায় করা হয়েছে, সেটা আমার হৃদয় পটে। কোন কালে সে পট এবং সে নাম বিলুপ্ত হইতে এমন কথা আমি ভুলেও ভাবিতে পারিনি।

তুমি জানই আমার কেউ নেই আর তাই পিছুটানেও নেই। তোমাকে জানাতে আমার কষ্ট হচ্ছে না যে আমার আয়ু আর বেশি দিন নেই, হঠাৎ গুনলাম তোমার ঐ পেট ব্যাথার কারণ তোমার দুটো কিডনিই নষ্ট। ‘আপন’ তখন একটা স্কলারশীপ নিয়ে জাপান, সামনের মাসের ফিরে আসবে। তার পর তার সাথে তোমার বিয়ে।

দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিলাম আমি বোধ হয় তোমার কখনও কোন উপকারে আসিনি। জীবন সায়াহ্নে এসে যদি তোমার সন্ধ্যা প্রদীপটা জ্বালানো ক্ষমতা আমার থাকে তবে তো অবশ্যই জ্বলাতে হয়। কারণ তুমি হলে আমার অন্য একটা হৃদয় তোমার মনে আছে এক সন্ধ্যায় আমি তোমাকে সোহরাওয়ার্দী হল থেকে প্রীতিলতা হলে পৌছে দিছিলাম তখন সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের

সামনে সন্তাসিদের হামলায় আমি আহত হয়েছিলাম। আমি সে দিন দেখিয়া ছিলাম তুমি হাসপাতালে আমার জন্য নীরবে চোখের জল ফেলিয়েছিলে।

নন্দিনী-গো-আমি তোমার জন্য জন্ম জন্ম কঁাদতে পারিনি। কিন্তু সেদিন আমি জনমের মত কেঁদেছি। তোমার মনে আছে আমি তোমাকে প্রায় বলতাম আমি তোমার জন্য মরতেও রাজি। তুমি তো হেসে উড়িয়ে দিতে। আমি বলতাম বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়। আজ আমি ফলে পরিচয় দিলাম। এই অপদার্থটাকে অর্থাৎ তোমার ভাষায় এই উৎকৃষ্ট পাগলটাকে ক্ষমা করে দিও তোমাকে ভালবাসার জন্য।

আমাকে মনে রেখোনা আমি আজ ধরিত্রীর সাথে মিশে গেলাম, চিঠিটা পড়ার পর ছিড়ে ফেলো নীরবে। তোমার প্রতি আমার একান্ত ভালবাসাটা না হয় নীরবেই থাক। ‘আপন’ কে নিয়ে সুখী হও আমার অস্তিত্বটা বুড়িগুণ্ণায় নতুবা কর্ণফুলীতে ছুড়ে দিও।

আমার না থাকুক ভালবাসা, আছে তো বুক ভরা দীর্ঘশ্বাস।

‘নন্দিনী’ গো তুমি সুখে থাক

বিদায়-বান্ধবী-বিদায়

ইতি

“জয় ভৌমিক”

চিঠিটা পড়তে পড়তে নন্দিনীর চোখ দিয়ে গড়িয়ে জ্বল পড়তে লাগল। সে জানতনা ‘জয়’ তাকে এত ভালবাসতো। কিন্তু আজ সে জেনেছে। হোক না কিছুটা দেরীতে। আর এই দেরীটায় বোধ হয় তার জন্য সুখ বয়ে আনতে পারে। এমন সময় ১২ নম্বর বেডে আনা হল জয় বৌমিকের লাশটা, এক সময়ে প্রাণ চঞ্চল ‘জয়’ এখন বরফের ন্যায় শীতল, নিরব নিস্তব্ধ। নন্দিনী চিন্তা করে যে ‘জয়’ তাকে এত ভালবাসত। অথচ তাকে কোন দিন সে কিছুই দেয়নি। আজ জীবনের শেষ প্রান্তেও ‘জয়’ তাকে দিয়ে গেছে। প্রকৃতিতে সূর্য তার বাড়ির পথ ধরছিল ফিরে যাবার জন্য আর আসলে এটাই কি ছিল জয় ভৌমিকের প্রাপ্তি। প্রশ্নটা কিন্তু আড়ালেই রয়ে গেল। আজ সূর্যের সঙ্গে বাড়ি ফিরছে ‘জয়’ অন্য দিকে নন্দিনী ও আপন পৃথিবীতে-

থাক আর কাজ কি-

এ-ত গেল এক দিগেরকার বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা।

২০০৪ সালের মাঝামাঝি সময়কার সবে মাত্র এস.এস.সি পাস করিয়া সন্দীপের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপিঠ সাউথ সন্দীপ কলেজে ভর্তি হইয়াছি। একাদশ শ্রেণীর প্রথম ক্লাশটি আমাদের বাংলা বিভাগের সুরাইয়া ম্যাডাম রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ‘হৈমন্তী’ দিয়ে শুরু করিয়াছিলেন। কলেজ জীবনের প্রথম ক্লাশটা হওয়াই খুব মন দিয়া তাহার সমস্ত কথাগুলো কর্ণপাত করিতে লাগিলাম। তাহার মধ্যে গল্পের নায়িকা ‘হৈমন্তী’র করুণ পরিনতির কাহিনী আমাদের সকল নবীন ছাত্রদের মনকে নাড়া দিয়াছিল। সেই দিন ক্লাশ শেষে নতুন পরিচিত কয়েক জন বন্ধু মিলে, কলেজের মাঠের দক্ষিণ পূর্ব কর্ণারে নারিকেল গাছ তলায় শয়ন করিয়া ছিলাম। জীবনে বিয়ে করলে কখনও বউকে কষ্ট দিব না। কিন্তু আজ জীবনের এমন একটি জায়গায় আসিয়া দাড়াইয়াছি যে, পন করিয়াও সে পন রক্ষা করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমি কি করিব। জগৎ বিখ্যাত মনিষী রবীন্দ্রনাথই বলিয়া ছিলেন মানুষ পন করে পন ভাঙ্গবার জন্য। আর তাই আমার ক্ষেত্রেও তার উল্টোটা হয় নি। কারণ আমিও সে বাস্তব জীবনে তার চিত্রায়ন স্বচক্ষে উপলব্ধি করিয়াছি।

চিত্রমোহন চাকমা

প্রতীক্ষা

সেদিন ২০শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ২০০৭ইং সনে আমি বিকেল বেলায় সুবলং এলাকার ইন্দুরীমাছড়া গ্রামে স্থিত হরিশংকরের দোকানে গিয়েছিলাম। দোকানের অভ্যন্তরে বসে আমি বাহিরের দিকে লক্ষ্য করে অবলোকন করছি প্রকৃতির মোহন শোভা। কোথাও দৃষ্ট হয় কিছু সংখ্যক জেলে তাদের ছোট ছোট নৌকা নিয়ে অঁঠে জলের বুকে বিচরণ করছে মৎস্য শীকারের প্রত্যাশায়। সময়ান্তরে পরিলক্ষিত হয় দ্রুতগামী দু'একখানি স্পীড বোট। দূর প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্যামল বনানী। স্থানে স্থানে রয়েছে আম, কাঠাল, লিচু, নারিলেক, সুপারী গাছে সুশোভিত ঘরবাড়ী। মাঝে মাঝে আমি অভিভূত হই যে সব দৃশ্য হেরে পাশে ছিল আরো গল্পেরত দু'জন লোক। মাঝে মাঝে তাদের কলহাস্যে মুখর হয়ে উঠে সেই ক্ষুদ্র দোকান ঘর।

কিছুক্ষণের মধ্যে একখানা স্পীডবোট আমাদের দিকে এগিয়ে এসে থেমে যায় দোকান ঘাটে। সেখান থেকে নেমে আসে প্রসন্ন মাষ্টার পুষ্পদেবী ও তার স্বামী জয়ধন সাথে ছিল আরো এক যুবতী মেয়ে। সকলে দোকানে প্রবেশ করে বিশ্রাম করতে থাকে। মেয়েটির গায়ের রং ফর্সা পরনে সেলোয়ার গায়ে কামিজ ও উরনা মাথার চুল কৃত্রিম খোপা বাঁধানো। খোপার নিম্নভাগে একরাশ চুল বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে ময়ূর পুচ্ছের মত। বাম হস্তে বাধানো ছিল একটি ছোট সাইজের হাতঘরি। চুড়ি বিহীন দক্ষিণ হস্তে ধরে রয়েছে কাঁধে ঝুলানো ভেনেটি ব্যাগের নিম্নভাগ। লাজুক লাজুক নয়নে মাথা হেট করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক পাশে। কিছুক্ষণ পর তারা সকলে আমার সাথে নৌকায় করে চলে যায় বাসন্তীঘাটে। নৌকা থেকে নেমে বাড়ীর দিকে সকলে গমন করি। সকলের আগে আমি বাসন্তীদের উঠানে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন পুষ্প তাদের বাড়ীতে যাবার জন্য আহবান করে। প্রসন্ন মাষ্টার চলে যায় তাদের বাড়ীতে। সে আমার নাতনী সনাবীর স্বামী। সুবলং উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক। আমরা চলে গিয়েছিলাম পুষ্পদের বাড়ীতে। সে সময় সন্ধ্যা আগত প্রায় সকলে কাপড় চোপড় ছেড়ে রান্নাঘরের এক পাশে গিয়ে পুষ্প তার বান্ধবীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। সে নাকি হালামা গ্রামের অধিবাসী। একসাথে UNDP তে চাকুরী করে। নাম তার সনাক্ষু, অভিবাহিতা। আমার নাম চিত্রমোহন তারই আজু। সেখানে আমার অনেক আত্মীয় রয়েছে, তাই মাঝে মাঝে সেখানে বেড়াতে যাই। আর তার স্বামী জয়ধন একজন বিশিষ্ট সমাজ সেবক। বর্তমানে সে UNDP এর আওতায় সুবলং ইউনিয়নে যে সমস্ত প্রকল্প চালু রয়েছে, সে সমস্ত প্রকল্পের সমন্বয়ে গঠিত ইউনিয়ন P.D.C ফোরাম U.P.F এর সভাপতির পদ গ্রহণ করে সমাজের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে সাহায্য করতেছে। তারই পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে চাকুরীতে বহাল রয়েছে। পরিচয় পালা শেষ করে পুষ্প তার মাকে রান্নার কাজে সাহায্য করতে চলে যায়। তার স্বামী জয়ধন ও অন্য কাজে চলে যায়। শুধু আমি এবং সেই মেয়েটি সনাক্ষু দু'জনেই মত বিনিময় করি। এতে জানতে পারি যে, সে আত্মীয় সম্পর্কে আমারই নাতনী। তাই সে দাদু বলে আমায় সম্বোধন

করে। আমরা দু'জনে গল্প করার সময় প্রায় এক ঘন্টা পর পুস্প আমাদের সামনে খাবার নিয়ে আসে। সে চারজনই আমরা এক সাথে খেতে বসি। তার মা, বাবা, দাদী ও নানীর পাশে বসে খাবার খেতে বসে। সনাক্ষু হয়ত

আমাকে লজ্জা বোধ করবে তাই পুস্প লজ্জা কাটবার জন্য তাকে আমার পাশে বসে খাবার পরিবেশন করতে নির্দেশ দেয়। এতে সনাক্ষু ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক আমার ডান পার্শ্বে বসে সময়ান্তরে মুচকি হেসে তার নিপুন হাতে আমাকে খাবার পরিবেশন করে। সে রকম আমার গায়ে শীত অনুভূত হয়ে হাত পা কাঁপতে থাকে। আমার কাঁপুনী দেখে তারা সবাই হেসে কৌতুক করতে থাকে। পরিশেষে আহরকৃত্য সম্পাদন করে আমরা পুস্পদের কামরায় গিয়ে তোষকপাতা খাটের উপর উপবেশন করি। সে সময় বাহিরের বারান্দায় অনেক ছেলেমেয়ে আধবুড়ো পুরুষ মহিলা TV দেখতেছে। তখন আমরা তাস খেলতে বসি। সনাক্ষু কিন্তু প্রথমে তাস খেলতে চায় না। সে নাকি ভালভাবে তাস খেলতে জানে না। তবু আমাদের অনুরোধে খেলতে বসে। খেলা আরম্ভ হওয়ার ৩/৪ ডিলের পর সনাক্ষু চারখানা তাস হাতে নিয়ে বিকটভাবে হাসতে লাগলো। এতে পুস্প জিজ্ঞাসা করে বলে সে যে নাকি বাস্পার পেয়ে গেছে। অর্থাৎ খুব ভাল তাস পেয়েছে। কি ভাবে কল দিবে বা কি করবে বুঝতে পারছেননা, শুধু হাসি আর হাসি, হাসির বিরাম নেই। পরিশেষে হাত- পা গুটিয়ে পাশে একখানা লেপের উপর হেলান দিয়ে সদ্য প্রস্তুতিত গুস্ত কুসুমের মত দাত বের করে হাসতেছে। তার সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে সেই হাসির বেগে। তার সেই কাঁপুনী দেখে আমরাও সবাই হাসতে আরম্ভ করি। সেই হাসির কল্লোলে আর মৌড় বিদ্যুতের ঝলমল আলোয় মুখরিত হয়ে সবার অন্তরে বহে আনে আনন্দ। কিছুক্ষণ কারো মুখে ভাষা ফুটে উঠেনি। পরে তাস বন্ধ করে লুডু খেলতে আরম্ভ করি। আমি পুস্প একসাথে বিপক্ষে সনাক্ষু আর জয়ধন। সনাক্ষু তার নিপুন হাতে খুব সাবধানে গুটি চালিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রাণপন চেষ্টা করেও আমাদের কাছে হেরে যায়। আরো এক গেম খেলতে চাহিলে আমি সনাক্ষুকে কয়টা বাজে জিজ্ঞাসা করি। তখন সে তার রাগা টুকটুকে বাম হাতের দিকে তাকিয়ে বলে দশটা। তাই আমি বন্ধ করতে অনুরোধ করি। সকলে সম্মত হয়ে আমি টর্চের আলো জ্বালিয়ে বাসন্তীদের ঘরে গমন করি। আমি প্রত্যেক দিন সেখানে রাত্রি যাপন করি। সে আমার নাতনী। তার স্বামী আয়েশ্বর, কনকচাপা, সুইটি নামে ছোট ছোট দুইটি মেয়ে নিয়ে তাদের সংসার। আমি সে সময় তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম সে সময় তারা সকলে ঘুমে অচেতন। সেখানে আমার বিছানা পাতা ছিল। বিছানায় শুয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করি কিন্তু ঘুমাতে পারিনা। মাঝে মাঝে মন ছুটে যায় সেই কৌতুক খাবার পরিবেশন খেলাধুলা বিভিন্ন স্মৃতির প্রেক্ষাপটে।

জানিনা নিষ্ঠুর নিন্দা দেবী কেন আমার আঁখি হতে ঘুম কেড়ে নিয়েছে। কখনো ঢোক মেলে বাহিরের দিকে তাকিয়ে দেখি, শুধু অন্ধকার। সে অন্ধকার হাতছানি দিয়ে ডাকছে মৃদু মলয় আর কুয়াশাকে। আরো ঘুমাবার চেষ্টা করি। পরিশেষে কখন ঘুমিয়ে ছিলাম জানিনা।

প্রত্যুষে আবার আমি পুস্পদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম আমন্ত্রিত টিপিন ভোজের জন্য। সেখানে গিয়ে দেখি সনাক্ষু ঘরের অভ্যন্তরে একা একটা বেষ্টিতে উপবিষ্ট অবস্থায়। আমি তার পাশে গিয়ে তথায় উপবেশন করি। বাড়ীর লোকেরা সব কাঁজে ব্যস্ত। আমার লেখালেখি সম্বন্ধে পুস্পের কাছে জানতে পেরে আমার স্বরচিত যে কোন একটি কবিতা অথবা গান চেয়েছিল স্মৃতির সাক্ষ্য

স্বরূপ। তাই আমি আমার রচিত “বিদায়ক্ষেণে” নামক একটি কবিতা এবং একটি ফটো উপহার দিয়েছিলাম। সে খুশী হয়ে সযতনে তার ব্যাগের মধ্যে রাখে।

আগের মত তার আর লজ্জা ভয় ছিলনা। তাই তার স্বদিক্ছা আমার কাছে প্রকাশ করে বলে যে, দাদু তোমার এই অভাগিনী নাতনীর জন্য একজন সুপাত্র খুঁজে দিও। মেয়ে হয়ে যখন জন্ম নিয়েছি, যে কোন একদিন স্বামীর ঘরে গিয়ে রচনা করতে হবে নতুন সংসার এতে আমি ও

অনুতপ্ত। বনলতা যেমন গাছের আশ্রয় নিয়ে মাথা উচু করে বাঁচতে চায়, নারীরাও তদ্রূপ স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করে তার স্নেহের পরশে সুখ শান্তিতে সুশীল সমাজে বাস করতে চায় ইহা সত্য যে, নারী বিহীন পুরুষের এবং পুরুষ বিহীন নারীর সংসার কখনো সুখের নহে। জীবন চলার পথ হয় কষ্টকময়। আহা জানিনা তার সেই করুন প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারবো কিনা? সে সময় আমাদের দু’জনের মুখে কারো ভাষা ফুটে উঠেনা। পরক্ষণে পুষ্প খাবার তৈয়ার করে আমাদেরকে আবার সেই রান্না ঘরের এক পাশে নিয়ে যায়। যথা সময়ে আমরা সেই চারজনই একসঙ্গে খাবার খেতে বসি। আগের মত সনাক্ষু আমার পাশে বসে খাবার পরিবেশন করতে থাকে। এই ভাবে গল্প কৌতুকের মাধ্যমে আমাদের আহারকৃত্য সম্পাদন করি। খাবারের পর আমাদেরকে আবার চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। তারপর তারা তিনজন সুবলং বাজারে যাবার জন্য প্রস্তুতি নেয়। এতে সনাক্ষু আমার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের খোপা খুলে আবার নতুন করে দু’হাতে সাবদানে কৃত্রিম খোপা বেঁধে নেয়। তারপর বিভিন্ন ফুলে অংকিত তার কালো রঙের চাদর খানি গায়ে জড়িয়ে নেয়া তখন

পুষ্প যাবার জন্য সনাক্ষুকে তাগিদ দেয়। সেদিন ছিল ঈদ মোবারক। হয়ত স্পীড বোড পাওয়া যাবেনা তাই নৌকা করে যেতে হবে। সনাক্ষু তারাতারি তার ভেনেটি ব্যাগটি টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে আমার পাশে এসে কানে কানে বলে যায় দাদু শুধু তোমার প্রতিক্ষায় থাকবো। তখন পুষ্প একজন নৌকা চালক সাথে নিয়ে তার সঙ্গীদেরকে যাবার জন্য ইঙ্গিত করে চলে যায় বাসন্তী ঘাটের দিকে। আমিও তাদের সাথে গমন করি বাসন্তীদের বাড়ী পর্যন্ত। তাদের উঠানে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকি সুবলংগামী পুষ্পদেরকে। সকলের পিছনে ছিল সনাক্ষু। আমার পানে চেয়ে ডান হাত উত্তোলন করে আমাকে বলে দাদু আসি, আমাকে ভুলে যেওনা কিন্তু। তার সেই প্রত্যাশায় আবার আমাকে ইঙ্গিত করে যায়। ঘাটে গিয়ে সকলে সংরক্ষিত নৌকায় উঠে জয়ধন এবং সেই নৌকা চালক দুইজনে দুইখানা বৈঠা হাতে নিয়ে নৌকা চালাতে থাকে। নৌকার মাঝখানে পুষ্প এবং সনাক্ষু সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে বসে রয়েছে উদাম মনে। সেই সময় কুয়াশা তেমন ছিলনা তাই অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি গোচর হয়। দেখতে দেখতে তাদের নৌকা পাহাড়ের আড়ালে চলে যায় বাজারের অভিমুখে। তখন হয়ত তার উদাসী মনকে উজার করে দিয়েছে কল্পনার ভূবনে। আমি বাসন্তীদের ঘরে প্রবেশ করে বাসন্তীও তার স্বামী অনেক্ষণ গল্প করি। পরিশেষে প্রসন্ন মাষ্টারের মেয়ে রাঙা খাবার খেতে ডাকতে আসে। সেদিন আমিও সময়ান্তরে কল্পনায় অভিভূত হই সনাক্ষুর করুন প্রত্যাশা নিয়ে। বিকেল বেলায় জয়ধন একা ফিরে আসে তার শান্তরের বাড়ীতে। সন্ধ্যা পর আমার মেয়ে মিনুর বাড়ীতে গিয়ে টিফিনের খাবার খেতে জয়ধনের সাথে স্পীড বোট যোগে সুবলং বাজারে গমন করি। সেখানে যাত্রী ছাউনীতে কতক্ষণ অপেক্ষা করার পর জুরাছড়ি গামী লঞ্চ যোগে বাড়ীতে ফিরে আসি।

মনতোষ চাকমা

## দুঃস্বপ্ন

ঘুমের ঘোরে কল্পনার জগতে হারিয়ে গেলেই তা স্বপ্ন নয়। বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বপ্ন বিদ্যমান। কোন আকাংখা, কোন সাধ, কোন ইচ্ছা, কোন স্পৃহা, কোন কামনা, কোন বাসনা সবকিছুই স্বপ্ন। আর কেবল ঘুমের ঘোরে কল্পনার জগতে হারিয়ে বিষাদময় কোন কিছুই কেবল দুঃস্বপ্ন নয়। বাস্তব জীবনের কোন সামর্থ্যহীন প্রায়সই দুঃস্বপ্ন। সঞ্চির নিয়মে দুঃস্বপ্ন। সোজাসুজি বলতে গেলে আমি এখনও যেখানে বাস করছি তাই দুঃস্বপ্ন। আর এই দুঃস্বপ্নই আমার জীবনটাকে করে তুলেছে বিষাদময়। সুন্দর এই সংসারের মাঝে বেঁচে থাকতাই আজ আমার দুঃস্বপ্ন। সোনালী উষার লগনে, জীবনের ভিত্তি গঠনের কালে হঠাৎ তার আগমন। আর এসেই দখল করেছে আমার পুরো মন। সৌন্দর্যের/সুন্দরের হাজারো শেলে বিদ্ধ করে তবুও চুপ নেই সে। আমায় আরও কষ্ট দিতে চায় অনায়াছে। তাই বলে থেমে নেই জীবনের চলার গতি। যদিও মন্থর করে চলছে তবুও স্বাভাবিক একটাই। নেই কোন বিরতি। চলছেই তো চলছেই। চলুক। যদিও বেশি দূরে নেই অন্ধকার জগৎ। ‘চলুক জীবনের চাকা’- দুঃস্বপ্নে মাঝেও এই শপথ। হয়তো সুসময় আসবে, কেটে যাবে অবাকার। সামনে পাবো আলোময় পথ। হয়তো পাবো না। এখনতো বিন্দুমাত্র নেই তার কোন সম্ভাবনা। অন্তিম সায়াহ্নে হয়তো কেটে যাবে ক্ষনিকের তবে হয়তো আমার জায়গা হবে তার মনে। দুঃস্বপ্ন কেটে যাবে।- দূর হয়তো এটাও দুঃস্বপ্ন।

মন্দি দেওয়ান

## আমার এলোমেলো স্বপ্নগুলো

সালটা হয়তোবা ২০০৫ তখন। একদিন বিকেল বেলায় হোটেল থেকে প্রায় দু-তিন কিলোমিটার দূরে রাস্তার ফুটপাথ ধরে হাটছিলাম ATM থেকে আমার দিনখরচের কিছু টাকা তুলবো বলে। কিছুটা দূরে বলে মেট্রো রেল দিয়ে যেতে হয়। নিজের বাড়ী, নিজের শহর থেকে বাইরে- এসে সবকিছু একা সামলানো, একা চলা তখনো অভ্যস্ত না হলে ও শিখছিলাম হয়তোবা। তবে যাই হোক কলকাতার মত শহরে রাস্তাঘাটে ভিখারীদের দেখে চমকে উঠার কথাতো নয়। অন্তত এতটা অভ্যাস তো আমার হয়েই এসেছে। কিন্তু কেন জানি সেদিনের ফুটপাথে ঘুমিয়ে থাকা একটা পরিবারকে আমি আজ এতবছর পরেও ভুলতে পারছি না। আমার ঘুমন্ত স্বপ্ন কেন যে সেদিন এতটা নাড়া দিয়েছিলো তার রহস্য আজও আমার জানা নেই। হয়তোবা তাদের মাঝে কোথাও না কোথাও আমি আমাদের মতো পিছিয়ে পরা মানুষদের এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন খুঁজে পেয়েছিলাম। হয়তোবা আমার ক্লান্ত, বৃদ্ধ, অসহায় বাবার নিস্পাপ আশা এবং লড়ে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছেটার ছবি আমি ওখানে দেখেছিলাম। হয়তোবা অন্যকিছু---

সেদিনের সেই স্বামী-স্ত্রী আর মাঝখানে নিস্পাপ ছোট্ট শিশুর পাশে সবুজ SPRITE এর বোতলে ডুবিয়ে রাখা টাটকা টকটকে লাল গোলাপের স্মৃতি আমাকে আজও উদাস করতে ছাড়ে না। যার মাথার ছাদ নেই, দুবেলা খাবার নেই, জীবনের নূন্যতম প্রয়োজন গুলো যার কাছে স্বপ্নের মতোন তার আবার গোলাপ ফুল, তাও আবার অতি যত্নে সাজিয়ে রাখা! আমার তো সেসময় বাড়াবাড়ি বেমানানই মনে হয়েছিলো। কিন্তু পরে এটা যতই ভেবেছিলাম ততই আমি আমার এবং আমার ভালবাসার মানুষদের সাথে ওদের মিল খুঁজে পেয়েছিলাম।

খাদ্যহীন দরিদ্র পরিবারের এই ছোট্ট শখিনতা আমারতো পৃথিবীর অতৃপ্ত, বঞ্চিত, লাঞ্চিত, অধিকারহীন, ভূমিহীন, অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের এখনো স্বপ্ন দেখার মত মনে হয়। যার পায়ের নিচের মাটি নিজের হয়েও নিজের নয় তার আবার সুন্দর পরিপূর্ণ জীবনের স্বপ্ন দেখা!

হায়রে স্বপ্ন! পিছু ছাড়িস না কেন বল???

অনেক উন্নত, আধুনিক, সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের কাছে আমাদের এই ছোট্ট, নিস্পাপ স্বপ্নগুলো কে হয়তো অনেক হাস্যকর বলেই মনে হয়, যেমন না সেই সহায় সম্বলহীন পরিবারের গোলাপটা।

তবে কি জানো? আজও আমরা স্বপ্ন দেখতে ভুলে যাইনি। দিনবদলের আশা নিয়ে আমাদের পথচলা এখনো থেমে যাইনি। আমরা ক্লান্ত হবো না। আমরা বিরামহীন পথ চলতে ভালবাসবো। এক হবো। এক থাকবো। পরস্পরকে ভালবাসবো। স্বপ্ন দেখার অধিকার আমাদের কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। হয়তো বা বাস্তবায়নের রূপ দিতে গিয়ে ঝড়ে যাবে কিছু প্রাণ, কিছু অতৃপ্ত আত্মা। তবে আমার বিশ্বাস এই ঝড়ে যাওয়া মানুষের জীবনের বদলে আমরা আরও স্বপ্ন দেখবো এবং সে সব বাস্তবায়নের পথে লড়ে যাবো। ভোর আসবেই-----

একদিন হবে। সব হবে।

সবকিছু হবে আমাদের, হবে স্বপ্ন পূরণ।

হোক না আজ সেটা কারো কাছে

বেমানান।



শ্যামল তালুকদার

## সুঘর ধারোঝে একগেদা

সুঘর ধারোঝে একগেদা আহুয়ায় বানিল' বাহ  
বেঘর মনে মনে---  
দুঘ' দিন যেইয়ে গঙি  
ইক্কে বাহনা সুঘ লামি এভ' ইধু  
মুড়য় মুড়য় আদামে আদামে  
নিআলঝি গেব' গীদ পেগে গাঝে গাঝে  
মোন মুড়' উধিব' ভরি নিম্বলি তারুমে  
নিচিদা লামি এভ' নাল বেই মোন সিরি তানঝাঙে  
এক আড়ি ধানর জুম ভরিব' ছ'কুড়ি ধানে  
নুও ধান' তুঘাচ চিদিব' বৈয়ারে বৈয়ারে  
আলোলে দোললে আহুঝনে মাধনে ললঝে ফলঝে  
মেয়্যারেগা বানিবাক মানয়ে মানয়ে  
ফিরি এভ' আ পুরণি সুদিন ইধু ---  
মরাগাঙ' নাল বেই আহুধিব' আ পানি  
রেত গঙে য়েব' নিচিদা ঘুমে  
মিলা লগে নিচিদা ধরিবাক কাঙারা ইজা শামুক ছড়া থুমে থুমে  
সুঘ লামি এভ' ইধু  
পিরিয়ে পিরিয়ে  
গঙে য়েব' দিন নিচিদা সুঘে  
কোচপান গঝেই দি য়েব' পুরণ পিরিয়ে তা নুও পিরিয়ে  
বেহক মন অভ' এক সুঘে কি দুঘে  
কোচপানা মাজারা আহুধেই উজেবাক মুজুঙে পিরিয়ে পিরিয়ে  
  
ন-হ্ল' ন-হ্ল' কিচ্ছু ন-হ্ল' ইধু  
যেই ঘঝ উত্তে সে ঘঝায় দেঘা য়ার  
ইত্তন মুজুঙান আর' বেচ আন্ধার  
এই ঘঝা থায় যদি ন'ফুরেব' দুঘ'কাল  
যেই ভাঙা সেই ভাঙা রল' এয' দুখ্যার এ কবাল ।

বারেন্দ্রলাল চাঙমা

## “পঞ্চগজ বঝরর ব’-নিঝেজতুন”

ন’তারিখ অষ্টোবর ২০০৮ ছলকদোর বাজারত  
ভেদা দি’ল বুজ্যে- ক্বে মন,  
ঝুঃ ঝুঃ সালাং দি মাদেলুং দাদা তুই কুধু যর-----  
বঝ ঝিরে তরে দেলে পূরনী কধা মনত ভাজে  
আঝা আঘে আয়ু কমে দা ততুন মুই কিঝু পূরনী কধা শুনি পেম  
ভেই তরে মুই পূরনী কধা কি কোম-----  
দিন যার দিন এযের বঝ’দ আর ফিরি ন এযের ।  
দীঘোল বঃনিঝেজ ফেলেয় লারে লারে কয়-----  
চা’লে কং ভেই শুন-----  
আহ্‌দত কাবোজ কলম লিখিথ’ কিতাবং ।  
দীঘোল পঞ্চগজ বঝরর আগর কধা  
ইককে সে বেজেরা তিন শিরে এক, গা থন্তচে  
লুদি ধচে সে বুজ্যে ।  
নাং তার ক্বেমমন, বাপমরা বাপর নাং এল ইন্দ্র মন চাংমা  
বেতছড়ি থানা বরকল ।  
পূরনী বড়ো পূরনী কধা মানৈয় জীংকানি সুগ’ ন দেল’  
লাম্বা বঃনিঝেজ ফেলে’ল’ ।  
ইন্ত্য কদুমলোই জধা গড়ি জম্মভূমি জাগাং  
ছ’কুড়ি ঘচে আদামত, সে বেজেরা থেই ন’ফেল’ ।  
পূর্ব পাকিস্তান সরকার নিল’ আহ্‌দত  
কাণ্ডেই গধাবানি পানিতুন কল বঝেই  
গদা দেবত ছিদেব’ ইলেক্ট্রিক জ্বালেব’ ।  
একশ’ কুড়ি ফুট পানি রাগেলে ড়ায় ক্ষুতি কী আন্দাজ অয়  
জরিপ ধলম্য গরা’ এলাক বাবুলক  
নং সুরেশ সাহব আ অলি উলসাহ সাহব  
বরকল গদা থানা জরিপ বঝেলাক  
জাগা জমি ঘর বাড়ি কার কধক ক্ষুতি অভ’  
কাবোজ কলম আহ্‌দত লোই তুজি গরি লাক এঙেরি  
একর পুত্তি এক লম্বর ভুই = ১,২৫০ টেঙা  
একর পুত্তি দ্বি লম্বর ভুই = ৮৭৫ টেঙা  
একর পুত্তি তিন লম্বর ভুই = ৪৭৫ টেঙা  
আ জিওনে সাহব’ লগে ল’লজ পলজ আ ভিদুজ্যে  
টেঙা ঘুশদি কিওই বেজ ফেলান আ কিওই আরাঙ আরাঙেও’ ন পেলাক ।

এযান গোরি ক্ষুতি পূরন' টেঙা রাঙামাট্যাত এই  
গঝিলোই যা পেলাক সে টেঙালোই  
উজু সুরমং জুম্ম মানেয় এযেত্তে দিনুন কি অভ' ভেদ নেই :  
ক্ষুতি পূরনর টেঙা জেবদ ভরেই

চাদিগাং শহরত গেলাক-----

কনে কি লর বেদালাম নেই।

কেওই ললাক রেদিগান কলগান আর্মনী

চুল তবল আ বন্দুক, নানা বাবদর।

কেওই দল ভিরি জুখারা ফেলাজ খারাত

কেওই ঘরত যিঙন পেদ লেলেচো

মদ ভাং খেই কেয়ে তন্তুচো

কেওই এত্তন গীদে রেঙে রেদিগান, কলগান, আর্মনী, চুল তবল।

কেওই এত্তন বন্দুক কানাত অবীরিক বারাক।

মোক পোহয় ভাবি কুল ন' পাদন তারা কি অহ্লাক।

ভুল নেই ভাবানার কুল নেই গধা পানি এযানান এব'।

কি আহ্ল অভ! কুধু থেবাক কুধু য়েবাক

কবালত আহ্ধ, ভাবনার সাগরর তুবোলত

উত্তন আ ডুপ্পন কুল নেই দাঙ্জে সাজুত্তন।

এঙেরি এঙেরি অকুল সাগর পার ধরি,

পূষে, উত্তরে-দগিনে মাঝারা নেই পদ লত দিলাব-----

নেপা, খাচার আগর তলা, কলিকাতা, মিছুরাম,

কলাঙে আ বার্মা। মা'বোত্তন জর্ম অয়ে ভূমি

ফেলেই যাদে মরা নয় জেদা ফারক,

উবোই ছাড়া- জাগা আহরা- এঙেরি ভাবনার সাগরত

ভাঝি ভাঝি বুজ্যে ক্বেয়মন স্বদেশত ল'ল বি ফরম

থানা বায়েইছড়ি শিজকদোর।

আমি খেলং জর্মভূমি ধাগত আবুজি ভাবি বুঝি

মরি বা বাঝি আহ্জাছড়া আদামত।

কাল কাল মোনছাব বলি ঝার কেওই তোগেলাক।

সে জাগা দ' ইককে আর নেই,

থিদে ধরিবার বজন্তি গরিবার জাগা নেই

কি আহ্ল অহ'ব ভাবি ভাবি কুল নেই।

পুত্তি পঞ্চজ বঝরে একবার বাশ পাগল ধরে

দেখকে দেখকে পঞ্চজ বঝর পার ওই গেল

উন্দুর বগ্যা এই গেল।

এ ভিদেয়ে বানা উন্দুর বগ্যা নয় পঞ্চজ বঝরে

পঞ্চগজবার কদ' বণ্যা ---

বেগত্বন মারাত্তক আগাত মানেয় বণ্যায় মানেয় থেই

থিদে অহবার জাগা নেই।

জুম্মলগর বংনিঝেজ বানা বংনিঝেজ। কিয়ে তন্তুচ্যে অহ্যে জিরেবার থর, থিহ্দেরে অহবার অহ্দের, বেড়েবার পদ, গাদিবার গাঙ, ঘুম যেবার থান মানেয় ইঝেবে বাজি থানার আ আরেয়ে দিনর, আহ্ঝি রং ফুদেবার আওজ জাগে।

মানেই ইজেবে মান ফিরেই পেবার চেই ---

জুম্মলগর পরানর জর্মভূমি থান।

স্মৃতি জীবন তালুকদার

আমক পিখীমি

আমক পিখীমিত কদ বাবদর মানেয়,

কনে কন তালত চেলে এক বানেয়।

গম তালত এ পিখীমিত খুব কম পেবা,  
মন' আঝা ন-ফুরেব যিয়েন দোলে চেবা।

মনে কলে কুও ন-যায় বজঙানি দেলে,  
বুঝ ন'যায় কাররে বুঝ মানেবার চেলে।

ভেয়ে-ভেয়ে বাবে-পুদে ন'অয় বনাবনি,  
দোলে দোলে চলিলেয়ে মনে গরন সোনি।

ন-মাদি থেলেয় মুয়ে নেযান ওঝেই,  
উজিত কথা কবার চেলে রাগে উধোন সোঝেই।

দেজে দেজে জিৎবাদ জাদে জাদে লারেই

ভালেদী দেলেমালে চান থারেই থারেই।

## রিপন চাঙমা নাঙ ছারা কবিতা

এক.

ইদু পেবে জীংকানী মরানা সোদ  
ধুমো সেরে উড়ি য়েব' গুমোর দুঘ' চাগ (?)  
কিয়ের পত্তি হিরেত ছিদি যায় ফাগছ্যা বীজি  
বুগ' ভিদিরে বাহ্ বানে মাতে্য ভেঙুর ।

দুই.

(ফেস্টী উধিজে)

খরান্যেত গাঙর পানি শুগেই যায়  
নলকাবা ধক বেসদর সময় মাধা তুলি থিয়েন  
হামিজে কুলুগ' পানিলোয় আমা বযত্তি ।  
বিল' জাগা সরবাঙ' কিয়েত চরি-বেরান কালা বগা  
এক হ্চ হ্চ গরি তারা থুদোত অবাঙ'র মাজ' পরান ।

এচে্য কুগি মোন' তলাত মা-পুয়োর হেলদ্যে রঙ'র  
বহ্ নিঝেচ; আমারে আঙুল দেগেই তাগ গরে ।  
তারা নুনযো চোকখুনোমায় অলর থানা,  
আমি ভাঙা বাদোলতুন বেচ সেদাম সারা ।

থুমেদি, সময়' রঙ' নালত; খরান্যে পরে বারিঝে এয়ে  
আ বুুরগো মন; হেল জালা ধক বলবল্যা হোয় উধে ।

## জয়মতি তালুকদার কোচপানার স্ববন

তর-মর কোচপানার রেগাবো  
বানা যেয়ে কুগিমোন- অ বিরবিচে  
বিজল পহুদ লামদে  
ইধোত আঘেনি তর?  
ঘুরঘুচ্যা আন্দার রেদোত  
মরে আহুদত ধরি  
তুই পহুদ দেগেয়োচ ।  
তুই মরে পথম  
কবিতে লেগানা শিগেয়োচ ।

তর কোচপানার সুদোমে  
মুই স্ববনে দেখেং,  
মোনো উগুরে তর আর মর  
এক্কান চিগোন চাগোন আলক ঘর  
সুগর সংসার অভ' আমা দ্বিজনর ।

আওজ এল পিবির পিবির বোয়েরত  
কোচপানার গীদ শুনেম তরে  
ইজুরো মাদাত ধাগাধাক্যে বঝিয়েই  
নুও ইক্ক কবিতা রজেবে তুই  
ম-কধা ভাবিনেই ।

বেগ মিজ়ে স্ববন । মিজ়ে আঝা ।  
তরে কোচপানার গীত শুনোনা ন-অল' মর  
লেঘা ন-অল' নুও ইক্ক কবিতা তর  
আহুমিজ়ে পরান কানে মর ।

## সান্তনা চাকমা দ্বিজনর কোচপানা

তুইও মরে কোচপাচ  
মুইও তরে কোচপাং  
দ্বিজনে আমি ভাজি যেবং  
সুগর সাগরত ।  
তুইও যেবে যিন্দি  
মুইও যেম সিন্দি  
দ্বিজনে আমি কাদেবং সুগর জিংগানী ।  
ন' থেব' কন' দুক  
থেব' বানা সুক আঃ সুক  
পৃথিমী বুঘত বাজি থেবং  
সারা জনমঠ ।

## দেবোত্তম খীসা জিঙগানীর গান

তুই কি শুনিবে মর, জিঙগানীর গান?

বস সালেন পাদি বিজেই দোঙ

শুনিলে মর কধাআন।

মুই ওলুঙ হাজ জুম্মো

জুম গুরিনেই খাঙ,

বেন্যে বেলে্যে পদ ভোরেনেই,

ভাতুন খেবার চাঙ।

পন্তি বঝর ঝাড় কাবিনেই,

জুমো হুন্দো গরঙ,

জুমো ভাণ্ডেই টানি টুনি,

পুরো বঝর পারঙ।

লেঘা পড়া কিচ্ছু নেই,

কাম গরিনেই খাঙ,

উ-মল্লোর ওবলা, মুড়ো আদামত,

একান ভাঙা ঝাঙা ঘরত খাঙ।

ম- নাঙ অহল ধল চান,

উলমস্ত এল আগে মর এ মনান।

টিদিরিক টিদিরিক আদাম বেড়েদুঙ,

ইয়েন, উবোন চুর গরিদুঙ।

আদাম্যেলগে ধরা ফেলদাক,

গাজত টাঙেই জুরো-ব খাবেদাক।

মা-বাবে খুব ভাবি চেদাক,

কন কুল পাননি,

ব-নিজেস ফেলেনেই কধাক,

এ পুও, কি গরিবোঙ কিজেনি।

উইবো উবোত বাঝি আঘে,

ফাদা ফাদা কাবর পিনি,

তে এইনেই দোল গরি দি-এ

মর এ জিঙগানী।

ভাদ রাত! ভাদ রাত!! ভাদ রাত!!!

কবালত পোচ্ছে আগাজ বাজ।

জুম গচ্ছোঙ দ্বি-আড়ি ভুই,

পেবার আজায় বঝর ভাদ।

ধান, মরিচ, বিগুন,

আর লাগেয়োঙ ঘোচ্ছে, সুদো,

নানা তোনপাদে ভরি উথে,

আমা জুমান পুরো।

পল্যে রেদোত উন্দুর এইনেই

থেয় গেলাক ধানানি,

তুই যদি দেদে সিদিন্যে আমা দ্বি-জনর,

কবাল বাচেই বাচেই কানানি।

থেয় যেয়োন তোনপাদ, মরিচ, ঘোচ্ছে,

আর থেয়োন সুদোআনি,

ইক্কু আমার কন উবোই নেই,

কেনে বাজিব জিঙগানী।

এইদো আর দ্বি-মাস আঘে,

পাচ বঝচ্ছে পুওবো, হালিক ছটফদায়,

পেদ পুরের, পেদ পুরের গুরিনেই,

গোদা ঘরান ঘুড়ি বেড়ায়।

বেন্যে মাধানত লামানি আ অগলানি ওই,

তে কল, মা ম কেয়েগান গিরগিরার।

চিগোন টেঙা, ফাস্যে শুগুনি, আ-বিসকাদানি খাবেয়,

কদক মুই চেরেইটা গচ্ছোঙ তো ন পার তারে রাগেই।

গোদা দিন্নো ঝাড়ে ঝাড়ে আ-মুড়ো বেড়েই,

কেনে বাজেবঙ, জিঙগানী, সে পদ তোগেই।

কোয়েঙ আলু, পান আলু, আ-গাট্টো আলু কুরিই,

বেল আহলেলে ফিরিই ঘরত, পেদ লিল্লিচ্যে গুরি।

ঝাড়ে ঝাড়ে, ঘুড়ি বেড়েই দ্বি-জনে,

পেবার আজায় তোনপাদ, বেজিবেবর পোইদেনে।

মাছ, কাঙারা শামুক, কলাগাছ,

কাট্টোল ডিঙি, আ-সিগোনশাক পেই,

কাল্লোঙ বুগিনেই যেয় বাজরত,

ছ-মেল পদ আহ্‌দিনেই।

বাজরত ভালুক্কুন মানুচ, কিনিয়ে এজন,

তারা অহ্লাক বাবুলক চাগোরি গরন।

পাচ টেঙা কলে, তিন টেঙা মুলান,

টোন পাদটানি পজা, চিধে পান।

নুন, মরিচ, তেল, আ-সের-দেড়সের চোল কিনিলে,  
টেঙাগুন বেঙ্কন ফুরান ।  
আয়না চোঙ ম-লগে,  
মুড়ো আদামত গেলে,  
আমা ধোঁকে সাগর মানুচ,  
সিদু লাঘত পেবে ।

## বিবর্তন চাকমা

### পহর

চাগ চাগ হালা হাবি , বাজ ঝাড় বেগ তুরি  
পুদের পহর ।  
রিপ রিপ মোন তুগুন , দেঘা যার দোল গোরি  
চিবিদ গাজর সেরেন্দি , পহর সিদি যার  
জুরি থুমোর সিল সাদারা ভিদিরে ।

হুজি হুজি রান্যে ফুলোর দোল রং  
হুয়ো ফুদো চেরহিত্যা আঘন পরং পরং ।  
দোল বুয়েরত পাখ্যে ফলর সুদ্যোবাচ  
পেগর র র বাড়ি যার বিল্যে বেলাত ।

দোল দেঘা যার চের'পালা  
চোক পুজি মনহলি চেম্বেবিলি  
বানা ফুদোক পহর !!!

## জুনান চাকমা চেদন সমারী

ছারা গাঝ্ সান  
জীংকানী..... ।  
তরমর এক্কান  
ভাবিল্যে পায়  
একদিন একরেতো  
নয় কারর নয় আঝান ।  
সেনতো এজ' বানেই  
জাদর বিজগ  
গোদা জাদ'লগে  
গোদা পিখীমিত ।  
বানেবে নুহু গোরি  
থেবে বিজগত  
ঝিমিত ঝিমিত গোরি  
থেব তর নাঙান ,  
বজি জেঘত ভিরি , পিখীমির লগে  
ক্ষয় গলি ন' য়েব'  
যেদগ দিন যায় পিখীমিয়ান ,

ফুল গুল পেগ'র ছাবাদিব লগে  
ভাবিল্য কন মানেই  
তার বুদ্ধি বল সদগে  
শিগানা হাঙেল  
বুদ্ধি ছাভা পেদ'র  
চেদন থেলে মনও  
বজং পেলৈ গম লয় ।  
তেন্যা পিন্যা জাদ কথা  
সেখে এক্কা - ভাবিচ্  
যেয়ান ভাবং মুই বানা

অ-মকদ

অ-মকদ

অ-মকদ ।



# নিকোলাই চাঙমা

## সে জিঙকানীত

সে জিঙকানীত

কনদিন গাজ'পাদা য়ুনি লরি যায়  
দধিন বোয়েরে কিঙবা উত্তর' বোয়েরে ।  
কন'দিন নারেইছুড়ি লামনি য়ুনি  
ভাজি যায় কো- গুলোর ফুল কিঙবা  
কোন এক ঘিলে তাগতুন ছিনি যেইয়ে  
অচিন দেজ উদিজে লর দিয়ে পাগানা ঘিলে ।  
মোন জিঙকানী আঘধক দোল নেয় ।  
আহরেই যেয়ে লুঘেই যেয়ে ..... ।

সে জিঙকানীত

নুও সিলুম পিনি বেরানার খুজি  
কোজে গাবুর মিলের য়ুনি জনম জনম থায়  
নানা রঙ'র ফুল তুমবাজ য়ুনি বোয়েরে উরে নেয়ায়  
বরানা ছাগর তুমবাজ ' সত্য ধক কবিরও  
কোনদিন চিগোন ছরাত নারেই মাছ , কাঙারা  
কিঙবা কুর দিয়ে ইজে মুজি পাদানা অধ' নয় ।  
আহরেই যেয়ে লুগেই যেয়ে ..... ।

সে জিঙকানীত

ডুলু বাজ'র ডুলুগে য়ুনি জনম জনম  
এহ্‌রা মাঘি কয় পেদুং এক্কেরে এহ্‌রাত ধুজিদুঙ ,  
কিঙবা পোড়া জুমত য়ুনি পোদনা উধের  
সে পোদনার তোন য়ুনি সুওদ ওয় থায়  
কন'দিন আর সে জুমোত থানা অধ' নয় ।  
আহরেই যেয়ে লুঘেই যেয়ে ..... ।  
কবিমন আবিলেজ খায় বেল ছদকর  
পোল্যা ছদগে কেটকেটে , নাক্কোন , কিঙবা  
শিঘিরি কুরো ডাগনিত  
কবি মৃত্তিকা চাংমার কথায় মন পরানি ' থেলেও  
কবাল তার ইক্কে পাক্কা দেবাল ছেরে বন্ধি আ  
পাচ টেক্কে কলম্মো তার সমারে -সমার  
বনে -বন পরানে -পরান ।

নির্মল কান্তি চাকমা  
শুভ বিষ্ণু

আজ সারাদিন ঘুরবো  
প্রাণ খুলে গান গাইবো  
কবিতা লিখবো  
আবৃত্তি করবো ।

আজ সারাদিন খাবো আর খাবো  
যত হাসা যায় হাঁসবো  
আজ চিজিদের কাঁদতে দেবোনা  
তারা আজ যা চায় তাই দেবো ।

আজ নতুন জামা পরবো  
সারাদিন কাঁধে কাঁধ রাখবো  
সুগমের প্রবন্ধ পড়বো  
রনেলের গল্প পড়বো ।

আজ প্রবীণরা করুণার পাত্র হবে না  
তারা আজ ভালোবাসা পাবে  
তাদের আজ গোসর করানো হবে  
জীর্ণ শরীর হবে ময়লামুক্ত ।

আজ সারাদিন রৌদ্রাজ্জ্বল হবে  
পদ্মাবতী আজ সাজবে  
খোঁপায় পরবে বিষ্ণু ফুল  
পরবে সোনালী পিনন - খাদি ।

আজ সারাদিন হবে আনন্দ  
চোখ বাঁকা হবে না কারো  
লাঠালাঠি হবে না আজ  
কেন জান? আজ শুভ বিষ্ণু ।

মনতোষ চাকমা  
কারিগর

আজ শুধু তুমি আছো  
গড়তে এই ভগ্ন হৃদয়,  
তুমিই কেবল ফেরাতে পারো  
উৎফুলতা সবসময় ।

আজ শুধু দ্বীপু তুমি  
আশার প্রদীপ হয়ে,  
অব্যক্ত রয়ে যায়  
বৈষম্যতার ভয়ে ।  
জীবনের সায়াহ্নের তরে অশন রবে ।  
সীমাহীন প্রয়াসে,  
আজ যদি হয় সৃষ্টি তার  
এই সোনালী আবেশে ।

রমেন চাকমা

## জাতির প্রতি আবেগ প্রকাশ

ওহে মোর চাকমা ভ্রাতৃ-ভগিনীগণ,  
তোমাদের জাতির নাম, এই নিবেদন  
“জাগাতে জাতির নাম, দিক দিগন্তর  
চল সবে বীর দর্পে, দেশ দেশান্তর”  
তবে কিম্ব মনে রেখো “জাতি পরিচয়”  
কোন মতে এতে যেন, ভ্রান্তি নাহি হয় ।  
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন জাতের পরিচিত ভূমে,  
সহায় হইবে মাত্র ভাষার মাধ্যমে ।  
অতএব, করি আমি এই নিবেদন,  
চাকমা ভাষা রক্ষিতে হও সচেতন ।  
আরও আমি নিবেদিব,  
কর দৃড় পণ ।  
এ জগতে চাকমা জাতে  
করিতে স্থাপন ।  
মুছিয়া ফেলিয়া ঐ,  
জুমিয়া জীবন ।  
জাতি কল্যাণ পথে,  
হও আগোয়ান ।

সুগা কৰ্মকর (সুমিত্রা)

## মায়ের স্নেহ

চাঁদকে আমার ভালো লাগে না  
যখন তোমায় দেখি,  
তোমায় নিয়ে এখন মাগো  
মিষ্টি ছড়া লিখি ।

যখন তুমি ডাকো আমায়  
সোহাগ মাখা সুরে  
মনের যত দুঃখ আমার  
যায় হারিয়ে দূরে ।

কারো কথা কারো হাসি  
যায় না এ মন ছুঁয়ে  
তোমার মধুর মুখটি মাগো  
সব দুঃখ দেয় ধুয়ে ।

বিনয় জ্যোতি চাকমা

‘মা’

‘মা’ প্রতিটি নিঃশ্বাসে পাই তোমার ছোয়া  
প্রতিটি পদে আমায় করো শুধু তুমি দোয়া ।  
তোমার স্তন্যে লালিত হয়ে এসেছি এই ভুবনে  
আইনীর সাক্ষে, ঘৃষ খায় আড়ালে,  
সঞ্চয় করে রাখে যেন নিজ ভাড়ালে ।

বলো ‘মা’ কি করে সেই ঋণ করবো শোধ এই জীবনে ।  
মাগো আমার জীবন তুমি করেছো আলোকিত,  
মাগো তবু তুমি আজ অবহেলিত ।  
সর্বস্ব দিই বিসর্জন মাগো তোমার তরে,  
তুমি যদি করো মাগো আশির্বাদ মোরে ।  
সাগরের ন্যায় বিশাল তুমি আকাশের ন্যায় অনন্ত  
দিখেছিলে আমায় সেই জীবন যা আলোকিত ।  
শীতল মাগো তোমার হৃদয়, ফুলের মত কোমল  
মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে হয়না জীবন সফল ।  
মা মানে পৃথিবী জানা আছে সবার  
তবু মায়ের মনে কষ্ট কেন দেয় বারবার?  
মুকুট যদি হতো মাগো, রাখতাম মাথায় করে  
তোমার সেবা করে যেতাম সারা জীবন ধরে ।

সূর্যণা দেওয়ান (সুজানা)  
আসবে কখন বিঝু

বিঝু তুমি আসবে কখন  
এক সাথে মিলন কখন  
সেদিন মোরা নতুন প্রেরণায়  
স্বাগতম জানাবো তোমাকে  
দুঃখ কষ্ট সব ভুলে  
সবাই যোগ দেব এই বিঝুতে  
কাহারও মনে দেবনা আর কষ্ট  
দেব শুধু মনের ভালোবাসা  
সবাই মিলে মন জয় করবো  
এই বিঝুতে ।

মো: এমরান  
প্রিয় বাংলাদেশ

জেনী চাকমা  
দয়ার সাগর

কেমন আছো, প্রিয় বাংলাদেশ মোর,  
স্বাধীনতা পেয়েও কেন এ দশা তোর।  
দুর্নীতির জালে, আজও আছিস বাঁধা  
রাজনীতিতে যেন, ভুল নিয়ম গাঁথা।  
এখানে সন্ত্রাসীরা থাকে উঁচু দালানে,  
ভাল লোকেরা সকলে, লুকিয়ে আঁধারে,  
আইনীরা সকলে, ঘুষ খায় আড়ালে,  
সঞ্চয় করে রাখে যেন নিজ ভাড়ালে।

তবু তুমি সবচে সুন্দর ভুবনে  
চাঁদ আজও উঁকি দেয় বাঁশ বাগানে।  
এদেশের মাঠে সোনার ফসল ফলে  
পুকুরে যেন আজও পদ্ম খেলা করে।  
রাখাল বাজায় বাঁশি উদাস দুপুরে।  
পলী বধূরা কলসি কাঁখে পানি আনে।

জীবনের বানে ভেসে ভেসে  
একটি মেয়ের আহারে,  
অবশেষে ঠাই পেল সে  
ফুটপাটে একটি শহরে।  
হাজার বাতির তলে থেকেও  
আধার ভরা জীবন তার,  
দুঃখ হলো চিরসাথী  
সুখ হলো তার চির পর।  
বার মাসে রুদ্র ঝড়ে  
দেহ ওদের ঝরো-ঝর।  
শীতের রাতে ফুল কলিরা  
কাঁপে সে ভাই থরো-থর।  
ওদেশের মানুষ জাতি  
আরাম আয়েশ ছাড়ো।  
ভগবান বুদ্ধের মতো  
সংসার ত্যাগ করো।

শশী চাকমা  
ছেলেখেলা

জীবনটা নয়তো কারো ছেলেখেলা  
তাকে তুমি সাজাবে আপনমনে।  
তার তুমি নাম দেবে, ইচ্ছেমতো  
স্বপ্নের রং তুলি ছড়াবে তার গায়ে।  
জীবন! সে তো নয় কিশোরীর পুতুলখেলা  
নয়তো কারো কোন শখের মেলা।  
জবিনটাকে বলতে পারো তুমি  
সাগরের বুকে ভাসমান এক ভেলা।  
তাই জীবনটা নিয়ে কোনদিন

শিমুল চাকমা

## বৃষ্টির সাথে আমি কোন এক মুহূর্তে

“জীবন” সেতো অ-নে-ক কিছুই ওপর নির্ভর করে  
ভালো লাগা, ভালোবাসা, বিশ্বাস, বন্ধুত্ব, স্বপ্ন, স্পর্শ  
স্মৃতি আরো অনেক কিছুই।

আমি সব কিছুকেই বুঝতে পারি  
আবার কোনটাকেই না,  
এ যে বৃষ্টি হচ্ছে! মনে হচ্ছে  
এই বৃষ্টিতেই আমার জীবনের সবকিছু লুকিয়ে  
আছে। সব আছে।

আমি অনুধাবন করছি আমার হারিয়ে যাওয়া  
খুব কাছের মানুষগুলির কণ্ঠস্বর।  
যার মাঝে ছিলো রাগ, অভিমান, স্বপ্ন, স্মৃতি  
স্পর্শ, সহানুভূতি, বিশ্বাস, বন্ধুত্ব,  
ভালোলাগা আর ভালোবাসার সংমিশ্রণ।

হয়তো বা আরো অনেক কিছু  
যা আমি বুঝতে পারিনি,  
হয়তোবা পেরেছি, সেটা হলো ঘৃণা,  
অতঃপর আমার জীবন কি থেমে থাকবে ?

## সুবর্ণ চাকমা বৃষ্ণের ছায়া

বৃষ্ণের নিচে বসে আমি  
গল্পের মাঝে লুকায়িত থাকে  
আমার দুঃখের সারি।  
মনে হয় যেন এমন বৃষ্ণ  
আর কোথাও নেই।  
আমি যেখানে যাই না কেন  
তাকে স্মরণ করি।  
এ বৃষ্ণের মাঝে আমি আসব  
এ কোকিল বেশে  
হয়ত ভোরের কাক হয়ে  
না হয় শালিক বেশে  
আমি আসব আবার  
এ বৃষ্ণের ছায়ার নিচে।

মিহির চাকমা

অপেক্ষা

জোছনা ভরা এক মায়াবী রাতে

এক অচেনা পথিক এসে বললো

তোমার অপেক্ষায় বসে আছে ওখানে কেউ,

কে?

ঐ যে যাকে তুমি বলেছিলে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে

ও, সে ! কিন্তু আমার তো এখন যাওয়ার সময় হয়নি তার কাছে,

কেন?

কারণ আমি যে এখনো নিজেকে যোগ্য বলে পরিচয় দিতে পারবো না

পারব না স্বপ্নগুলো সত্যি করে দিতে,

তবে, তবে কি তুমি যাবে না?

হে, আমি যাবো, সেদিন আমি যাবো

যেদিন নিজেকে যোগ্য বলে পরিচয় দিতে পারবো ।

বলি, কখন আসবে সে সময়?

আসবে হয়তো তিন-চার বছর পরে যদি,

সে হারিয়ে না যায় আমার হৃদয় থেকে ।

তাহলে কি বলে দেবো?

বলো আমার জন্য অপেক্ষা করতে,

আরও কিছু -

বলো খুব ভালোবাসা তোমাকে সে ।

নন্দিনী চাকমা

শুদ্ধ মন

বৃষ্টিতে সাদা হয়ে যাওয়া পৃথিবী

ধূয়ে মুছে শুদ্ধ হওয়া মন ।

প্রকৃতির মাঝে যেতে চাই হৃদয়,

নয়তো বা ছাদে উঠে আকাশ ছোঁয়ার ব্যর্থ চেষ্টা ।

হয়তোবা বন্ধুর সাথে গোপন কথা,

অথবা নিজের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ।

কখনো বা চাঁদের আলোকে কাছে পাওয়া,

নয়তো বা শরৎ-তের নীল আকাশ ছোঁয়ার ব্যর্থ চেষ্টা

অথবা রাতের আকাশের তারা গুনার ব্যর্থতা,

অবশেষে ঘুমের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ।

মুখেন চাকমা

## বর্ষাকাল

বর্ষাকালে কলেজে যাওয়া  
ভারী কষ্টকর,  
এ জীবন কষ্ট ছাড়া  
নাই সে কারো সফল।  
বর্ষায় যারা কষ্ট করে  
কলেজেতে যায়,  
এদের আমা পূর্ণ হোক  
জ্ঞানের সেই আশায়  
বর্ষাকালে মাঠ-ঘাট করে  
হা-হা হার,  
মানুষের জীবনে নেমে আসে  
শুধু কষ্টের বাহার।

কনক চাকমা

## জ্ঞানের আলো

শিক্ষক আমায় জাগিয়ে দিলো  
জ্ঞানের সেই আলো,  
এ জগতে জ্ঞান ছাড়া  
নাই যে কোথাও ভালো।  
জ্ঞানের দ্বারা এগিয়ে চল  
শিক্ষার সেই দুয়ারে,  
শিক্ষার মাঝে পাবে তুমি  
জ্ঞানের সেই মনোবল।  
শিক্ষার আলো নিয়ে তুমি  
হও এগুয়ান,  
এ দুনিয়ায় জ্ঞানী হয়ে  
জন্মাও বারেবার।

নিটেন চাকমা

## অপেক্ষায়

ওগো হৃদয়ের রাণী  
জানিনা প্রেম কেন অসহায়  
সে অনেকদিন ভাবছি বসে  
কেন আমাকে বার বার কাঁদায়।  
হৃদয় পুড়েছে বারে বারে  
বুঝিনি তোমার চলা  
তবুও পায়নি তোমার ভালোবাসা  
পেয়েছি শুধু জ্বালা।  
আমাকে ভুলে গিয়ে  
অন্যের হয়ে গেলে  
সুখের পথ খুঁজে নিয়ে  
আমাকে দূরে ঠেলে দিলে।  
ভুলেও কোন নিঃশব্দ রাত্রে  
যদিও মনে পড়ে আমাকে  
নীরবে গুমরে কেঁদে  
মনে করো সেই অতীতকে  
তোমার সুখে বাধা দেবনা  
শুধু এটুকু বলে যাবো  
এই জনমে তোমাকে নাই বা পেলাম  
পরজনমের অপেক্ষায় থাকবো।



নিরুন্ময় চাকমা

## মুড়ছে পড়া স্মৃতি

সুনীল আকাশের নিচে বসে  
কখনও আনমনা হৃদয় নিয়ে,  
ভাবতে থাকে একাকী নীরবে  
ফেলে আসা সেই সোনালী দিনগুলো।

অতীতে মুড়ছে পড়া স্মৃতিগুলো  
হঠাৎ হৃদয়ে এসে ভীড় করে,  
তখন ভাবতে ভাবতে কখনও আমি  
হৃদয়ের অজান্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলি।

ছোট ছোট ভুল নিয়ে মানুষের জীবন  
তাইতো কষ্টকে নিয়ে পথ চলা এটাই লিখন  
তবুও জীবন চলে অজানা স্রোতে  
হয়তো এমনি করে বিদায় পৃথিবী থেকে  
যে দিন হয়তো থাকবো না আমি  
সে দিন হয়তো খুঁজে তুমি,  
তখন হয়তো আমায় পাবেনা  
চলে যাবো পরপারে চিরতরে।  
ইতিমধ্যে রূপসায় অনেক পানি গড়িয়েছে  
এখন আর জীবন সঙ্গী ভাবতে পারিনা  
ব্যথিত হতে পারি তোমার নিদারুণ ব্যাথায়  
বড়জোর পারি ক' ফোঁটা চোখের পানি ফেলতে  
অথচ আর পারিনা কাউকে ভালোবাসতে।  
আমার এই অভিমাত্রী কথাগুলো  
পারিনা কাউকে বলতে  
তাই তো আমার এই হৃদয়ের কথা  
কবিতার মাঝে গাঁথায়।

## সিং অং মার্মা কে সেই

যার সাথে দেখা নাই কথায় নাই  
তবু তাকে কেন আমার মন যে খুঁজে।  
তাকে যে আমি দেখতে খুঁজি।  
তাকে যে আমি ভালোবাসতে খুঁজি।

ধরিয়ে দাও না একটু, সেই আমি বলে,  
আমি যে তোমায় ভালবাসি,  
তুমি কেমন আছো?  
তুমি কোথায় আছো?

তোমার সাক্ষাতে সাথী হব।  
কেঁদে মন প্রাণ আমার।  
আমি তোমার জানতে চাই।  
আমার সুখ দুঃখ তোমায় বলতে চাই।

আমার ভালোবাসা কে সেই তুমি,  
এসো আমার বুকে বরণ করে নেব।

শুচীতা তঞ্চঙ্গ্যা

## জন্ম মৃত্যুর খেলা

জন্ম মৃত্যুর খেলায় সংসার সমুদ্রে ভাসিয়েছি ভেলা,  
জানিনা কখন, কোথায় শেষ হবে সংসারের খেলা ।  
সংসার সমুদ্রের বুকে শুধু কুয়াশা, মায়া মরিচীকা,  
আঁধারের বুকচিরে কে দেখাবে আলোর পথ রেখা?  
প্রিয়জন সেজে মায়া মোহে রেখেছে জড়ায়ে মোরে,  
লোভ, দ্বেষ, মোহ অকুশল কৃতি চিন্তকে রেখেছে ঘিরে ।  
মূহুর্তেও রহেনাক স্থির দুর্জয়ে এ চঞ্চল চিত্ত  
অকুশলের জন্ম দিয়ে চারি অপায় দুর্গতিতে ফেলিবে নিশ্চিত ।  
অকুল করিয়া দমন এচিও নিলে কুশলে আশ্রয়  
সৎকর্ম সম্পন্ন হবে, তার ফলে পূণ্য হইবে সঞ্চয় ।  
এচিও দমিত হবে যদি কর বিদর্শন ভাবনা  
অচঞ্চল চিত্তে যাহা ইচ্ছা, পূণ্য হবে মনস্কামনা ।  
চিত্ত শুদ্ধ নাহি হলে সাধনা ফলপ্রসূ নাহি হয়  
সাধনার বলে চিত্ত মুক্ত হলেই জন্ম মৃত্যু নিরাদ্ব হয় ।

এস.এ.উবা হাইন মার্মা

## স্বপ্নে মাঝে

স্বপ্নে মাঝে দেখেছি তোমায়  
আমার হৃদয়ে পাশে তুমি দাঁড়িয়ে ।  
তাই তো কল্পনা এসে ভিড়  
মনের বাসনা ।  
বুকের পাজরে মনে আগ্নিমা জুড়ে  
স্বপ্নে নায়িকা সেই তুমি  
তোমাকে পাবার সাধনা ।  
শীতের কুয়াশা ঝাপসা বৃষ্টি নয়নে

মায়া আর ভালোবাসা উদ্যানে  
হারিয়েছি সেই স্বপ্নে মাঝে আমি ।  
সুন্দর পৃথিবী বুকের ভোরে সোনালী রোদের ।  
হৃদয় আমার শুষ্ক বালুচর  
বিকেল শেষে গোধূলী আভা ।  
পড়েনা চোখের পলক  
ভাবছি সেই স্বপ্নে দেখা স্মৃতির মাঝে তোমাকে ।

মৃত্তিকা চাঙমার  
ছরা ছরি

ছরা ছরি মুরো মুরি  
অজল নিজো কণা- কুণি  
আমি আমি আঘিয় ভালুক জাদি  
আমি বেঙ্কুন আদিবাসী । ঐ

জুমে জুমে গিরিং ধানর ভাত খেই  
এক সমারে কিজিং লামি যেই  
আমাজাগা আমা দেবা  
বেঙ্কুন মিলি কামত যেই । ঐ

ভাগ ভালুক নেই দোরেরবার নেই  
মুরো মুরি ফারি তারেং বেই বেই  
আমি আঘিই ভালুক ভেই  
ছরা ছরি পধে পধে আহ্দি যেই । ঐ

রচনাঃ ২২/১০/১৯৯২ইং  
ঘজা ও কষ্ঠ : পঠন চাঙমা  
এ্যালবাম : রাঙামাত্যার কর্ণফুলী'০৮

## তনয় দেওয়ান ইন্দু চাকমা গান

কধা আ ঘজা : তনয় দেওয়ান ইন্দু

জুম্ববী তর গান শুনি  
মনান আওল পাওল অহুয় জুনি  
কধা দিচ্ তুই শুনেবে গান  
জনম জনম ধরি। ঐ

গলাবো তর কোগিলো র  
মনান তর ভারী গম,  
কারি লইয়োচ মনান মর  
তরে কোচপেবার মনে অহু র।ঐ

তুই গা জুম্ দেজর গান  
মুই শুনিম তত্তুন মন ভরি।

চুল সুদোবো তর ভারী দোল  
গুজেয়োচ ইক্কো নাকসা ফুল,  
পুনং চানানতুন বেচ তুই দোল  
মনান গরেয়োচ তুই মর অলজোল।ঐ

তুই গা জুম্ দেজর গান  
মুই শুনিম তত্তুন মন ভরি।

## কবি শ্যামল তালুকদার

কবি শ্যামল তালুকদার, ১৯৫৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর নান্যোচর উপজেলার কেরেতছড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নির্মল চন্দ্র তালুকদার, মাতা শর্মিলা তালুকদার। তিনি রাঙামাটি সরকারী কলেজে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি এক আধাসরকারী সংস্থায় চাকুরীতে প্রবেশ করেন, পরে ১৯৯৭ সালে সেচ্ছায় ঐ চাকুরী থেকে অবসর নেন। ১৯৮২ সালে তিনি নির্মলা তালুকদারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্তমানে তিনি এক সন্তানের জনক। শ্যামল তালুকদার, পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা কবিদের মধ্যে অন্যতম। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সংকলনগুলোতে তিনি নিয়মিতভাবে লিখে যাচ্ছেন। চাকমা কবিতার পাশাপাশি বাংলা কবিতাতেও তিনি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছেন। যদিও কোন কাব্যগ্রন্থ আজো প্রকাশিত হয়নি। বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যান সমিতির পক্ষ থেকে এ সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য আমরা তাঁর কালিন্দীপুরের বাসায় গিয়েছিলাম। নিচে সাক্ষাৎকারটি হুবহু তুলে ধরা হলো।

বকিকিকস : পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্যঙ্গনে আপনি এক বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছেন। সাহিত্য জগতে আসার প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে?

কবি : ধন্যবাদ। তোমাদের তা হলে আমি একটু আমার কৈশর জীবনে নিয়ে যাই, আমি তখন ক্লাশ এইটের ছাত্র। পড়তাম সেন্ট ট্রিজার স্কুলে। স্কুলটার অবস্থান রাঙামাটির তবলছড়িছু খাদ্য গুদাম এলাকা সংলগ্ন যা মিশন স্কুল নামেই বেশি পরিচিত। স্কুলে একদিন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছোট্ট একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। নাটিকাটি দেখার পর সেদিন আমার মাথায় একটা খেয়াল চেপে বসল কেন জানি, আমিও একটা নাটক লিখব। স্কুল থেকে ফেরার সময় চার আনা দিয়ে একটা খাতা কিনে নিয়ে এলাম সেদিন। গুরু হল নাটিকা লেখার কাজ। নাটিকাটির নাম কি-কেনই বা সেই নাটিকা লেখা এসব কিছু এখন আর মনে নেই। লেখার ইচ্ছে হল, লেখাও শেষ হল। পড়ার টেবিলের উপর সেই খাতাটি কতদিন যে অযত্নে অবহেলায় অনাদরে পরে রইল সে খবরই বা রাখে কে। সেই সময় দূর সম্পর্কীয় আমার এক মামা থাকতেন আমাদের বাসায়, চাকরী করতেন কৃষি অফিসে জোনাল অফিসার নাম পিয়ারী মোহন চাকমা। আমার পড়াশুনার ব্যাপারে খবরাদি করার মামার প্রতি নির্দেশ ছিল বাবার। ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠিয়ে আমাকে নিয়ে রাঙামাটি টু চিটাগাং সড়ক বেয়ে দৌড়ানোর গ্রীষ্ম বা শীতের দিনগুলোর স্মৃতি মনে আছে এখনো। সেই মামা একদিন বাবাকে বলেছিলেন আমার লেখা নাটিকাটির কথা, আমি আড়াল থেকে শুনছিলাম, মামা বেশ প্রশংসা কলেছিলেন আমার লেখাটি। নাটিকাটি মামা কোন ফাঁকে যে পড়ে নিয়েছিলেন কে জানে! সেদিন

আমার মনের ভেতর অনাবিল এক আনন্দের তুফান বইয়ে দিলেন মামা। ক্লাশ নাইনে প্রমোশন হল, ভর্তি হলাম গিয়ে শাহ হাই স্কুলে। মনের জানালাটা বোধ করি খোলাই ছিল, সেই ফাঁকে কবিতা লিখবার ইচ্ছেটা উকি মেরে বসলো, তারপর লেখালেখি। এখানে আরেকজনের কথা না বললে বড় বেশি অন্যায় হয়ে যাবে যে, যার কাছে আমার পড়াশুনার প্রথম হাতে খরি। যার কাছ থেকে অনেক পিটুনি খেয়েছি। অনেক বকুনি খেয়েছি, যার স্নেহ ভালবাসা ও মমতায় নিজেকে সিক্ত করেছি, লেখালেখির জন্য উৎসাহ দিয়েছেন বহুবার। তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় ছোট পিসা মশাই প্রয়াত ধবল কিরণ চাকমা। আমি আজ তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

বকিকিকসঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার মূল্যায়ন কি?

কবি : মৌমাছি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে কিছু কিছু করে মধু জমা করে মৌচাকে। এক সময় মধুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে মৌচাক। তারপর মধু সংগ্রহের পালা। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সাহিত্যঙ্গন কি কবিতায়, কি গল্পে, কি নাটকে, কি উপন্যাসে, সর্ব ক্ষেত্রেই বলা যায় এখনো হাটি হাটি পা পা। প্রজন্ম আসবে, প্রজন্ম যাবে; লেখকের পর লেখক আসবে। তারপর “ছোট ছোট বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তুলে মহাদেশ সাগর অতল।” অতীতে যারা লিখেছেন কিংবা বর্তমানে যারা লিখছেন তাদের মধ্যে অনেকে লেখার মান শুধু ভালো বলবো না, আমি সমৃদ্ধই বলবো।

বকিকিকসঃ আমরা যতদূর জানি আপনি সাহিত্যাঙ্গনে কাজ করলেও কোন সাহিত্য সংগঠনের সাথে সরাসরি জড়িত না। এর পেছনে কি কোন বিশেষ কারণ রয়েছে?

কবি : কথাটা তোমাদেরকে এ ভাবেই বলি- মাছের সাথে জল, দেহের সাথে মন, লেখকের সাথে লেখা এই দুই এর সম্পর্ক নিবির ও প্রগাঢ়।

লেখক সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন প্রার্থী নয়। বরং সমাজ লেখককেই বেশী ভাবিত ও আন্দোলিত করে। লেখকরাই তো সমাজের ভাল-মন্দের দিকগুলো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে লেখকের ভূমিকা অনন্য- একথা অস্বীকার করার জো নেই। হ্যাঁ, সমাজের কিছু কিছু মানুষ নির্জনতা প্রিয়- এরা নিঃস্বকতার প্রেমিক। আমি এ দলেরই একজন ধরে নিতে পারো। নিভৃতচারী হিসেবে লেখক সমাজে আমার একটা মন্তবড় দুর্নামের খ্যাতি আছে হয়ত বা এ কারণে। আমার কোন কোন কবিতার নির্জনতাকে আমি দারুন ভাবে আশ্রয়- প্রশ্রয় দিয়েছি। বাহ্যিক সম্পর্কটা তোমাদের কাছে দৃশ্যমান না হলেও, আমি যে মৎস্য জল বিনা আমি এ প্রাণ রাখি কি করে? তোমরাই বলো।

বকিকিকসঃ উপজাতি, আদিবাসী, জুম্ম, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এ শব্দগুলো একজন সাহিত্যিক হিসাবে কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

কবি : ধন্যবাদ। এ সব ক’টি শব্দই অতি পরিচিত ব্যবহার করছি আমরা আমাদের লেখালেখিতে- আলোচনায় বক্তৃতায় সেমিনারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আমি একজন সাধারণ গিরিজন হিসেবে নিজেকে জুম্ম ভাবতে সবচে বেশি তরতাজা ঝরঝরে ভাব অনুভব করি। জুম্ম এই একটি শব্দের- ভেতর আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের সব ক’টি

ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা সমূহের অস্তিত্বের দৃশ্য পাই এবং এই শব্দটির শরীরে আদিবাসী শব্দটির অতি পরিচিত আনও লেগে আছে বলে মনে হয় আমার। তবে হ্যাঁ, আমাদের পরিচিত শুধু ঐ সব শব্দগুলোর ভেতরেই সীমাবদ্ধ বলে মনে করা সমীচীন হবে না, কেন না আমরা কবিতা মননের ধারক ও বাহক। আমাদের ঐতিহ্য আমাদের সংস্কৃতি উন্নত বিশ্বের কোন জাতির সংস্কৃতি চে' কম সমৃদ্ধ নয় এই গৌরব আমরা করতে পারি নিশ্চই। আমরা বিশ্বের সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল জাতিসত্ত্বা পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজের সৌন্দর্য। আমরা যেন অবহেলিত না হই, নির্যাতিত না হই, প্রতারিত না হই। মানব সমাজের এই সৌন্দর্য বাড়ায় সংখ্যাগুরু বৃহৎ জাতিসত্ত্বাসমূহ এই সৌন্দর্য বোধ যেন তাদের চিন্তায় চেতনায় বিশ্বাসে নিরন্তর লালন করেন। তোমাদের মাধ্যমে আমার এই মিনতির বহিঃ প্রকাশ ঘটাতে চাই।

ব্যতিক্রম :

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের এখনো সরকারীভাবে মাতৃভাষায় পড়াশুনা করার সুযোগ নেই। প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় পড়াশুনা করার দাবী আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য।

কবি :

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মায়ের ভাষায় কথা বলবার অধিকার- পড়ালেখা করতে পাবার অধিকার আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত। পার্বত্যঞ্চলে প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য কিছু কিছু বেসরকারী সংস্থা ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে বলে শুনেছি। এ ক্ষেত্রে সরকারী ভাবে ব্যাপকভাবে যথাশীঘ্র সম্ভব পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন অবশ্যই জরুরী।

ব্যতিক্রম :

আপনি বিভিন্ন সংকলনে লেখালেখি করলে ও আজ পর্যন্ত আপনার কোন কাব্যগ্রন্থ বের হয়নি। এ ব্যাপারে আপনার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

কবি :

অর্থ যে অনর্থের মূল এর উদাহরণের অভাব নেই। আবার ভালো কাজ করতেও যে অর্থের প্রয়োজন তা বলা বাহুল্য মাত্র। ধন্যবাদ।

ব্যতিক্রম :

পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য চর্চা এখনো বিবু, বৈসুক, সাংখ্যাই কেন্দ্রীক। এ থেকে বের হওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন কি? এ ব্যাপারে কি ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে?

কবি :

এই একটু আগে যে অর্থের প্রয়োজনের কথা বললাম এখানে, পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী সাহিত্য চর্চা বৈসাবি কেন্দ্রিক হওয়ার একমাত্র প্রধান কারণ বলে আমার ধারণা। সাহিত্য চার এই সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসা অবশ্যই প্রয়োজন। তা না হলে নতুন নতুন লেখকের আবির্ভাব ঘটবে না- সাহিত্য ক্ষেত্রে উর্বর হবে না। বৈসাবি কেন্দ্রীকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে সাহিত্য সংগঠন গুলোকে সর্ব প্রথমে আর্থিক দৈন্যতা থেকে মুক্তির উপায় বের করতে হবে এবং তারপর যদি সম্ভব হয় মাসিক, আর যদি সম্ভব না হয় ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিত ভাবে প্রকাশনায় উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এবং সেই সাথে পাঠক সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যা প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, অনেক শিক্ষিত মানুষ তার মাতৃভাষায় লেখা বই পুস্তক পড়তে অনীহা প্রকাশ করেন যা কিনা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক এবং দুঃখজনক। বর্তমানে এহরাকে মাংস, বদাকে ডিম, ত্যেনকে তরকারী, মামা-কাকাকে আংকেল ইত্যাদি আমাদের সমাজে রীতিমত

প্রচলন হয়ে গেছে। আমি তোমাদের মাধ্যমে বলতে চাই- নিজের মাতৃভাষা নিয়ে তাদের যে হীনমন্যতা সেই হীনমন্যতার অতল গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শ্রদ্ধার সাথে তাদেরকে বিনীত আহ্বান জানাই।

বকিকিকস : জাক বাদে আমাদের আদিবাসী সাহিত্য সংগঠন ও প্রকাশনাগুলো বেশিরভাগই অকালমৃত্যু হয়েছে। সংগঠনগুলো ও প্রকাশনাগুলোর অকালমৃত্যুর পেছনে কারণগুলো কি বলে আপনি মনে করেন? এ থেকে উত্তরণের কোন উপায় আছে কি?

কবি : কথাটা এ ভাবেই বলি এ স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যারা পরীক্ষা দেয় সবাই কি এক রকম ফল অর্জন করে? বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী সময়ে অনেকগুলো আদিবাসী সাহিত্য সংগঠনের জন্ম হয়েছিল একথা সঠিক, এদের মধ্যে অধিকাংশই অকালমৃত্যু ঘটেছে। এ কথাও তেমনি সত্য। একটি শিশু ফলজ বৃক্ষকে ফলবান বৃক্ষে পরিণত করতে শ্রমের প্রতি পরিচর্যায় প্রতি যত্নবান হওয়া তেমন অতিশয় দরকার। একটি সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখবার ক্ষেত্রেও তাই। তা না হলে অকালমৃত্যু তো হবেই। একটি মানব শিশু জন্ম দিয়েই কি মাতা পিতার কর্তব্য শেষ হয়ে যায়? জন্ম ঈসথেটিকস্ কাউন্সিল (জাক) এর কর্মীবৃদ্ধ। আমি জানি অত্যন্ত পরিশ্রমী, মেধা সম্পন্ন এবং সুদক্ষ। জাক বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে। তোমাদের মাধ্যমে আমি জাক এর সকল সম্মানিত কর্মীবৃদ্ধের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আর হ্যাঁ আমরা যদি উপরের দিকে উঠতে চাই তা হলে আমাদেরকে সিঁড়ি নির্মান করতে হবে, সেই সিঁড়ি হল শ্রম, মেধা এবং দক্ষতা।

বকিকিকস : বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে কিছু বলবেন কি?

কবি : অবশ্যই বলবো। বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতি দীর্ঘজীবী হোক। পুত্র-কন্যাতুল্য তোমরা যারা এ সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট আছো তোমাদেরকে আশীর্বাদ জানাই- সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হও তোমরা দীর্ঘজীবী হও- পরিশ্রমী হও, অনুশীলনে ব্রত হও- একদিন দেখবে জীবনযুদ্ধে তোমরা জয়ী হয়েছ, আমি চাই আন্তরিক ভাবে চাই, বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতি থেকে কালজয়ী আলোকিত মানুষ বের হয়ে আসুক।

বকিকিকস : আপনাকে অনেকে ধন্যবাদ, আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য।

কবি : ধন্যবাদ তোমাদেরকেও। বনভাস্তের আশীর্বাদ তোমাদের উপর বর্ষিত হোক মর্যাদা।



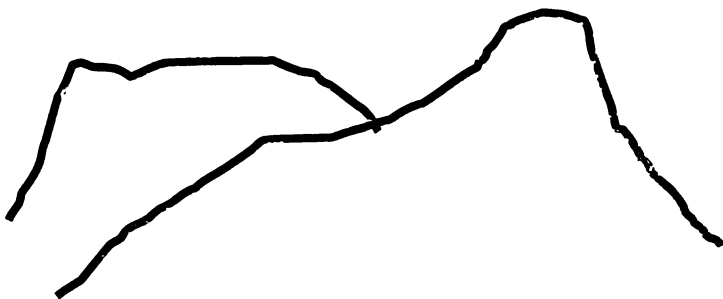
এ সংকলন প্রকাশে যাদের অবদান বনযোগীছড়া কিশোর  
কিশোরী কল্যাণ সমিতি কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করছে -

✳ সুনীতি বিকাশ চাকমা ।	✳ রিপন চাঙমা ।
✳ রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা ।	✳ মোঃ পারভেজ আলম ।
✳ শ্যামল তালুকদার ।	✳ মুক্তা চাকমা ।
✳ প্রতিম রায় পাম্পু ।	✳ মৃত্তিকা চাকমা ।

এ সংকলন প্রকাশে যে সব সংগঠনের নিকট বনযোগীছড়া  
কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞঃ

- ✳ পার্বত্য চট্টগ্রাম গবেষণা কেন্দ্র, রাঙামাটি ।
- ✳ জুম্‌ ইনস্‌থেটিক্‌স্‌ কাউন্সিল (জাক), বনরূপা, রাঙামাটি ।
- ✳ জুনিপুক ।
- ✳ বনযোগীছড়া উচ্চ বিদ্যালয়, বনযোগীছড়া, রাঙামাটি ।
- ✳ গিলাতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বনযোগীছড়া, রাঙামাটি ।
- ✳ বনযোগীছড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বনযোগীছড়া, রাঙামাটি ।
- ✳ ভূবনজয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, জুরাছড়ি, রাঙামাটি ।
- ✳ আলোড়ন মান্দিপারপাস কো-অপারেটিভ কোঃ লিঃ, রাঙামাটি ।

“ঐ আগাজর বাগী পেগ অদং  
দো - ও মেলি মেঘ ছেড়ে বানা উড়িদং  
উড়ি উড়ি ঘুরি ফিরি  
গীদে রেঙে রেঙে গীদে বানা বেড়েদং  
জনম জনম জনম লদং  
জুম্মো ভেই বোন যিদু আঘন -”



বনযোগীছড়া কিশোর -কিশোরী কল্যাণ সমিতি

( একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠন )

বনযোগী ছড়া, জুরাছড়ি, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা ।

e-mail:bkksrj@yahoo.com



১০ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সম্মানিত লেখক, পাঠক এবং  
সমিতির সকল সদস্য/ সদস্যাকে আন্তরিক অভিনন্দন